সঙ্গীত-সপর্য্যা

নিরাকারাং কালীং ভজ শরণমেকাক্ষরমনুম্ ।
পরাং বা সাকারাং নব জলদ-নীলাং যুগভুজাম্ ॥
তয়োরৈক্যং জানন্, ভজ ভজ নবাচাত্মনিপুণঃ ।
তয়োনৈক্যং জানন্ ভজ ভজ নবাচাত্মনিপুণঃ ॥

—*—

শ্রীনৃসিংহ দাস তন্ত্ররত্ন ভট্টাচার্য্য কৃত।

—*—

শ্রীগিরিজাপ্রসাদ শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক
প্রকাশিত।

জন্ম—১২৭৫, ১৫ই কার্ত্তিক   মৃত্যু—১৩১২, ৯ই পৌষ

সহস্রার সমাসীনা

পরমারাধ্যা পরাৎপরা

মাতৃদেবীর

শ্রীশ্রীচরণ সরোজে

সঙ্গীত সপর্য্যা

ভক্তিপ্রবণ চিত্তে

সমর্পণ

করিলাম।

মেড়তলা," ঠাকুরবাটী
বঙ্গাব্দ ১৩০০, ভাদ্র।

শ্রীনৃসিংহ দাস শর্ম্মা

প্রকাশকের নিবেদন।

সিদ্ধসাধক আমাদিগের স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺নৃসিংহদাস তন্ত্ররত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহুতর "শ্যামাসঙ্গীত" রচনা করিয়া তন্মধ্যে সামান্য কিছু "সঙ্গীত-সপর্য্যা" নামে ১ম ও ২য় অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়া সন ১৩১২ সালে মায়ের চরণে স্থানপ্রাপ্ত হওয়ায় অবশিষ্ট সঙ্গীতগুলি প্রকাশিত হয় নাই। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে উহা ছাপাইয়া প্রচার করা নিতান্তই উচিত ছিল। কিন্তু আমাদিগের ঔদাসীন্যে তাহা সম্ভব হয় নাই। আমাদেরও জীবনসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। পাছে উক্ত অমূল্য সঙ্গীতগুলি লুপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় স্বর্গীয় পিতৃদেবের রচিত শ্যামা সঙ্গীতগুলি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, একত্রে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইল। নিবেদন ইতি —

মেড়তলা, ঠাকুরবাটী
বঙ্গাব্দ, ১৩৩৭

শ্রীগিরিজাপ্রসাদ শর্ম্মা
প্রকাশক।

প্রথমানুষ্ঠানের সমালোচনা।

তন্ত্রতত্ত্বাদি ব্যাখ্যাতা গীতাঞ্জলি প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ প্রধানতম বক্তা, ধর্ম্মময়জীবন, করুণাময়ীর কুলকুমার, পণ্ডিত প্রবর স্বর্গীয় মহাত্মা ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য মহাশয়, "সঙ্গীত-সপর্য্যার" পাণ্ডুলিপি দেখিয়া পত্র দ্বারা যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

তন্ত্ররত্ন মহোদয়!

আপনার আদেশ অনুসারে "সঙ্গীত-সপর্য্যার" অনুষ্ঠান উপকরণগুলি দেখিলাম। আপনার মনে কি আছে জানি না আমি কিন্তু "সপর্য্যা" শব্দে বুঝিয়াছি "পূজা"। তন্ত্ররত্ন মহাশয় মায়ের পূজা করিতে বসিয়াছেন, ইহা দেখিবার আদেশ পাওয়াও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা আর ঘটিল না। পূজা হইয়াছে, এখন আর দেখিবার কিছু নাই। প্রসাদ পাইবার কথা। সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ-সাধকবংশাবতংস সাধকের সাধিত মায়ের পূজায় প্রসাদের ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করা পাপের কার্য্য বলিয়া আমার বিশ্বাস। আর সেই পাপের কার্য্য যদি স্বীকার করিয়াই লওয়া যায়, তাহা হইলেই বা ভাল মন্দ বলি কিরূপে? যেহেতু "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"। আমার ভাল লাগিয়াছে বলিয়া যদি কাহারও ভাল লাগিতে পারে এ বিশ্বাস আপনার হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিবেন উহা আমার ভাল বলিয়া নহে, যাঁহা ভাল বলিয়া ভাল, তাহা চিরকালই ভাল। অনেকের রুচি অনুসারে কালোবর্ণে স্বর্ণালঙ্কার অতি সুন্দর দেখায়। আমার সংস্কারে

হয়ত সে স্থানে কালো চরণে রক্ত চন্দন চর্চ্চিত রক্তজবার অঞ্জলিই সুন্দরাদতিসুন্দর। ইহা ত গেল ধনী ও দরিদ্রের তুলনায়। আবার যদি সে অংশ ছাড়িয়া দিয়া কুসুমতত্বরসিক সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলেও হয়ত ভিন্ন ভিন্ন রুচিতে কেহ বলিবেন গোলাপ ভাল, কেহ বলিবেন যুতি, জাতী, মালতী ভাল, কাহারও মতে হয়ত চম্পক ভাল; কিন্তু আমি বলিব—এ ভাল কি, যাঁহার প্রজ্ঞা তাঁহার ভাল? না যিনি পূজক তাঁহার ভাল? শাস্ত্রানুসারে সপর্য্যার অধিকারী হইতে হইলে, যাঁহার পূজা তাঁহার ভাল লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহারই লীলাভেদে সাধকের অধিকার ভেদ হইবে। কিন্তু সাধকের অধিকার ভেদে তাঁহার লীলা ভেদ হইবে না, ইহাই গুরুপরম্পরাসিদ্ধ সিদ্ধ সিদ্ধান্ত। তাই—আমরা এ পূজা এবং পূজার উপকরণ দেখিতে হইলে সেই দৃষ্টিতে দেখিব। গোলাপ, জাতী, যুতি, মল্লিকা, মালতীর মত রক্তজবার সৌরভ গৌরব আছে কি না জানি না। কিন্তু এক জবাতে যাহা আছে, তাহা শত কোটি মল্লিকা, মালতী, বকুলেও নাই। যদি সে রক্ত জবা রক্ত চন্দন চর্চ্চিত হইয়া ভক্ত হৃদয় রঙ্গিনী শাক্তজননীব চরণাম্বুজে অর্পিত হইয়া থাকে। আপনার পূজার অনুষ্ঠান দেখিয়া "বিশ্বজননী" না বলিযা "শাক্তজননী" বলিলাম, ইহাতে কিছু মনে করিবেন না। এই ত আমার প্রসাদ পাওয়ার অনুভূতি। ইহার পরে ভাষা, ভাব, অনুপ্রাস, রসগাম্ভীর্য্য, পদচ্ছটা, লালিত্য, মাধুর্য্য এ সকল অংশ বিচার করিবার জন্য জগতে অনেক সমালোচক আছেন, তাঁহারা তাহা বিচার করিবেন। আমবা মায়ের ছেলে, মা নাম শুনিয়াই মুগ্ধ। তাহার বর্ণ বিন্যাস কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা এখনও জানিলাম না। যেদিন মা বলিতে শিখিয়াছিলাম সেদিনও তাহা জানি

নাই। আশীর্ব্বাদ করুন মায়ের রূপ নাম লীলা গুণগান শুনিয়া আর যেন তাহার বিচার করিবার সাধ্য সামর্থ্য না হয়। "সঙ্গীত সপর্য্যায়" আপনি যদি আপনার রচনা বলিয়া কিছু বুঝিয়া থাকেন, তবে তাহার ফলাফল আপনি ভোগ করিবেন। আমি কিন্তু তাহা বুঝি নাই। আমার বিশ্বাস, মা যেমন তালে নাচিয়াছেন, শ্রীচরণে নূপুর তেমনি বাজিয়াছে। তিনি যখন ভাল বুঝিয়া নাচিযাছেন, সে নৃত্য তাঁহার যখন ভাল লাগিয়াছে, তখন আমি বলি, এখন যদি তাহা ত্রিজগতেরও ভাল না লাগে, তবে তাহাতেই বা কিসের ক্ষতি? মায়ের প্রসাদে আশা রহিল আবার নিমন্ত্রণ পাইব। নিবেদনমিতি।

৺সর্ব্বমঙ্গলা সভা কুমারখালী, নদীয়া তাং ৫ই শ্রাবণ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ	}	সম্পাদক শ্রীশিবচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ

সঙ্গীত-সপর্য্যা।

সুরট,—ঝাপতাল।

মম, শিরসি সহস্র দলে, বিহরিছ কুতুহলে,
অভীষ্ট-রূপিণী দেবী! শান্তরূপে নিরমলে।
রক্ত স্থলপদ্ম-প্রভা, আ মরি! কি বর্ণ শোভা
তরুণ অরুণ আভা, শোভে কর-পদতলে॥

১। রক্তাম্বর সুশোভন, শোভিছে করে কঙ্কণ,
নূপুরে বেষ্টিত চরণ, কুণ্ডল শ্রুতি যুগলে;
সমুন্নত পয়োধর, কটিদেশ ক্ষীণতর,
শরদিন্দু শোভাকর, হেরি শ্রীমুখমণ্ডলে॥

২। পদ্ম দল সমনয়ন, শ্রীনাথের বামে
আসন, সদা প্রফুল্ল বদন, মৃদু মন্দ হাসি ছলে
অজ্ঞান-তিমিরহন্ত্রী, সদাবরাভয় দাত্রী,
জ্ঞান-ভক্তি দেহি দেবি! নৃসিংহ জ্ঞান-দুর্ব্বলে॥ ১

ইমনকাল্যান, চৌতাল ॥

নাচিছে সমরে।
চরণে পতিত শব-রূপাকরে সদাশিব,
কাঁপিছে অবনী পদভরে ॥

১। সশঙ্ক শশাঙ্ক রবি, নিরখিয়ে মুখ ছবি,
হুহুঙ্কারে ত্রাসে নাশে; গ্রাসিছে দনুজ কত,
হাসিতে হাসিতে শত, ওকে বিবসনা বিহরে।

২। ললাট-ফলকে শশী, প্রকাশিত দিবানিশি
ত্রিনয়নে ক্ষণে ক্ষণে, ক্ষণপ্রভা খেলিছে,
ক্ষণে দশনে ধাইছে, নীলবরণী বামা কেরে ?

৩। নিতান্ত হ'যেছ শ্রান্ত এ সমরে হ'ওমা ক্ষান্ত,
মদ-ভরে জ্ঞানহারা, শঙ্করে তেয়া গিয়ে,
কালিকে প্রসন্না হ'য়ে, বিহর নৃসিংহ-হৃদি-
পরে। ॥ ২ ॥

কালেংড়া, জলদ্ তেতালা।

ঐ শ্যামা, সমরে মাতিল।
দেখ চেয়ে! রূপ হেরিয়ে ভুবন ভুলিল ;
লাজ ভয় তেয়া গিযে, সমরে মগনা হ'যে,
বামা, নিজ বসন ত্যজিল ॥ (দেখ দেখ)

১। সুধাপানে ঢল ঢল,
ত্রিনয়ন জ্বলজ্বল,
বিধু মুখে খল খল হাসি ;
নাশিছে দনুজশত,
শাণিত কৃপাণে কত,
ঐ বামা বিগলিত কেশী ;
হুহুঙ্কার করে রঙ্গে
দিতি সুত সেনা ভঙ্গে
রুধির তরঙ্গে ধরা ভাসিল ॥
(দেখ ঐ যে)

২। কালো রূপে আলো ক'রে,
নিখিল তিমির হ'রে
কোটি তপন যেন উদিল,
ও রূপের, প্রভারাশি,
অবিদ্যা তিমির নাশি
নৃসিংহের হৃদাকাশ ব্যাপিল ;
দূরে গেল কাল ভয়,
কালী রূপে কাল জয়, হইল,
কি অভাব আর রইল ॥ ৩ ॥
[বল ভবে]

কানাড়া, আড়াঠেকা ॥

ভীমাঙ্গিনী কে রে বামা ?
দনুজ দলনী ।৮
হাসিছে আসবে মাতি
নীরদ বরনী ॥

১। মুহু মুহুঃ হুহুঙ্কারে,
কাঁপাইছে চরাচরে,
চরণ বিক্রম ভরে
টলিছে অবনী ॥

২। হেরিলে আতঙ্ক হয়,
তাই বলি নয়ন দ্বয়,—
মুদিয়ে নৃসিংহ ভাব,
ত্রৈকাল বারিণী ॥ ৪ ॥

গৌরী, জলদ তেতালা

সমরে বিহরে হেরি কে ও বিবসনা।
চুম্বিছে চিকুরজাল চরণতলসীমা ॥ সদা

১। আরক্ত নয়নত্রয়ে ঝলকে অনল রাশি,
বিকট দশনে যেন প্রকট তড়িত রাশি,
শোণিত সুধা রঞ্জিত লোলরসনা ॥

২। মদন-নাশনে করি মদন-মদে বিবশ,
লভিছে আনন্দে মাতি বিপরীত রতিরস,
সীমান্ত সিন্দূর শিশু-শশি-শোভনা ॥
হেরি,

৩। নিবিড় নীরদ-নিভ সুচারু বরণঘটা,
শমন-শমন পদে তরুণ অরুণ ছটা,
নৃসিংহ-হৃদয়ে বিকাশে যার সুষমা
সদা, ॥ ৫ ॥

রামকেলীবিভাষ, একতালা ॥

হের রণরঙ্গিনী, শিব সিমন্তিনী।
ঐ যে, ত্রিলোক-সমাজে, কুলমান ত্যজে
লাজ পরিহরি, আজি উলঙ্গিনী ॥
শ্যামা,

১। আনন্দ তরঙ্গে, অনঙ্গ হিল্লোলে'
ল'য়ে মহাকালে মহাখেলা খেলে,
আবার, রণ রঙ্গচ্ছলে, নাচে তালে তালে
অনঙ্গ-নাশন শাসন কারিণী ॥

২। নীলেন্দু বদনে, স্বেদবিন্দু ঝরে,
অলস ত্রিনেত্র রণক্লান্তি ভরে ;

আসবে মগনা, বিলোল রসনা,
দশন-সুষমা, ক্ষণপ্রভা জিনি ॥
মায়ের,

৩। বর্ণময়ী মুণ্ডমালা দোলে গলে,
গলিত কুন্তল নাচে হেলে দুলে,
বামা বামকরে, অসি মুণ্ড ধরে,
দক্ষ করেবর-অভয় ধারিনী ॥
ঐ যে, আবার

৪। নীরদ নিন্দিত নীলিমবরণা,
নৃসিংহ অন্তরে প্রকাশি আপনা ;
সুচারু-চরণ, অরুণ কিরণ,—
বিতরি হৃদয়-তিমির হারিণী ॥
সদা, ॥ ৬ ॥

খাম্বাজ একতাল্য ॥

কে হরউরসি বিগলিত কেশী,
তামসী-বরণা, আসবে মগনা ॥
শশি-খণ্ড শিরসি, নিরখি যোড়শী
দনুজ বিনাশি, সমরে মগনা ॥

১। সতত সুঘোর সুঅট্ট হাসি-
- চ্ছলে বিধুমুখে ক্ষরে সুধারাশি ;
বিহরে, আনন্দ সাগরে ভাসি,
পরমেশী পরমেশ ললনা ॥
২। ও রূপ সাধক হৃদয়ে প্রকাশি,
অবিদ্যা তিমির নাশে রাশি রাশি ;
একান্তে ও রূপ নিকেতনে বসি,
দিবানিশি নিত্য কর রে ভাবনা ॥ ৭ ।

সুরটজয়জয়ন্তী, একতালা

নীলবরণা সমরে নাচিছে,
কাঁপিছে দনুজ ত্রাসে।
খল খল বামা হাসে ;—
করি ঘোর হুহুঙ্কার ধ্বনি,
কটাক্ষে বিপক্ষ নাশে ॥
১। দেখে ভব ভয় হরণ,
হৃদিপরে ভব ধ'রে চরণ,
সাদরে সাধিছে হ'য়ে মগন,
মায়া-পাশ-নাশ আশে ॥
২। সমরশ্রমে হ'য়েছ আকুল,

মম, হৃদে বসি শান্তি লভ মা !
বিপুল, ভবাব্ধি অকূল,
কুলাও কালি ! কূল, কৃপয়া
নৃসিংহ দাসে । ৮ ॥

ঝিঁঝিট, একতালা ॥

নাচিছে রঙ্গে, যোগিনী সঙ্গে,
কোপ ভ্রূভঙ্গে, করিছে রণ ।
দৈত্য সঙ্গে রণ তরঙ্গে
অরাতি অঙ্গে, হানে কৃপাণ ॥

১ । ঘোর আসব-আবেশে হাসে,
দিগ্‌বামা, পদে রাখি দিগ্‌বাসে
ভয়ঙ্করী বেশে, রিপুকুলত্রাসে,
কটাক্ষে নাশে, দনুজগণ ॥

২ । সুবোচিত কভু নহে ও কার্য্য
অসুর-রুধির হয় আস্বাদ্য,
দেখি আশ্চর্য্য, না ধরে ধৈর্য্য,
বটে বিচার্য্য এ মেয়ে কেমন ॥

৩ । নীরদ-নীলিম- নীলকায়,
ভাবিলে এ ভব-ভাবনা যায় ;

নৃসিংহ কি ভাব? শ্যামারূপ ভাব,
সে ভাব-প্রভাবে হও মগন ॥ ৯ ॥

গৌরী : জলদ তেতালা ॥

ভীষণ শ্মশান মাঝে কে রণরঙ্গিনী।
ঐ যে, অনঙ্গতরঙ্গে নাচিছে উলঙ্গিনী ॥

১। বন্ধন-মোচন-মুক্ত হইয়ে,
লয়ে শরণ, গলিত কুন্তলজাল,
চুম্বিছে রাঙ্গা চরণ;
ও তাই, আশ্রিতে রক্ষিতে হাসি,
হ'য়ে বামা ত্রিলোকেশী,
ত্রিলোকেশী নামা, ত্রিলোকেশবিভূষিণী ॥

২। ক্ষণপ্রভা স্থিররূপে, খেলিছে ত্রিনয়নে,
ঝলকে অনলকণা বিষম অসীম হ'য়ে;
দশনে লোল-রসনা, চাপিছে সতত শ্যামা,
বিভোরা মদিরা পিয়ে, ল'য়ে সঙ্গিনী।

৩। শাণিত কৃপাণ বাম করে শোভে নরশিরঃ,
অপর দু করে হেরি প্রদানে অভয় বর;
আবার, সুনীল-বরণঘটা, বিকাশে বারিদছটা,
সাধক-চাতক-পুলক-প্রদায়িনী ॥

৪। মহারণে মহারথী সম্প্রতি সম্মুখে পেয়ে,
একি বিপরীত রণে মত্তা বামা "বামা" হয়ে,
ঐ যে সমর বিজয় সুখে সাদরে সদ্য নিরখে,
অপাঙ্গে শায়িত মহাকালে, সুহাসিনী ॥

৫। শবত্ব বিনাশে ঐ যে শিবত্ব সম্পদ দিয়ে,
(তাই) শবা সনে রাখে শ্যামা, শিবারাধ্য পদদ্বয়ে ;
ওরে কি চারু চরণ শোভা, শত সূর্য্য সমপ্রভা,
ঐ যে, নৃসিংহ হৃদয় আঁধার বিনাশিনী ॥ ১০ ॥

গৌড়শারঙ্গ, ঢিমেতেতালা ॥

নাচিছে সমরে শবাসনা।
বামা, ঘোর আসবে মগনা, সদা হইয়ে নগনা ॥

১। আছে, ললাট ফলকে শশী,
আধরূপ প্রকাশি, অধরে সদা অট্টহাসি ;
(ধরে) নাশি, দনুজ বিহরে শ্যামা নীরদ বরণা ॥

২। ভয়াপহারিণী ভীমা,
মহাকাল মনোরমা,
রূপে অনুপমা,
কর, নৃসিংহ ! হৃদয়ে
সদা সাদরে সাধনা ॥ ১১ ॥

পূরবী, একতালা ॥

ঘোর সমরে, বিহরে কেরে ।
নবঘনজিনি নীল-বরণী ।
আরক্ত-উৎপল,-নিভপদতল
কে নাচিছে ঐ যে দানবদলনী ॥

১। রামরম্ভা জিনি উরু সুশোভিত,
ক্ষীণ কটিতট নৃকর-বেষ্টিত ;
জিনি গিরিবর, পীন পয়োধর,
ভীমা রমণী নৃমুণ্ডমালিনী ॥

২। চতুর্ভুজে খড়্গ-মুণ্ড-বরাভয়,
দৈত্যরক্তে সুরঞ্জিত স্কন্ধদ্বয় ;
শ্রবণ যুগলে, শবযুগ্ম দোলে,
লোলরসনা বিকটদশনা ॥

৩। ত্রিনয়নের কোণে জ্বলে বৈশ্বানর,
বঙ্কিম-কটাক্ষে কাঁপে চরাচর ;
করাল বদনে হুঙ্কার নিঃস্বনে,
ত্রাসিত দিগ্বিজ, কাঁপিছে অবনী ॥

৪। ললাটে চন্দ্রমা অর্দ্ধ সুপ্রকাশে,
জিনি কাদম্বিনী শোভে এলোকেশে ;
খলখল হাসে, দৈত্যকুল নাশে,
আসব-আবেশে মত্তা উলঙ্গিনী ॥

৫। চারিদিকে শিবা করিছে চীৎকার,
ডাকিনী-যোগিনী করে হুহুঙ্কার ;
বিপরীত রতি-ছলে ল'য়ে পতি,
শবাসনা শ্যামা শ্মশানবাসিনী ॥

৬। অজ্ঞান-তিমির ঘোররূপানাশে,
চিন্ময়ী কালী বরাভয়ে ভাসে ;
এবার মাভৈঃ সন্তানে এ নৃসিংহদাসে,
কালভয়হর, কালবারিণী ॥ ১১ ॥

খাম্বাজ, একতালা ॥

মিথ্যা চিন্তা-জ্বরে, মায়া-কফ ভারে,
বিভোর মানস হয়েছে বিকল ।
মোহেতে প্রলাপ, সতত আলাপ,
অবিদ্যা-স্বপনে, করি অবিরল ॥

১। আশা-বায়ু প্রবল তাহাতে,
অহং-রূপ মোহ ঘটিয়া ক্রমেতে ;
বিষয়-প্রবৃত্তি, তৃষা না হয় তৃপ্তি,
অর্থ বারি-ধারা, আসক্তি কেবল ॥

২। জ্ঞান দৃষ্টীপথে ; ভ্রমরূপ জাল,
পড়িয়া ঘটেছে, বিষম জঞ্জাল ;
প্রেম-ক্ষুধাভাব, সতত অভাব,

বাসনা-কুপথ্যে রচি যে কেবল ॥
আছে কামনা ;
৩। শ্রীগুরু-প্রদত্ত ঔষধ সেবিলে,
অভক্তি-বমনে অম্নি তুলে ফেলে ;
কেমনে বাঁচিবে, রোগমুক্ত হবে,
নিতান্ত নৃসিংহ এবার মজিল ॥ ১৩ ॥

ভৈরব, একতালা ॥

বিষয় সলিলে, মগ্ন সদা র'লে,
না করিলে ভবে, অন্তিম উপায় ।
নগ্নকৃপাণ-কর কৃতান্ত কিঙ্কর,
আসিলে কি হবে, না ভাবিলে হায় ॥
১। সে বড় দুরন্ত প্রাণান্ত কালেতে,
বিষয়ি-বিষয়ে, বিশেষ রূপেতে ;
নিষেধ না মানে, কেশে ধরি টানে,
মুহূর্ত্তে বিষয় বিপত্তি ঘটায় ॥
২। আছ সুখে বসি ধন জন সনে,
গর্ব্বপূর্ণ হয়ে, স্বজন সদনে ;
সে আসিলে পর, দেখবে পরস্পর,
নৃসিংহ ! তোমাকে লুটাতে ধূলায় ॥ ১৪

ভৈরব, একতালা।

বৃথা অভিমান, ছাড় মূঢ় জ্ঞান,
কর কর ভবে, অন্তিম সম্বল।
আপন আপন, ছাড়রে এ পণ,
ফুরালে জীবন সকলি বিফল ॥

১। পুত্র কি কলত্র আত্মীয় বান্ধব,
ধন জন আদি বিষয় বৈভব;
সতত যা ভাব, ভাববে কি তব?
এ ভব ত্যজিলে রবে কিবা বল?

২। মায়ার স্বপনে ভাবরে আমার,
ভাবিলে না ভবে আমি যে কাহার?
আমাতে কে আছে, আমি কার কাছে,
কে আমারে কবে, আমিত্বে বিহ্বল ॥

৩। সে যখন আমিত্বে কর্ত্তৃত্ব করিছে,
তখন আর আমিত্বে কি স্বত্ব বা আছে,
ত্যজরে আমিত্ব, ত্যজরে কর্ত্তৃত্ব,
পরমার্থ তত্ত্ব, অন্বেষ কেবল ॥

৪। সোহংতত্ত্বে ভবে সতত মজিবে,
সাধিয়ে কর্ত্তব্য, নির্লিপ্ত রহিবে;
দায়িত্ব যাইবে, কৃতার্থ হইবে,

না রবে নৃসিংহ। কম্মপাশা বল ॥
তোমার। ১৫ ॥

পুরবী, একতালা ॥

গগন-কুসুম, স্থায় সুখশম,
এ সুখনশ্বর নশ্বর জগতে।
কেন সে আশায, ভ্রম এ ধরায,
মিছা প্রলোভনে, ভুলিযা মাযাতে।

১। যে অর্থ ভাববে সুখের কারণ,
সে অর্থ অনর্থ করে উৎপাদন।
পরন্তু সে অর্থ, অস্থায়ী সতত,
হয রিপু মত্ত কেবল তাহাতে ॥

২। ধন জন পুত্র কলত্র বিষয,
বৃথা ভাব তুমি ইথে সুখ হয ;
নাহি সুখ লেশ, যাতনা বিশেষ,
অশেষ ভাবনা, নিৰ্ব্বিঘ্নে রহিতে ॥ কেবল,

৩। চিন্তাযুক্ত চিত্তে সুখ নাহি রয়,
চিন্তা-জ্বরে মাত্র জর্জ্জরিত হয় ;
সুখ কোথা রয় ? দুঃখ ভার বয়,
অবিদ্যা আবেশে, এ ভব মাঝেতে ॥

৪। আত্মজ্ঞান বিনা সুখ নাহি হয়,
সে জ্ঞানে জীবের আনন্দ অক্ষয় ;
কালীনাম-সুধা হয়ে সুখ-ক্ষুধা,
নৃসিংহ সে সুধা অন্বেষ ভবেতে ॥ ১৬

সিন্ধু, একতালা ॥

অন্য সাধ কিছু নাই।
আমার,—কেবল বাসনা,
ওমা শবাসনা,
অন্তে চরণ পাই ॥ মা ॥

১। সেত সাধনার ধন
আমি যে সাধন হীন ;
মানে না তথাচ মন,
তাই তোরে জানাই ॥ ওমা !

২। কর্ম্মফলে ফলে যত,
এ জগতে অভীপ্সিত,
নৃসিংহ দুরাশান্বিত,
চায় চরণ তাই ॥ ওমা ! ১৭ ॥

সাহানা. টিমেতেতালা ॥

হর হর ভব সংসার যাতনা।
করকর শ্যামা, সম্প্রাপ্ত করুণা ॥

১। নিয়ত নিয়তি বশে,
নানা দুঃখ ভারে,
পতিত বিপদে কত
শতশঃ প্রকারে;
তাপিত জীবনে
আর সহে না সহে না;
হ'লো না নিবৃত্তি,
ভবে অসীম বাসনা ॥

২। কাতর হৃদয়ে কার
এক্ষণে কামনা
বিভব বিতর দয়া
শঙ্কর ললনা,
এ ভবে যাতনা আর
দিওনা দিওনা,
নৃসিংহে নিস্তার,
নবনীরদবরণা ॥ ১৮ ॥

খাম্বাজ, একতালা ॥

অসার বাসনা, নাশ শবাসনা,
বিকাশি করুণা, ক'রো না ছলনা।
এ ঘোর যাতনা সহে না সহে না,
সংহর সংহর শঙ্কর ললনা ॥

১। হর মহামায়া, তব মহামায়া,
নাশ কালত্রাস অভয়ে অভয়া ;
হও মা সদয়া, যোগেশ্বর জায়া,
অবিদ্যা বিনাশ, মীবদ বরণা ॥

২। মহাবিদ্যা রূপে হৃদয়ে বিহর,
জ্ঞানদা স্বরূপে অজ্ঞানতা হর;
নিতান্ত কাতর, দাসিংহ কিঙ্কর,
পুনঃ যেন আর, না পায় যাতনা ॥ ১৯

খাম্বাজ, একতালা ॥

ভব রঙ্গভূমে, তব আদেশক্রমে,
দেখাইলাম মাগো! কত অভিনয়
আশীলক্ষবার, আসা যাওয়া সার,
তুষ্ট কষ্ট বুঝা গেল না নিশ্চয় ॥

১। অভিনয় কালে নটের ইচ্ছা হয়,

যদ্যপি দর্শকে "পেলা" কিছু দেয ;
তবে সন্তুষ্ট হইব, কৃতার্থ মানিব,
সংসার মাঝারে রবে পরিচয ॥
২। আমার অভিনয় দেখিয়ে কালিকে,
তুষ্ট হয়ে থাক গিরীন্দ্র বালিকে।
তবে, মোক্ষধন দিয়ে, বাসনা পূরাযে,
দাতৃশক্তির খ্যাতি রাখ বিশ্বময ॥
৩। অথবা বিরক্ত হ'য়ে থাক তারা,
ভবেশ-ভাবিনি ওমা ভবদারা ;
বল নৃসিংহ দাসে, সে যেন আর এসে,
পুনঃ না প্রবেশে ভব-রঙ্গালয় ॥ ২০ ॥

অ'লেযা, একতালা ॥
এখন বল কি উপায ? তারা।
ওমা বিগত ত্রিকাল, বিকল ক্রিযায ;
এসে কর্ম্মভূমে, ভ্রান্ত হ'য়ে ভ্রমে,
আছি, নিতান্ত বিমুগ্ধ তোমারি মাযায়
১। সমযে চেতনা হোল না হোল না,
বিষয় বাসনা গেল না গেল না ;
হে হরললনা, কি করি বল না ?
বৃথা এ জনম যায় ॥

২। ঐ যে আসিছে নিকটে
বিকট কৃতান্ত,
সে যে প্রাণান্তে দুরন্ত
নিষ্ঠুর নিতান্ত ;
এখন, বিতরি নৃসিংহে
শ্রীচরণ প্রান্ত,
কর মা ! নিশ্চিন্ত এ
ঘোর দায় ॥ ২১ ॥

আলেয়া. আড়াঠেকা

আমার গতি কি হবে ? শিবে !
মানস বিবশ মম, তব মায়া প্রভাবে ॥
১। একে তোর মায়া বিচিত্র,
তায় আবার কর্ম্ম সূত্র, জড়িত মা !
মম চিত্ত, আশ্বস্ত নাহি মানে ॥
২। ভাবিয়ে মা ভবিষ্যত,
হ'লাম শরণাগত ,
নৃসিংহের গতায়াত,
নিবার স্বগুণে ভবে ॥ ২২ ॥

সুরটমল্লার, আড়াঠেকা ॥

না দেখি উপায় তারা,
কৃতান্ত করে এবার।
ক্রমেতে হ'লাম ক্ষীণ,
অসার ভাবিয়ে সার ॥

১। আজন্ম মম মানস,
বিষয় লোভে বিবশ,
বিষয়-বিষ কি পীযূষ?
না চিন্থিয়ে একবার ॥

২। ক্রমে কাল হ'লো গত,
এক্ষনে শমনাগত,
চরণে শরনাগত,
পতিত নৃসিংহে তার ॥ ২৩ ॥

আলেয়া, আড়াঠেকা ॥

ব্রহ্মময়ি শিবে! ওমা,
নিতান্ত নিস্তার তারা,
না দেখি যে ভবে ॥

১। কঠোর জঠর তেয়াগিয়ে,
আত্মতত্ত্ব হারাইয়ে,

অবিদ্যা আঁধারে পড়ি,
আছি মা মায়া প্রভাবে ॥
২। পাপঙ্ক-ভোগে উন্মত্ত,
সতত আমার চিত্ত,
কৃপয়া তার মা তারা,
কাতর নৃসিংহ এবে ॥ ২৪ ॥

খাম্বাজ, একতালা ॥

মোহ-মদাবেশে, সদা রিপুবশে,
ভব মাঝে এসে, ভ্রমি তারিণি।
থাকি মত্ত চিত্তে, এসেছি কি অর্থে,
কখন তদর্থে চিন্তা করিনি ॥
১। সতত চিন্তি মা, জীবন যৌবন,
আমার সম্পদ বন্ধু ধন জন ;
সঙ্গে ফিরে মম, কামাদি বিষম,
অসীম কু-কার্য্যে, দিবারজনী ॥
২। কি হবে মা শেষে, ঘোর অনুপায়,
তুমি বিনে তারা নাহি আর উপায় ,
অন্তে যদি পায়, নৃসিংহ ঐ পায়,
হয় গো উপায়, তবে জননি ॥ ২৫ ॥

ঝিঁঝিট, যৎ ॥

সুদিন গেল, কুদিন এল
ক'দিন জীবন রবে রে ? আর
দিন থাকিতে দীনতারিণী,
না ভাবিলে ভবে রে ॥

১। মায়াভ্রমে হ'লে ভ্রান্ত,
হলো ক্রমে কাল অন্ত,
দেখ, ঐ এল কৃতান্ত-দূত
কিসে নিবারিবে রে ॥

২। আত্মীয় স্বজন সঙ্গে,
থাক সদা রসরঙ্গে
হেরিলে কাল ভ্রূভঙ্গে,
সকল(ই) সাঙ্গ হবে রে ॥

৩। কেবল বৃথা দিন যায়,
আর ত না দেখি উপায় ;
এখন কালী কালী বল নিস্ত !
কালভয় এড়াবে রে ॥ ২৬ ॥

পরজ, একতালা ॥

মন, হ'য়ো না রে ভ্রান্ত ।
মায়া মদে ভুলে,

হারাইলে গলে
নিকটে দেখ কৃতান্ত ॥
১। ব'লেছিলে কালী, পূজিব ত্রিকালে,
এবে দেখি কাল গেল রে বিফলে
হায় হায় হায়, কি হবে উপায,
দিন গেল বৃথা, ভবে নিতান্ত ॥
২। ভব মাঝে ঐ যে, দেখিছ বিনয়,
মত্ত কভু আর হ'বো না উহায ;
বিষম বিষয, মানিয়া নিশ্চয,
কালীপদে মজ নিস্থ ! একান্ত ॥ ২৭

ললিতাবিভাষ, আড়াঠেকা ॥

কেঁদে কেঁদে হ'লেম সারা ;
করুণা প্রকাশ তারা ॥
১। জন্মকালাবধি শিবে,
কাঁদিতেছি আসি ভবে,
আর, এ ক্ষীণ প্রাণে কতই সবে,
নানা দুঃখে সদা জরা ॥
২। বল, এ কেমন মা ?
মায়ের রীতি ? চাহনা সন্তান প্রাত,

কাতর নৃসিংহ অতি,
দেখ দেখ ভবদারা ॥ ২৮ ॥

ললিত-বিভাষ : ঝাঁপতাল ॥

তবে, নয়নবারি নিবারিতে,
কেন রে বল এত সাধ ?
যদি, সাধ সাধিতে থাকে সাধ,
তবে, বিষাদেই সাধিবে সাধ ॥

১। মায়ার মোহনে মুগ্ধ,
যারে ভাবরে আহ্লাদ,
ভাবনা যে, ভব মাঝে
আহ্লাদ নয়, সেই বিষাদ ;
ও সেই, বিষাদে আহ্লাদ ভাবি,
ঘটেছে এত বিষাদ ॥

২। ওরে,ত্রিতাপ-উত্তাপে জল,
সদা নয়নে উথলিলে,
জনমে যে ধূমরাশি
ধ্যান-বায়ুর হিল্লোলে,
চিদাকাশে মিশে শেষে
প্রেমবশে অবরোধ।
ক্রমে সে ধূমে, শ্যামা

নব-কাদম্বিনী রূপ ধরি ;
বর্ষিবে করুণা-বারি,
নৃসিংহ, হৃদয় পরি ;
তখন, উর্ব্বর হৃদয-ক্ষেত্রে
লভিবে সাধন সম্পদ ॥ ও সেই, ॥ ২৯

*আলেয়া-মিশ্রিত জংলা, ঢিমেতেতালা।

মাগো ! তোর অভাবে দিন ত আর যায় না,
প্রাণে সয় না সয় না ;
ওমা হা-হুতাশে এ হুতাশের,
জীবন বুঝি রয় না ॥

১। ওমা, সতত আদরে তুমি
রাখিতে যাহারে,
আজ, কেঁদে কেঁদে ফিরে সে
দুয়ারে দুয়ারে,
মা ব'লে ব্যাকুল হোয়ে
সদা সর্বদার তরে,

* বঙ্গীয় ১২৯৭ অব্দের ৩রা আষাঢ়, গ্রন্থকারের মাতৃবিয়োগ হয়; গীতটি তৎসাময়িক।

ওমা, ভুল্‌লি মায়া ত্যজলি কায়া,
তুই মা কায়া,
নিস্থ ছায়া, ও আজ, কায়া বিনা
ছায়া আর রয় না ॥ ৩০ ॥

পুরবী, একতালা ॥

মানবমানসে, সদা মায়াবশে,
আশারে ভাব রে, সুফল দায়িনী।
তাহার কারণ, ধরে রে জীবন,
আসন্ন বিপদ হৃদয়ে না গণি ॥

১। কিন্তু যে আশারে করে লক্ষ্য সার,
ভাবিয়া দেখে কি তাহার আচার ?
হইলে বিফল, পুনশ্চ সম্বল,
করিয়া তাহারে বেড়ায় ধরণী ॥

২। প্রায়শঃ সর্ব্বত্র আশা বিফল হয়,
তথাপি তাহারে করিয়া আশ্রয়;
কল্পনার রসে, সুখে সদা ভাসে,
জানিয়া নৃসিংহ, কেন রে ? না জানি ॥ ৩১ ॥

রামকেলী. ঢিমেতেতালা ॥

না পুরে কখন আশা,
তবু কেন তার দাস,
হ'যে ভবমাঝে তুমি,
সতত আনন্দে ভাস ॥
কখন না সফল হয়,
আশা সদা শূন্যময,
তাহার কুহকে কেন,
কভু কাঁদ কভু হাস ॥
ভুলাতে জীবের মন,
আশা দেয় প্রলোভন,
যতন করিযে তারে
তাজবে নৃসিংহ দাস ॥ ৩২

আড়ানা-বাহার. আড়াঠেকা ॥

মা, ভবেশ ভাবিনী।
ভয়দা ভূতভাবিনী ;
ভয়ঙ্করী ভীমাকারা,
ভব ভয়-ভঞ্জিনী ॥
দক্ষসুতা দশকরা,
দনুজদলনী তারা,

দুরিত-দুর্ম্মতি-হরা,
দুঃসহ-দুখ-নাশিনী ॥
বরদা বিন্ধ্যবাসিনী,
বিমলা বিশ্ব-বন্দিনী,
বিশালাক্ষী বিশ্বরূপা,
বামা বিপদবারিণী ;
নীল নীরজনয়না,
নীলনীরদ বরণা,
নিতান্ত-নির্গুণাধম,
নৃসিংহ নিস্তারিণী ॥ ৩৩ ॥

মূলতান, মিশ্রিতজংলা, একতালা
জগদম্বা যোগমায়া,
জয় জগত জননী।
যোগেশ জায়া জয় জয়ন্তী,
জয় যোগেন্দ্র বন্দিনী ॥

১। দক্ষবালা দুঃখহরা,
দৈত্যদর্পদলনী,
ভ্রান্তি ভয়াপহারিণী,
ভীমা ভক্ত-ভাবিনী ॥

২। সারদা শিবা শর্ব্বাণী,
শ্যামা শিবসঙ্গিনী
নৃসিংহে নিস্তার,
নীল-নীবজনয়নী ॥ ৩৪ ॥

মল্লার, আড়াঠেকা ॥

ভয়ঙ্করী ভীমা, ভব-ভয়াপহারিণী।
ভূত ভাবন-ভাবিনী, ভ্রমাদিভঞ্জিনী ॥

১। গিরিজা গিরিবাসিনী,
গীর্ব্বাণগণ বন্দিনী,
গৌরী গণেশ জননী, গিরিশগৃহিণী ;
অভয়া অপরাজিতা,
অনাদ্যা অপরিমিতা
অনাদি-অঙ্ক-শোভিতা, অশিব-অস-নাশিনী

২। কামদা কামকাতরা,
কামরূপা কামহরা,
কুলদা ককারাকারা,
কৌলানন্দকারিণী ;
নৃকর-নিকর পরা,
নিগুণা নৃশির-ধরা,

নৃসিংহ নিতান্তাশ্রিতে,
নির্ব্বাণদায়িনী ॥ ৩৫ ॥

রামকেলী, একতালা ॥

সহস্রদল কমলে দেখ,
শ্রীগুরু বসিয়ে।
শ্বেতবরণ শ্বেতভূষণ
বামে, রক্তা শক্তি লইয়ে ॥

১। + + × × ×

২। শ্রীমুখে হেরি সতত সুহাসি,
তোষে বরাভয়ে কৃপা-বিকাশি ;
চরণ-অরুণ-কিরণ প্রভাবে;
হৃদ্ সরোজ যায় ফুটিয়ে ॥ আমার,

৩। অজ্ঞান আঁধার করিয়া বারণ,
জ্ঞানালোক করে বিতরণ :
নৃসিংহ-মানস ত্যজিয়ে অলস,
থাকয়ে ও রূপে মজিয়ে ॥ ৩৬ ॥

পূরবী, একতালা ॥

বন্ধুহীন বাসে, এসেছ বিদেশে,
প্রবাসী জীবাত্মা, এই দেহপুরে৹।.
ছ রিপু প্রবল, তন্মধ্যে কেবল,
নানা প্রলোভনে, ভুলাবে তোমারে ॥

১। প্রবৃত্তি কামনা আশা আদিকরি,
অবিদ্যা প্রভাব দিবস শর্ব্বরী ;
নানা হাব ভাবে সঙ্গে সদারবে,
ভুলনা রে জীব কদাচ তা হেরে ॥

২। আত্মীয়-স্বজন-হীন এই স্থল,
কেবল ভরসা শ্রীগুরু সম্বল ;
জ্ঞানার্থে এখানে, এসেছ যতনে,
এখন, অজ্ঞানতায় যেন না ঘিরে তোমারে

৩। পরমাত্মা আত্মীয় আছে বহু দূরে,
চিন্তাকরি তাঁরে আনরে সত্বরে ;
দুইজনে মিশে, থাক এই দেশে,
নৃসিংহ বিচ্ছেদ-যাতনা যাবেরে ॥ ৩৭ ॥

ভৈরব, একতালা ॥

পরমা আত্মা সত্য ব্রহ্ম।
জীবাত্মাও কভু নহে রে ভিন্ন ॥

১। এক সূর্য্য যেমন আকাশে,
বহু পাত্রস্থ জলে বিকাশে,
প্রতি বিম্বরূপে বহুধা আকারে,
জীব (ও) তেমতি বুঝরে মর্ম্ম ॥

২। দেহের যেমন দেখরে ছায়া,
তেমনি জীব পরমাত্মার ছায়া,
সময়ে মিশিবে আপন কায়া,
জ্ঞান-আলোক প্রকাশ জন্য ,
ছায়া যথা হয়, মূল সংলগ্ন
আত্মা সেইরূপ ব্রহ্মে লগ্ন,
সোঽহং-ভাবে হইয়া মগ্ন ,
সাধবে নৃসিংহ আপন কর্ম্ম ॥ ৩৮ ॥

পুরবী, একতালা ॥

ব্রহ্ম কালী, কালী ব্রহ্ম ।
প্রেমানন্দ মনে, ডাকবে সঘনে,
কালীব্রহ্ম নামে হওরে মগ্ন ॥
ত্রিজগন্মাতা কালিকা সার,
কর ভক্তি-মুক্তি পদেতে তাঁর ॥
যুক্তি যা আমার, বলি বারংবার,
কালীনাম সার পরম ধর্ম্ম ॥

২। অনন্ত অসীম নিরাকাররূপে,
সান্ত, সসীম হৃদয়ে স্থাপিবে কিরূপে ?
তাইতে সাকার, কালিকা আমার,
বুঝরে নৃসিংহ, সাকার মর্ম্ম ॥ ৩৭ ॥

পূরবী, একতালা ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তথা বহিরণ্ড,
প্রকাণ্ড এ কাণ্ড রূপা ভাণ্ডোদরী।
স্মরিয়া সতত, সাধন বিরত,
হ'যোনারে ভবে দিবা বিভাবরী ॥

১। অপ্রশস্ত স্বীয় সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে,
কেমনে ও রূপ রাখিব স্থাপিয়ে ?
অসম্ভব কথা, বলিয়া সব্বথা,
বুঝিও না কভু, "নহি অধিকারী"।

২। অত্যুচ্চ অশ্বত্থ বীজ ক্ষুদ্রতর,
সেই বীজে তরু রহে নিরন্তর;
ভাবী বৃক্ষ রূপে, ভাবিয়া কিরূপে,
সে বীজ আরোপে, স্বল্পভূমি' পরি ;

৩। বীজাশ্রয় ভূমি রোপন কালেতে,
ভূম্যাশ্রয় তরু দেখিরে পরেতে ;

অতি অল্প স্থলে, যতনে রোপিলে,
উঠে তরু কালে গগন বিদারি ॥

৪। এ জগতে বৃহৎ কালী কল্পতরু,
তদ্বীজ রোপেছেন তব হৃদে গুরু
ঐ ক্ষুদ্রবীজে, নিয়ত বিরাজে,
অনন্ত-অম্বরময়ী দিগম্বরী ॥

৫। তপনে কিরণে সম্বন্ধ যেমন,
অভীষ্টে তদ্বীজে তাহাই গগন,
বাচ্য বাচকরূপ, ভাবিয়া স্বরূপ,
সাধরে নৃসিংহ, সে হরসুন্দরী ॥ ৪০

পূরবী, আড়াঠেকা ॥

কাজ কি তোমার মন !
মিছে আড়ম্বরে ?
বল সদা কালী কালী
প্রেমানন্দ ভরে ॥
কাজ কি বল কোশাকুশী,
আনন্দ ধামেতে বসি ;
ডাক শ্যামা এলোকেশী,
দিবানিশি প্রাণ ভ'রে ॥

২। কাজ কি ক'বে সন্ধ্যাবন্দন,
দৃঢ় রূপে কর বন্ধন ;
ভক্তি ডোবে শ্যামা-চরণ,
মুক্তি লবে সঙ্গে তোবে ॥

৩। আবাহন বিসর্জ্জনে,
কাজ কিবা সে ভজনে ;
মানসি হ ভাব বিজনে,
ব্রহ্মময়ী শ্যামা মাবে ॥ ৪১

জঙ্গলা, যৎ ॥

হৃদয় আকাশে যখন,
শ্যামা মেঘ সেজেছে।
তখন, ভয কি রে আর,
ও মন আমাব, তোর,
সাধন ক্ষেত ফ'লেছে ॥

১। শ্যামা মেঘ বৃথা যায় না,
বর্ষণে অভাব রয না;
ও তাই মেঘের আকার,
দেখে আমার, ভরসা ত হ'য়েছে

২। ঐ মেঘের করুণা বারি,
বর্ষিবে এ ক্ষেত্র পূরি,
সে রসেতে বীজ বেঁচে
নৃসিংহে ফল দিবে পাছে ॥ ৪২

জঙ্গলা, খেমটা ॥

এই কেবল বাসনা শ্যামা
আর কোন বাসনা নাই।
মনে প্রাণে মিলে একবার,
তোর চরণে প্রাণ মিশাই ॥

১। সংসার-সাগরে ফেলে,
আর কত কাল র'বি ভুলে;
নে মা অভয় কোলে তুলে,
সব যাতনা ভুলে যাই ॥

২। ভয় পেয়ে হ'য়েছি আকুল,
না বুঝিয়ে কুল অকুল;
একবার, চিনিয়ে দে মা কুলাকুল,
কুলে যেয়ে কূল পাই ॥

৩। এ নৃসিংহ নিরানন্দে,
মাতাও মাগো প্রেমানন্দে;

প্রেম-নিবন্ধে সদানন্দে,
তোর আনন্দ ধামে যাই ॥ ৪৩ ॥

সিন্ধু, আড়াঠেকা ॥

প্রসীদ সর্ব্বমঙ্গলে ।
চিন্ময়ি ! করুণাময়ি !
সম্প্রতি ভয় বিহ্বলে ॥

১ । প্রপন্ন ভয় বারিণী,
তুমি মা বিশ্ব বন্দিনী,
অশিব-অঘ-নাশিনী,
শুভদা শুভসঙ্কুলে ॥

২ । বিপন্ন বিমূঢ়অতি,
ক্রিয়াহীন পাপ মতি,
চাহি এ নৃসিংহে প্রতি,
নিস্তারি নিগম মূলে ॥ ৪৪

সুরটমল্লার : ঝাঁপতাল্ ॥

জাগো মা অন্তরে শ্যামা,
যা'গো অন্তরে ।
জেগ না অন্তরে তারা,
যেওনা অন্তরে ! ॥

১। ও মা সম্মিলন সমাপনে,
নির্জ্জনে সুখ-শয়নে,
চেতনা হারায়ে আর,
কত কাল রবে মা—
নিদ্রিতা তোমারে হেরে,
পরম শিব সহস্রারে,
নিতান্ত নিষ্ক্রিয় সদা
বিরহ ভরে ॥ ওমা. (হেরি)

২। বল কি অপরাধে তাঁরে,
তেয়াগি বিকলাকারে,
মানিনী সাপিনী
মৌনিরূপে মূলাধারে ? (আছ)
কেন মা কেন মা ছল,
জাগি চৈতন্যরূপি চল,
ছাড়িয়ে আধেয় রূপ,
ত্যজিয়া আধারে ॥ ওমা, (চল)

৩। স্বাধিষ্ঠান মনিপুর,
অনাহত চক্রদ্বার
ভেদি চক্রেশ্বরি ! চল,
বিশুদ্ধাখ্য-পুরে,
আজ্ঞাচক্র হ'য়ে পার,
দ্বাদশ দলে বিহর

অবলা আলয় মাঝে
প্রেমানন্দ ভরে ॥ ওমা শ্যামা

৪। লয়ে পরব্রহ্ম মহাকালে,
ও তাঁর মান্ ভাঙ্গ সেই ব্রহ্মতালে,
হংস রূপে হয়ে মিলে,
আপন রসে ভাস মা! —
তোদের ঐ মিলনে মিলে তারা,
এ নৃসিংহ আত্মহারা,
হয়ে মাতৃক যোগা-নন্দে,
পুলক ভরে ॥ ৪৫ ॥

অড়ং, একতালা

বলি, এ কেমন মান,
থাকে না য'র মান,
বল, পদে পদে মান,
ভাব আর কেন ?
এখন ত্যজিয়ে এ মান,
রাখি নিজ মান,
মানে মানে চল,
আপন স্থান!॥ (আর কাজ নাই মানে)

১। করি, বিনা অপরাধে,
মান সাধে সাধে,
হও, বিষাদে নিদ্রিতা অন্তঃপুরে,
আবার ভাঙ্গলে ঘুম-ঘোর,
যে যাতনা তোর,
ঘটে মা দয়িত মিলন তরে,—
তখন ছয় বিঘ্ন না গণি,
(ও ষট্‌চক্র পথে) ওগোমা মানিনি !
সেধে যেযে লাভ
হয় অপমান ॥
(মান ত থাকে না তখন, বল মানিনি ?
তোর মান কোথায় থাকে)
২। আবার, সে যদি মান করে,
(ভিন্ন রূপ ধরে)
তারি পায়ে ধ'রে,
তোমায়, লুটাতে হয় তার পদ তলে ;
কিন্তু, (ও তার মান রাখিতে)
সে যে তমো গুণপ্রবল,
শিব রাধা যা বল,
তার কাছে কি তোর মান চলে ?
(তুমি, কুণ্ডলিনী কি কানাই
যে রূপই ধর !)

ও তাই, নৃসিংহ বলিছে
মানে কাজ কি আছে,,
কুলকুণ্ডলিনি ! চল,
(সহস্রার ধামে) "আপন-স্থান" ॥
[ও আর, কাজ নাই মানে, —
যে মান থাকে না সে মানে,
কাজ কি বল ?] ॥ ৪৬ ॥

———

খাম্বাজ, একতালা।

কৃষ্ণ রূপে শ্যামা বক্ষে গুণধামা,
রাধারূপ শিব সঙ্গে।
সঙ্গিনী যোগিনী, হইয়া গোপিনী,
দিবসরজনী, খেলিছে রঙ্গে ॥

১। বৃন্দাবন রূপ দেখি যে শ্মশান,
কদম্ব পাদপ কল্পতরু যেন ;
ভৈরব দ্বারপাল সাজিযে রাখাল
সতত দাঁড়ায়, নানারঙ্গ ভঙ্গে ॥

২। অভেদ-মদন-আবেশে আকুল,
প্রভেদ-বিবাদি-জন-নাশি ভুল,
ভেদজ্ঞান হরি, শ্যামা হ'লেন্ হরি,
নৃসিংহে তারিতে প্রভেদ-তরঙ্গে ॥ ৪৭

———

সাহানা মিশ্রিত ঝংলা, ঢিমে তেতালা ॥

শঙ্কর ! কর মোরে করুণা ।

দারুণ ভব যাতনা, সহেনা হে সহেনা ॥

১। আজন্ম দুরিতে রত,

কভু না হ'লাম সংযত ;

জীবনে আমিত্ব গত,

হ'লো না হে হ'লো না ॥

২। আবদ্ধ মায়ার কোষে,

জীবাত্মা এ দেহে এসে,

অহং আদি তত্ত্ববশে,

তত্ত্বাতীতে চিনে না .

তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন,

ত্বং পরম কারণ ;

জীবনে নৃসিংহ যেন,

ভুলে না হে ভুলে না ॥ ৪৮ ॥

খাম্বাজ, একতালা ।

কুক্ষেন্দ্র-বন্দিনী, নগেন্দ্র-নন্দিনী,

মহিষ-মর্দ্দিনী রাজরাজেশ্বরী ।

অপরূপ ভাব, হেরিলে এ ভাব,

আপনি নয়নে বহে প্রেমবারি ॥

১। কেশরি-উপরি দক্ষিণ চরণ,
বামপদ অসুর-শিরসি স্থাপন ;
করিয়া সে বামা, অতসী কুসুমা,
প্রকাশে অ-সমা সুষমা লহরী ॥

২। বিবিধ আয়ুধ দশকরে ধরে,
বিচিত্র বসন শোভে কটি'পরে,
হের ত্রিনয়না, প্রফুল্ল বদনা,
এ ভব ললনা এ ভব-ঈশ্বরী ॥

৩। রাজরাজেন্দ্র ও পদ প্রয়াসী,
কেন হে ? জগতে, বল মা ! প্রত্যাশী ?
রাখি সেবক সবে, অতুল বৈভবে
সাধ পুরাও—পদ, নৃসিংহে বিতরী ॥ ৪৯ ॥

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

বিভাস, ঝাপতাল।

সহস্র দলেতে দেখ, সূক্ষ্মরূপে, কে বিরাজে
দ্বাদশাক্ষর কমলে, ঐ পরম ধামমাঝে ॥

১। কত, ইন্দু জ্যোতিঃ প্রভ বিন্দু—
নাদ ব্রহ্মরূপে রাজে,
যোগি যোগ গম্য'ধন,
দুর্জ্ঞেয় জগত মাঝে,
ঐ যে কুলসিন্ধু মধ্যকেন্দ্রে, চিদানন্দ ঘনসাজে ॥

২। ওরে, অবিনাভাবনিবদ্ধ,
নিগূঢ়-রস-সম্বন্ধ
শুদ্ধ শান্ত পরারাধ্য,
সাধ্যমাঝে ;—
তত্ত্বাতীত তুরীয়-নিধি, অব্যয় বিভু অনাদি,
সাধ নৃসিংহ ধেয়ায় ধনে ;
একান্ত মনে নিরবধি,
ঐ গুরুরূপ পরম ব্রহ্মে প্রেমরসেতে ম'জে ॥ ৫০

পরজ বাহার ॥ ধামার ॥
শম্ভু হৃদি-সরোজে,
শাম্ভবী নাচিছে ঐ যে।
রাঙ্গাপাদ-কোকনদে,
মধুর নূপুর বাজে ॥
১। সজল জলদ ঘটা,
মায়ের, ললিত লাবণ্য-চ্ছটা,
ত্রিভুবন আলো করি,
শ্যামা মা সদা বিরাজে ॥
২। কি মায়ের মোহন কান্তি,
হেরিয়া হরে ভব-ভ্রান্তি,
পায়রে অপার শান্তি,
নৃসিংহ হৃদয় মাঝে ॥ ৫১ ॥

আলেয়া, আড়াঠেকা ॥

ও কে আনন্দময়ী,
সদানন্দ হৃদি পরে ।
যোগানন্দ-রঙ্গে মাতি,
প্রেমানন্দ বিতরে ॥

১। অবিনা ভাবের স্ফূর্ত্তি,
যোগময়ী ব্রহ্মমূর্ত্তি,
প্রকৃতি-পুরুষ কীর্ত্তি,
প্রকাশিছে সংসারে ॥

২। বিপরীত রতাশ্রয়ে,
করাল-কালে গ্রাসিযে,
ঐ দেখ নৃসিংহ হৃদি—
মন্দিরে শ্যামা বিহরে ॥ ৫২

মূলতান, একতালা ।

ও কে সুধা-সাগরে ।
নাচিছে বামা, রণরঙ্গ ভরে ॥

১। মণিদ্বীপ ধামে, চিন্তামণিপুরে,
শ্মশান মাঝারে সুরতরু মূলে,
রত্নবেদী পরে মণিপীঠান্তরে,
সতত বিহরে ॥

২। ঐ যে, নানা মুনি মাঝে,
দেবতা সমাজে,
বিহরিছে ও কে রমণী ;
৺উহার চারিদিকে শিবা
শবমুণ্ড শোভা,
নীল-নিশাকর রূপিনী,
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানাজ্ঞান-সম্মিলনে,
ইচ্ছাদি শক্তিতে পীঠ-সুশোভনে,
মাঝে, অষ্টদল পদ্মে, ঐ যে কুল-সদ্মে
কুলানন্দ দায়িণী ;—
ত্রিপঞ্চার চক্রে ত্রিপঞ্চযোগিনী,
শ্যামা অসিধরা সবে উলঙ্গিনী,
বামে, তর্জ্জনী হেলা'যে বামারে দেখায়ে,
ওরূপ নেহারে ॥ তারাগু—

৩। মহা প্রেত-পদ্মাসনে, নাচিছে সঘনে,
কাঁপিছে সসাগরা ধরণী,
শ্যামার, শ্যাম এলো কেশ, ঢুলিছে বিশেষ,
চুমিছে চরণ দু'খানি ;
চতুর্ভুজে খড়্গমুণ্ডবরাভয় গলে মুণ্ড মালা, বর্ণময়
নৃকর বেষ্টিত, কটি সুশোভিত,
হেরি বিবসনা ত্রিনয়নী ;—
শ্রুতি যুগে সদা শবশিশু দোলে,
শোভিতেছে ঐ যে শিশুশশী ভালে,

বিলোল রসনা, বিকট দশনা,
ত্রাসিছে হুঙ্কারে ॥

৪। ঘন, ঘন সুধা পিযে, মাতিযে মাতিয়ে,
বিপরীত রণে মগনা ;
শিশু, মহাকাল রণী বিকল সম্প্রতি,
রণরঙ্গ ভরে দেখে না ;
ভাবাবেশে আঁখি ঢুলু ঢুলু করে,
অলসে অবশ ঢলে ঢলে পড়ে,
রণ জয়োল্লাসে, মৃদু মন্দ হাসে,
আত্মহারা মেয়ে দেখ না ;—
ঐ, শমন-দমন সুচারু চরণ,
ভাবরে নৃসিংহ অনন্য-শরণ,
মাযের, ওরূপ স্থাপিযে, আপন হৃদযে,
সাদরে সাধরে ॥ ৫৩ ॥

মল্লার, একতালা

ভেবে, দেখরে মরম পথে।
মহা-কাল বিলাসিতা, শ্যামা বিরাজিতা,
আপন হৃদয় রথে ॥
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী শ্যামা মায়ের মূর্ত্তি,
এই, ক্ষুদ্র হৃদয় মাঝে (হ'লে) সূক্ষ্ম রূপেও স্ফূর্ত্তি,

যায়রে জীবের ভবে জীবন মরণ বৃত্তি
ও জীব, ধন্য হয় জগতে ॥
জীবন ধরিয়ে যদি না দেখিলে মারে,
(তবে) আছ, কেনরে নৃসিংহ বৃথা জীবন ধ'র,
ধরা-ভার হ'য়ে ধরাভার ক'য়ে,
অলস ধরিতে ;
ও তুমি, ধরাধর দুহিতায় ধরিতে এবার ধাও,
এই, ধরা মাঝে সকল সম্বন্ধ ঘুচাও,
একবার, মা ময় জীবন হ'য়ে,
জগন্ময় মা হেরিয়ে,
মুক্ত হও ভবেতে ॥ ৫৪ ॥

মূলতান, একতালা।

সেদিন হবে কেমনে। বল,—
ভবে নয়নতারা স্থির, তারা-চরণে ॥
করিব অনুধ্যান হৃদি মাঝে তারা,
আমি সরল রসনায় বলিব তারা তারা,
আমার, যাইবে দায়িত্ব, ঘুচিবে আমিত্ব,
তত্ত্বমসি তারা স্মরণে ॥
ও ভাই, এ বিশ্ব সংসারে, প্রতি স্তরে স্তরে,
হেরিব তারা-মূরতি ;

তারা-রূপে মাতোয়ারা হ'য়ে আত্মহারা,
দেখিব তারা-বিভূতি,—
তারাময় জীবন, তারা মায়ে সমর্পিয়ে
তারা-চরণে 'নৃসিংহ-উপাধি' নিবেদিয়ে,
কবে তারা প্রেমে ভরা হ'য়ে হেরিব তারা,
'ত্রিনয়নের নিধি' নয়নে॥ ৫৫ ॥

মূলতান, আড়াঠেকা।

যাবে কি জীবন শিবে!
এ ভবে বহিয়ে।
বৃথা এ কালের স্রোতে,
অকূলে ভাসিয়ে॥
কি কার্য্য সাধন তরে,
আনিলে মা এ সংসারে,
আর যে চাহ না ফিরে,
রহিলে ভুলিয়ে॥
ভাসা'লে ভা'সালে তারা,
দেও গো মা কূল কিনারা,
নৃসিংহে চরণে রাখি,
দেখ গো চাহিয়ে॥ ৫৬

বেহাগ, একতালা।

মা! এ খেলা খেলাও কেন?
ও মা বেদবেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র,
করতে নারে নিরূপণ!!
এই যে, সৃজিয়ে ব্রহ্মাণ্ড কটাক্ষে নাশিছ,
পুনঃ পুনঃ আবার প্রকাশ করিছ,
সে সুখ আনন্দে আপনি ভাসিছ,
ও তাই, হাসিছ মা সে অনুক্ষণ॥
ও যার সৃজনে আনন্দ, পালনে আনন্দ,
এ বিশাল বিশ্ব, সংহারেও আনন্দ,
কে বুঝিবে তার খেলার অনুবন্ধ,
কার' সন্দর্শন;
ও তাই, দর্শনে সে তত্ত্ব অন্ধ,
অন্ধকার ক্ষেত্র,—
কেবল মাত্র দ্বন্দ্ব,
দেখি দ্বন্দ্বেই তোমার লীলা,
দ্বন্দ্বেই তোমার খেলা,
মা তুমি, দ্বন্দ্বা নন্দরসে, সতত মগন॥
মাগো, কে বুঝিবে তোমার
এ বিচিত্র খেলা,
দ্বন্দ্বাতীতা মায়ের কেন দ্বন্দ্বলীলা,

সে লীলা প্রসঙ্গে মায়ে পোয়ে মেলা,
আনন্দকেতন ;
বল, কোন্ আনন্দ অভাবে
ও আনন্দময়ি !
সেই আনন্দ লভিতে হ'লে লীলাময়ি ?
তোর সেই লীলা-সাধের ব্যাধি,
এই নৃসিংহ উপাধি,
(আরও) কতদিন ভবে, করিবে বহন ॥ ৫৭

ললিতবিভাস, একতালা।

কেন আর এরূপে ছল ও জননি !
ও তাই, বল শিব-সিমন্তিনী ॥
১। জীব, তোমার ইচ্ছাফলে,
এসে ভূমণ্ডলে,
বদ্ধ মায়াজালে,
এই ত জানি,
তবে, কি দোষে সে দোষী,
ওমা এলোকেশী !
করুণা প্রকাশি বল শুনি ॥
(আমায় বল, বল —

২। যত সদসদ ঘটনা,

তোমারি প্রেরণা—

বশে, এ ধারণা,—

হয় জননি !

তবে, সে ঘটনার ফল,

কোন বিচারে বল্,

জীব ললাট লেখা,

হয় তখনি ॥

(কেন, কেন বল—)

৩। তুমিই 'আমিত্ব-সাগরে'

অতি যত্ন ক'রে,

ডুবা'য়ে দেও মা জীব শ্রেণী :—

(জীব) ডুবে, সীমা যদি পায়,

তবেই তোমায় পায়,

তখন, তোমায় ডুবায় আবার,

'আমায়' জানি ॥

(সোহংতত্ত্বে যেয়ে —)

৪। ওমা, নৃসিংহে ডুবা'যে,

সীমা না মিলা'য়ে,

কি করিলে, বল ভবরাণি ;

জানি, যা ইচ্ছা হইবে,

তাই তুমি করিবে,

ওমা, তবু মরি ভেবে, দিন যামিনী
(অন্তর্য্যামিনি গো !—) ॥ ৫৮ ॥

গৌরী, একতালা ।

যা' ইচ্ছা তোমার, হউক তা এবার,
দিলাম গো চরণে, এ জীবন অঞ্জলি ।
শত শত বিড়ম্বনা, শতশঃ যন্ত্রণা,
সহিব জীবনে ব'ল জয় কালী ॥
যদি, মা হ'য়ে সন্তানে
বিড়ম্বিতে পার,
মা হ'য়ে যাতনা
যদি দিতে পার,
তবে, ন্যসিংহ তোমার
হবে না কাতর,
আনন্দে মাতিবে,
তারা তারা বলি ॥ ৫৯ ॥

———

ঝিঝিট, একতালা ॥

ভাব্না কালী ভাব্না ফেলে ।
ভবে, ভাবনা থাকতে ভাব না মিলে

১। সে যে, ভাবের জিনিষ ভবের মাঝে,
ও ভাই, ভবের হৃদে ভাবে খেলে ;
তোমার, ভাবের অভাব হৃদয় মাঝে,
বল, ভাবরূপিনী কিসে মিলে ॥

২। সদা, অভাব-ভাবা স্বভাব তোমার,
সে ভাব আস্‌বে এ ভাব গেলে ;
(তখন) হবে সেই ভাব প্রভাবে নৃসিংহ তোর
শ্যামা-বৈভব হৃৎকমলে ॥ ৬০ ॥

বেহাগ. আড়াঠেকা ॥

হায়, কি করিলাম ! আমি—
না ভাবিলাম শ্যামাপদ
বৃথা এলাম, বৃথা গেলাম ॥

১। আসিয়ে ভব সংসারে,
আবৃত মায়া-তিমিরে,
আমিত্বে বিকল হ'য়ে
ক্রমে মজিলাম ॥

২। বিষম-বিষয়-বিষে,
নিমজ্জিত নির্ব্বিশেষে,
নৃসিংহ ভাবে না কিবা
হবে পরিণাম ॥ ৬১ ॥

মল্লার, একতালা।

যাহাদের তরে, এ ভব সংসারে,
ত্যজিয়ে তোমারে, মজিয়ে রই।
মায়ার ছলনে, তাদেরি কারণে,
ভুলিয়া সাধনে ভ্রান্ত হই॥

১। কত যে ভরসা, কত ভালবাসা,
ওমা প্রাণের পিপাসা মিটিল কই,
কি ঘোর কু-আশা, দারুণ কুয়াসা
জালেতে আমি গো, আঁধারে রই।

২। যে মায়া বিতরি, মোরে মুগ্ধ করি,
হাসিছ শঙ্করি! দাঁড়া'য়ে ঐ;
আমি সেই, মায়া মোহ ল'য়ে দেখগো চাহিয়ে,
ব্রহ্মানন্দনিধি, ত্যজেছি এই॥

৩। তুমি দয়া করে, না চাহিলে ফিরে,
নৃসিংহের আর উপায় নাই;
মায়ার ছলনা, আর মা রেখ না,
ধরি ও দুখানি চরণে কই॥ ৬২॥

মল্লার, একতালা।

কি ঘোর আঁধারে, ডুবালে আমারে,
আকুল হৃদয়ে ভাবি গো তাই।
নয়ন থাকতে, না পাই দেখিতে
যেন গো নয়ান, নয়নে নাই নাই॥

১। হায় কি লাঞ্ছনা, একি বিড়ম্বনা,
এ ভব ভবনে ভুগিয়ে যাই ;
কি আছে কপালে, কে দিবে গো ব'লে
বলিতে এখানে, কেহ যে নাই ॥

২। যা' থাকে কপালে, তথা যাই চ'লে,
যথায় তোমাকে, দেখিতে পাই,
কোথা আছ মা, দেখা দেও শ্যামা,
নয়ন মেলিযা, দেখিয়া যাই ॥

৩। তুমি, দয়া না করিলে, এই ভূমণ্ডলে,
দেখেছি দেখিতে কেহ ত নাই ;
অধম সন্তানে, রাখ মা চরণে
নৃসিংহের আর উপায় নাই ॥ ৬৩ ॥

ভৈরবী, যৎ ॥

ওমা, কপাল ফেরে অন্ধকারে,
এসেছি চ'লে।
কোথা আছ, তুমি মাগো,
কে দিবে বলে ॥

১। হেথায় আমার কেহ নাই,
বল মা কাহারে সুধাই,
না দেখিয়ে তোরে
ভাসি নয়ন জলে ॥

২। আঁধার ঘর আলো করি,
দাঁড়াও শিবে শুভঙ্করি,

কাঁদিছে নৃসিংহ আজি।
করমা কোলে ॥ ৬৪ ॥

মঙ্গল বিভাস, একতালা।

ওমা, কর গো করুণা এ ভব-যাতনা
দিও না দিও না, দিও না গো আর'।
ছু'য়ো না নিদয়া, দিও পদ ছায়া,
যেন, কালী ব'লে কায়া, করি পরিহার ॥

১। আমার, জীবন-কাল-কৃত-গমন-গৌরব,
যেন প্রদক্ষিণ হয়, হে দক্ষিণে তব;
ওমা, স্থুরব কুরব, রবমাত্র স্তব,
হয় যেন ভবে, কৃপাতে তোমার ॥

২। আমার, চিত্তমাঝে চিন্তা উদিবে যেক্ষণে,
ও তা, পরিণত হয় যেন মা তোর ধ্যানে,
এ ভবে, যা কিছু নিরখে,
যেন তোমায় দেখে
পদে আঁখি রেখে,
নৃসিংহ এবার ॥ ৬৫ ॥

ভৈরবী, একতালা।

কবে, হব মায়ের ছেলে।
হ'য়ে মা-ময় মদে, মাতোয়ারা,
ডাক্‌ব মা মা ব'লে ॥

১। সংসারের কোলাহলে রব না আর ভুলে ;
আনন্দে উঠিব কবে,
আনন্দময়ীর কোলে ॥

২। সব যাতনা যাবে ভবে, মায়েপোয়ে মিলে ;
পূরিবে নৃসিংহ-হৃদি,
আনন্দ কল্লোলে ॥ ৬৬ ॥

ভৈরবী, মধ্যমান।

হবে কবে সে দিন ভবে।
ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হৃদয় যবে ॥

১। প্রাণ মাতিবে প্রেমরসে,
মন মিলিবে ভক্তিবশে
মায়া ভ্রান্তি ঘুচে শেষে,
পাব বিবেক বৈভবে ॥

২। নয়নে হেরিব তারা
বদনে বলিব তারা,
নৃসিংহের জীবন ধারা,
তারামায়ে মিশে যাবে ॥ ৬৭ ॥

কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ১৯৬১ সালের বি.এ. বাংলা কোর্সের পদ্যবিভাগে "শাক্তপদাবলী" ২য় সংস্করণে উপরোক্ত গানটী প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় সংকলিত।

প্রসাদীসুর, একতালা।

প্রাণমাতাও ভাই শ্যামামাতে।
আর থেক না সংসারে মেতে ॥

১। ত্যাজিয়ে সংসারের সাথে,
সাধ মিটাও ভাই, সাধন পথে;
ও ভাই জয় জয় কালী
বলে হৃদয় ঢালি
দেও শ্যামা-চরণেতে ॥

২। শ্যামারূপে ডুবে থাক,
নৃসিংহ ভব মাঝেতে;
হওরে আত্মহারা,
মাতোয়ারা,
এ ভবে শ্যামা প্রেমেতে ॥ ৬৮ ॥

মূলতান, একতালা।

কর শ্যামা-সাধনা।
ভবে, বৃথা কালহরণ, ক'রনা করনা।

১। ও মন প্রপঞ্চ-বারণ-কারণ সুপথে,
কররে দর্শন ত্রিপঞ্চপুরেতে,
ভবে পঞ্চ ভাবসারে, পঞ্চম-প্রকারে,
করি একত্বে ভাবনা ॥

২। আদিভাবে গুরুস্মরিয়া যতনে,
দ্বিতীয়ে শ্যামা সুন্দরী,

পরে বায়ুভরে রোধ কর তাঁরে,
চতুর্থে মন্ত্র জপ্ করি ;
পঞ্চম ভাবেতে শিবত্ব মানিয়ে
সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্ম মায়ে সমর্পিয়ে,
সোহং জ্ঞানে যেয়ে, মিলে মায়ে পোয়ে,
ব্রহ্মানন্দ যোগ করি,
যোগেযাগে যদি যোগেশ্বরী ধনে,
হৃদয়ে গাঁথিতে পাররে জীবনে,
তবে, নৃসিংহ তোমারে, এ ভব মাঝারে,
আর, আসিতে হবে না ॥ ৬৯ ॥

ভৈরবী, একতালা।

শ্যামা গুণ গেয়ে যাইরে চলিয়ে,
পুনঃ, না হবে আগম, ভবেরে !
পথ যে সুগম, রচিছে আগম,
তরাবার তরে জীবেরে !!

১। যে জন দিশাহারা, পায় না কূলকিনারা,
পড়ি এ ভবর্ণবেরে,
সে যদি ব্যাকুল হৃদয়ে, দুকূল ত্যাজিয়ে,
ঝাঁপ দেয় কুলার্ণবেরে ;
ভেদি কুলাকুল, পাইবে সে কূল,
কুলমূলে মুক্তি মিলিবেরে ॥

২। ও যে, কামাখ্যা বৈভবে, কিম্বা মাতৃভেদে,
তারা—ভক্তি সুধার্নবে ডুবিবে রে ;
গুরু ক্রম চন্দ্রিকা, গূঢ়ার্থ দীপিকা,
গুপ্ত দীক্ষামতে মজিবেরে ;
ও তার, ক্রিয়াসার বশে, মন্ত্রার্থ প্রকাশে,
ও সে সার সর্ব্বস্ব লুটিবেরে ॥

৩। ও যে, কল্প সূত্র বশে, সে কুলপ্রকাশে
ভবে, গুপ্ত সাধনে সাধিবে রে ;
বিশ্বসার বসে শ্রীবালা বিলাসে,
ও তার, মানসোল্লাস মিলিবে রে ;
এই শাক্তক্রম মতে, প্রপঞ্চ সারেতে,
নৃসিংহ নির্ব্বাণ পাইবে রে ॥ ৭০ ॥

প্রসাদীসুর, যৎ ॥

এ ঘটে আর কই ঘটে মা।
ওমা, খটে না সাধনা এবার।
কালী কুলাঙ্গ তারা তরাও,
রটে না রসনা আমার ॥

১। কাম ক্রোধ আদি করি,
ছ' বেটা বোম্বেটেসার ;
আমার মনটাকে আন্‌মনা করে,
দুঃখের কথা বলব কি আর ॥

২। প্রাণটা মিলে মনের সঙ্গে,
ওমা, রসরঙ্গে দেয় সাঁতার,

কি হবে এ খেলা ভঙ্গে,
ভাবে না গো ভুলেও একবার ॥
৩। সে ঘটনা আর ঘট্‌ল না,
কি হবে হর ললনা,
ওমা, দয়া করে দয়া-ময়ি,
নৃসিংহে কর নিস্তার ॥ ৭১ ॥

আলেয়া একতলা।

মাগো হলো'না পূর্ণ সাধ।
ওমা, সাধের সাথে সদা সাধে গো বিষাদ ;
ভ্রান্তিময়ী আশা, বাড়া'য়ে পিপাসা,
ঘটায় গো প্রমাদ ॥
১। সাধ না থাকিলে হয় না সাধনা,
ও তাই, সাধবৃত্তি জীবে
তোমারি প্রেরণা
কর্ম্মফলে তোমার সে সাধ সাধি-না
আমার, ষড়রিপু সাধে বিষম সাদ ॥
২। ওমা, পূরিল না সাধ ঘটিল বিষাদ,
তোমার সাধনা করিতে অসাধ ;
নৃসিংহ-জীবনের এই অবসাদ,
ঘুচাও গো জননী! ক্ষমি অপরাধ ॥ ৭২ ॥

প্রসাদীসুর, যৎ।

ওমা, কেন আমায় দেও না দেখা,
কেন কর লুকোচুরি।

দেখি দেখি, দেখ্‌তে আর নাই,
তখন, হৃদয়ে আঁধার হেরি ॥

১। কোথা আছ কোথায় বা নাই,
বল কেন দেখ্‌তে না পাই ;
মা, তুমি, প্রাণে প্রাণে গাঁথা তবু,
না হেরি গো রূপ্‌ মাধুরী ॥

২। দু নয়নে আছ তুমি,
তাই নয়নে জগৎ হেরি ;
ওমা, শ্রুতি দ্বয়ে বিরাজ তাই,
শ্রবণে শ্রবণ করি ॥

৩। আমার, শিরায় শিরায় আছ তুমি
ওগো শ্যামা সুন্দরী ;
ও তাই, শিরায় শিরায় শোণিত বহে,
মাগো, তোর করুণা-ধারা ধরি ॥

৪। আছ, হৃদয় মাঝে ও শঙ্করি
ও সেই, হৃদয়েতে (ই) ধরিতে নারি ;
জীবের সঙ্গে ও মা শিবে,
কেন এত ছল চাতুরী ॥

৫। বিশ্বময়ী হ'য়ে তারা,
কেন, নৃসিংহকে দেওনা ধরা ;
কেন লুকাও, দেও মা দেখা,
এবার দেখি মা নয়ন ভরি ॥ ৭৩ ॥

পিলু ; যৎ ॥

খোঁজে যারে ত্রিসংসারে,
যত্ন ক'রে পারের তরে।
সে যে ভাই, বিরাজ করে,
আলো ক'রে আপন ঘরে ॥

১। রত্নাকরে রত্ন থাকে,
ও তার, তীরে বেড়ায় কত লোক;
মর্ম্মবোধ থাকেরে যার,
ও সে ডুব দিয়ে পায় আপন করে ॥

২। লোক লোচনের অন্তরালে,
ত্রিলোচন-লক্ষিত স্থলে;
যোগিজনারাধ্য নিধি,
আছে রে ভাই অন্তঃপুরে ॥

৩। থাকতে নিধি আপন করে,
ঘুরে বেড়াও ভ্রান্তি ভরে.
নৃসিংহ! চিন্‌লে নারে,
এবার ভবে কপাল ফেরে ॥ ৭৪ ॥

ভৈরবী ; যৎ ॥

সকলই তুমি গো শ্যামা,
জগতে জগদীশ্বরি!

তুমি ভিন্ন, নাই গো অন্য,
জগদম্বে যাহা হেরি ॥

১। তুমি আত্মা, তুমি দেহ,
তুমি সংসার, তুমি গেহ,
তুমিই মাগো মায়ামোহ,
পাপপুণ্য আদি করি ॥

২। পিতামাতা ভ্রাতা সুত,
দুহিতা প্রভৃতি যত,
সম্বন্ধ জীবনগত,
তুমি (ই) শিবে শুভঙ্করি ॥

৩। প্রাণাধিকা মনোরমা,
প্রেমময়ী প্রিয়তমা,
হৃদয়বল্লভা রমা,
তুমিই গো হৃদয়েশ্বরি ॥

৪। গগন শশী তপন,
তারকা গ্রহ পবন,
ভূমি জল হুতাশন,
তুমি মা ত্রিপুরেশ্বরি ॥

৫। বিশ্বময়ী তুমি তারা,
তুমি মাগো সারাৎসারা,
তোমারই আনন্দ ধারা,
বিশ্বমাঝে কেবল হেরি ॥

৬। তোমারই বিভূতিতত্ত্ব,—
স্থধাপানে যোগীমত্ত,
তুমি, নৃসিংহ-হৃদয়ে নৃত্য,
কর গো, শিবস্থন্দরি ॥ ৭৫ ॥

ভৈরবী ; মধ্যমান।
ও ভাই, প্রেমভরে ডাক তাঁরে।
ও যে, ডাকিলে, কোলে করে ॥
১। প্রেমে গাও গো তাঁর গুণ গান,
প্রেমে জপ তাঁহারই নাম,
প্রেমে বেড়াও এ বিশ্বধাম,
মা নামের পতাকা ধ'রে ॥
২। প্রেমে বাজাও বিজয় ডঙ্কা,
প্রেমে ঘুচাও সকল শঙ্কা ;
প্রেমে পাগল হও নৃসিংহ,
মায়ের, প্রেমময়ী রূপ হেরে ॥ ৭৬

বিভাস, কাওয়ালি।
কি ছার মিছার কায়া,
কি ছার সংসার বল।
এ ভবে কি ছার জায়া,
কেবল মায়ার ছল ॥

১। কি ছার কাঞ্চন মণি,
কি ছার গৌরব গণি,
কি ছার জীব-জীবন,
কি ছার এ ভূমণ্ডল ॥

২। কি ছার পার্থিব-সার,
মিছা গো প্রপঞ্চ ভার,
(ভবে) কালী তারা নাম সার,
নৃসিংহ যতনে বল ॥ ৭৭ ॥

ভৈরব, একতালা।

ব'লে তারা, তারা হ'য়ে মাতোয়ারা,
ধন্য হও রে জীবনে।
তারা-গুণ-আলাপনে ;
বিভোর মানসে, মজি' প্রেম-রসে,
দিবস রজনী যাপনে ॥

১। ও মন, ত্যজ কু-বাসনা, ভজ শবাসনা,
মজ তারা-পদে পূরাওরে বাসনা,
সংসার-প্রমোদে ভুলো না ভুলো না
বৃথা কালহরণ ক'রো না ;
বদন ভরিয়ে, তারা তারস্বরে,
দয়াময়ী মাকে ডাক না ;
নৃসিংহ এ ভবে, তারা তারা রবে,
রবে রে কালক্ষেপণে ॥ ৭৮ ॥

ঝিঁঝিট, একতালা।

একবার, দেখ্‌না চেয়ে,
ওগো, ও পাষাণের মেয়ে,
রাঙ্গা চরণ বিতরি তারা,
এবার, তার গো তনয়ে॥ শ্যামা,

১। ওমা, কত দুঃখ দিলে এবার,
আমার জনম ভরিয়ে ;
কভু চাইলে না মা! নয়ন মেলে,
তারা ত্রিনয়নী হ'য়ে॥
এবার, দুখে দুখে জীবন জরা,
ওমা, আছি দুখ স'য়ে ;
আর, দুঃখ দেব না তোমায় মাগো,
আপন দুখের কথা ক'য়ে॥

৩। এখন, প্রার্থনা কেবল আমার,
করম খণ্ডিয়ে রেখো, নৃসিংহে চরণে শ্যামা,
সেই চরম সময়ে॥ ৭৯॥

আনাড়াবাহার, একতালা।

কই সে সুবেশ, কই সে সুহাস,
কই সে বচন—মাধুরী।
কই সে বাসনা, কই সে কামনা,
কই সে ছলনা চাতুরী॥

১। কই সে গর্ব্ব, তেয়াগি সর্ব্ব,
বলহে কাহারে বিতরি ;
আজ, চ'লেছ কোথায়, কেন হে ধরায়,
কেন কোমল শয়ন না হেরি ॥

২। কেন হে স্তব্ধ কেন নিঃশব্দ,
কুটিল কটাক্ষ, কই মরি ;
করনা শ্রবণ, করিছে রোদন,
তব জায়া সুত কুমারী ॥

৩। যাহাদের লাগি, ভবে অনুরাগী,
ছিলে হে দিবস শর্ব্বরী,
আজ, তাহাদের তরে, চাইলে না ফিরে
মায়া মমতা বিস্মরি' ॥

৪। ওহে জানিতে জীবনে, ভব পরিণামে,
তথাপি মনেতে পাশরি ।
যেমন, মজেছিলে, তেমনি ফল পেলে,
এই, বিষাদ মরণ, তাই হেরি ॥

৫। যদি, ব'লে তারা তারা, হ'তে মাতোয়ারা
জীবনে নির্ব্বিঘ্ন ভাবধরি ;
তবে, জীবনও ধন্য, মরণও ধন্য,
হইত নৃসিংহ তোমারি ॥ ৮০ ॥

ইমন্ কল্যাণ মধ্যমান ॥

জীবনে সুখ কই ।
পড়িয়া মায়া ছলনে, এবার, দুঃখ-ভারবই ॥

১। আসিয়া ভব সংসারে, ভ্রান্তি পথ সার করে,
শান্তি মাত্র নাহি মিলে, অশান্তি মাঝারে রই॥

২। শান্তি যদি ভবে চাও, শ্যামা পদে শরণ লও
এস হে নৃসিংহ তবে, আর, কেন ভবে সারা হই॥ ৮১॥

বিভাস, ঝাঁপতাল।

ওরে, সুখ-আশে সংসারে থাকি— কি সুখ ভাই ! ভবে পেলি।
ও তোর, দুঃখ ভারে জীবন ভরা, কেবল, দুঃখের বোঝাই ব'য়ে মলি॥

১। সুখ নাই সংসার মাঝে, এ কথা জেনো নিশ্চয়,
দুঃখ ভারে সংসার ভরা, সংসারী তাই দুঃখী হয়,
ও ভাই সুখী কেবল শুক নারদ, এ ছার, সংসার ত্যজেছে বলি॥

২। ভবে, সুখ লাভের আশা যদি থাকে তোমার অন্তরে,
তবে, ত্যজরে সংসার আজি সাজরে সুখলাভ তরে ;
ও ভাই, দেহ আত্মা প্রাণ মন, দেওরে শ্যামা পদাম্বুজে,
ধর, শ্যামা পদাম্বুজ আজি, নৃসিংহ হৃদয়াম্বুজে,
যবে মা নাচিবে হৃদি মাঝে সুখ বটে তবে বলি॥ ৮২॥

বিভাস, ঝাঁপতাল।

মন-বারণে, করি বারণ, এমন সাধ্য, নাই মা আমার।
ও সে, নিবারিতে "হস্তি-মূর্খ" উদ্দীপিত হয় আবার॥

১। সংসার-সরসী মাঝে করিতেছে সন্তরণ
বিষয় আসবে মত্ত আছে মাগো অনুক্ষণ,
ঐ যে, পরমার্থ-পঙ্কজবন, দলিতেছে অনিবার ॥

২। নাইক আমার জ্ঞানাঙ্কুশ, কেমনে রোধিব গতি,
ওমা, শৃঙ্খলের অভাব দেখ, নাই ভক্তি নাইক প্রীতি
এই, নৃসিংহের মন-করী, তুমি স্বগুণে বাঁধ মা এবার ॥ ৮৩ ॥

ভৈরবী, যৎ ॥

ওমা, মন 'আপন' হ'লো না।
তবে, কেমন ক'রে, ওমা শ্যামা, করি গো তোর উপাসনা ॥

১। তোমার লীলা ভূমি ভবের মাঝে,
(আমার) মন, নিত্য নূতন খেলিতেছে,
নানা সাজে বিচরিছে, বল, কি করি গো-শবাসনা ॥

২। স্ব বাসনায় 'কারসাজি' তোমার, না বুঝিলাম ভবে এবার ;
তাই নৃসিংহ বারংবার, বলে, আবার কর করুণা ॥ ৮৪ ॥

মল্লার, একতালা।

ও মা, কর মা আমার জন্য, সে, সকলি মঙ্গল, নহে অমঙ্গল,
মানিয়া মনেতে হইগো ধন্য ॥

১। ওমা তোমারই বিধানে যাহা হবে উপস্থিত,
ও তা লৌকিক জগতে হ'লেও বিপরীত,

একান্ত ধারণা পরিণাম-হিত, নহে কভু ভিন্ন ;
মঙ্গলা মঙ্গল সংসারের কথা, মায়ের সন্তানের অমঙ্গল কোথা ?
মা-ময় জীবন যার, জীবন ধন্য তার,
ভাবিয়া নৃসিংহ নয়গো ক্ষুণ্ণ ॥ ৮৫ ॥

প্রসাদীসুর, একতালা।

তার কি ভবে ভাবনা আছে, ভবে, যার হৃদয়ে শ্যামা নাচে।

১। ভব-ভাবনা ঘুচিয়ে ভব ভাব-প্রবাহে ডুব দিয়েছে ;
ও তাই, ভাব-তরঙ্গে ভাব-রূপিনী ভব-হৃদে সদা নাচে ॥

২। বিভোর হ'য়ে ভবের ভাবে, ভাব-সাগরে যে ডুবেছে ;
ভব রাণীর কৃপায় ভবে— সেত এবার তরে' গেছে ॥

৩। ভব-ভাবিনী সদাই ভাব, নৃসিংহ কি ভাব মিছে ;
ও তোর, সকল জ্বালা দূরে যাবে, শ্যামা যদি হৃদে নাচে ॥ ৮৬ ॥

আলেয়া মিশ্রিত, ঠিমেতেতালা।

ভব পারে, কে যাবিরে, আয় আয়।
ওরে, করিস্ না আর অবহেলা,
এই বেলা আয় বেলা যায় ॥

১। মানব-দেহ-তরি-লয়ে এলিরে ভবের ঘাটে,
পারের কথা ভুলে গেলি, বেড়ায়ে সংসারের হাটে ;
ও তোর, যা ছিল নিজ সম্বল, হাট করিতেই সকল গেল,
কালের তুফান উঠ্‌লে বল, কি হবে পারের উপায় ॥

২। আয়ুঃ-সূর্য্য অস্তকালে উঠ্‌বেরে কালের তুফান,
ডুব্‌বে তরি মাঝ নদীতে, এবে, যদি না করিস্‌ বিধান
সংসার হাটের পাপের বোঝায়, ও মন, বাঁধা,আছ হাতে গলায়,
ডুবলে তরি, মরবে তুমি, হবে তখন নিরুপায় ॥

৩। তাই বলি নৃসিংহ তোরে, এ হাটের মায়া ছাড়,
এখন, ভক্তির স্রোতে, ভাসিয়ে তরি,
প্রেমের হাইল তুলে ধর ;
বিজয় শ্যামা-নামের বাদাম তুলে, বেলা থাকতে আয়রে চ'লে,
পৌঁছিবেরে ভবপারে তারাপদ-কিনারায় ॥ ৮৭ ॥

বেহাগ, যৎ ॥

বৃথা, ছুটা ছুটী ছাড মন।
কর, শ্যামা মায়ের রাঙ্গা পায়ে, এ জীবন সমর্পণ ॥

১। এ সংসারে লও রে ছুটী, কালী ব'লে যাইরে ছুটি,
এস ভাই প্রেমেতে লুটি—আনন্দ পরম ধন ॥

২। সংসারের ময়লা মাটী, ধু'য়ে ফে'লে হওরে খাঁটি'
নৃসিংহ কালো মেয়েটির, শ্রীচরণে লও শরণ ॥ ৮৮ ॥

মল্লার, একতালা।

সেদিন হবে কি আমার।
ঐ যে, মুখে বলতে তারা, বইবে অশ্রুধারা,
হবে গো হৃদয়, আনন্দ-আধার ॥

১। বাসনা-কষায় যাবে চিরতরে,
শবাসনা শ্যামা জগিবে অন্তরে,
ও সেই, জগন্ময়ী মা'রে, জগন্ময়ী হেরে,
ঘুচাইব ভবে-অন্তর-আঁধার।

২। পলকে পলকে পরম পুলকে, নেহারিব নবরূপে শ্যামা মাকে,
শ্যামা মা হেরিয়ে, শ্যামাময় হ'য়ে,
"নৃসিংহ উপাধি" ঘুচাব এবার ॥ ৮৯ ॥

মল্লার, একতালা।

তোমারি আদেশে এসেছি এখানে, তোমারি আদেশে সেখানে নাই।
তোমারি আদেশে গর্ত্ত-বাসজ্ঞান, জনম মাত্র ভুলিয়ে যাই ॥

১। তোমারি আদেশে কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে, তোমারি মর্ম্ম ভুলিয়ে রই ;
তোমারি আদেশে ধর্ম্মপথ ভুলি, অধর্ম্ম পথেতে চলিয়ে যাই ॥

২। তোমারি আদেশে, তোমা হারা হ'য়ে, ঘোর-তামস মাঝারে,
ডুবিয়ে রই।
তোমারি ব্যবস্থায়, এ অবস্থা মম, তুমি বিনে তারা,
উপায় নাই ॥

৩। তোমারি আদেশে, ঘটিছে ঘটনা, ও তা, বুঝিয়ে জীবনে,
শান্তি পাই ;
আজ, তোমারি আদেশে "নৃসিংহ উপাধি" তোমারি চরণে,
সঁপিতে চাই ॥ ৯০ ॥

পিলু, যৎ ॥

মা, আমার, কথা কয় না, কোলে লয় না, রয় গো ভুলে।
মাখা দেখে, ময়লা মাটি, ফিরে চায় না, নয়ন মেলে ॥

১। বলব কি দুঃখের কথা, দেয় মরমে সদাই ব্যথা,
করে না আদর সোহাগ, খেদে জীবন, যায় গো জ্ব'লে ॥

২। নাইক মায়ের দয়া মায়া, পাষাণে বেঁধেছে হিয়া,
রেখেছে আঁধার ঘরে, কেমন ক'রে কোলের ছেলে ॥

৩। মাতৃনীতি ভুল-নাক, একবার শ্যামা চেয়ে দেখ,
কাঁদিছে নৃসিংহ তোমার, নে মা একবার কর্‌গো কোলে ॥ ৯১ ॥

পিলু, যৎ ॥

কথা কয় ব'লে শ্যামা, কইগো কথা, জগজ্জনে।
মায়ের কোলে আছি বলে, আমরা, ফিরি ঘুরি, এই ভুবনে ॥

১। ময়লা মাটি কিম্বা খাঁটী, এ জগতে সবই মা—টী,—
জেনে যে মাখে মাটি, মা আমার, দেখেনা তায়, খাঁটি জেনে ॥

২। মর্ম্ম ব্যথা তারে দিয়ে, পথে রাখে স্থির করিয়ে,
ফাঁকা আদর ক'রে তারে ভুলায় নাগো, এ জীবনে ॥

৩। দয়া মায়া আছে ব'লে, রেখেছে আঁধারে ফেলে,
আঁধার থাকলে ছেলের,— আলোর কথা, পড়বে মনে ॥

৪। মাতৃ-নীতি মা কি ভুলে, দয়া দৃষ্টি আছে ব'লে,
কাঁদাচ্ছে নৃসিংহে আজি, বিতরিতে শ্রীচরণে ॥ ৯২ ॥

প্রসাদী সুর, যৎ ॥

আয় মা হৃদয়ে আমার, ওমা, হৃদয় মাঝে তোমায় রাখি।
(তোমার) ঐ, ললিত-লাবণ্যচ্ছটা ; নয়ন ভ'রে কেবল দেখি

১। মা তোমার মধুর কান্তি, দেখে ঘুচাই মনের ভ্রান্তি,
লভি মা অপার শান্তি, মায়ে পোয়ে মিলে থাকি ॥

২। ওমা, মায়ে পোয়ে মিলে মিশে, রব প্রেমানন্দ-বশে,
এ আনন্দ বিতর মা, দিও না নৃসিংহে ফাঁকি ॥ ৯৩ ॥

পিলু, যৎ ॥

বিরাজ সর্ব্বস্থানে, ওমা শ্যামা সুন্দরি।
আছ এই নয়নেতে, তাই নয়নে নেহারি ॥

১। রশ্মিরূপে রবিরাজে, প্রভারূপে শশিমাঝে,
বিলাসে বিরাজিছ তুমি গো মা সর্ব্বেশ্বরী ॥

২। গন্ধরূপে ক্ষিতিমাঝে, সলিলেতে রসসাজে,
রূপ দেখি মা তুমিই তেজে, তেজের তেজ খর্ব্ব করি ॥

৩। পরশ পবনে ঐ যে, শূন্যে তুমিই শব্দ সাজে,
আছ মা দেহী মাঝে, আত্মারাম রূপ ধরি ॥

৪। বীজ রূপে ত্রিভুবনে, শক্তিরূপা শক্তি মানে,
আছ তাই শিবের বুকে, রাঙ্গা চরণ বিতরি॥

৫। বিশ্বরূপে! দৃশ্যপথে, ওমা, নাচ একবার হৃদয়েতে,
নিঃস্বরূপ এ নৃসিংহে, স্ব-স্বরূপে কৃপা করি॥ ৯৪॥

বাউলে সুর॥

একবার, রূপের ঘরে, নয়ন ভরে,
দেখরে অরূপিনীর খেলা॥

১। ভবে, সবরূপে স্বরূপ মিশায়ে, মায়ের মিট্‌ল না রূপ-তৃষার জ্বালা।
তাই আবার, সকল রূপের সার স্বরূপে, শ্যামারূপে করে মেলা॥

২। ঐ যে ঐ, বিরূপাক্ষ বক্ষঃস্থলে, করছে স্বরূপাখ্য-লীলা;
ওরূপ, নৃসিংহ প্রত্যক্ষ করি, মিটাচ্ছে ভবের জ্বালা॥ ৯৫॥

ভৈরব, মধ্যমান।

জয় জয় কালী ব্রহ্মনামে, সুর মিলাও পঞ্চমে।
এ প্রাণ মাতাও আর, কাজ কি সরমে॥

১। কাজ কি ধরমে, কাজ কি করমে, কাজ কিরে ভবে, অসার ভরমে;
দিয়া জলাঞ্জলী, ও দক্ষিণাকালী—গাঁথ মরমে মরমে॥

২। রৌরবে গৌরবে ভাবি একই ভাবে,
যে ভাবে, সে ভবে পুনঃ না প্রভবে;
পেলে, এ বীর-বৈভবে, তবে,— নৃসিংহ পাইবে,
শ্যামাচরণে চরমে॥ ৯৬॥

প্রসাদী সুর, যৎ।

জাগো মা আনন্দময়ি! চল কুল-কুণ্ড হ'তে।
সহস্রারে চল কুল—কুণ্ডলিনি কুল-পথে ॥

১। সদা বিভোর ঘুমের ঘোরে, কেন মাগো মূলাধারে?
জাগো মা আনন্দে জাগো, দেখে, ধন্য হই মা ত্রিজগতে ॥

২। প্রেমানন্দ-সুধাধারা, বিতর বিতর তারা,
হোক্ নৃসিংহ মাতোয়ারা, এ ভবে তব প্রেমেতে ॥ ৯৭ ॥

মাঝ (মিশ্র) পোস্ত।

ঐ যে ঐ বাজায় শিঙ্গা, ঐ সহস্রারে।
আবার, ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডমরুতে, তাল ধরে তোমার তরে ॥

১। আছ, কত ঘুম ঘোরে, ওমা, এই মূলাধারে,
ওগো, চল চল কুণ্ডলিনী, চল সত্বরে;
একবার প্রেমে জেগে, প্রেমের যাগে, ষট্-কমল-ভেদক'রে ॥

২। সেথা মধুর মিলনে, ভোলা—বঁধুর সনে,
পূর্ণাহুতি দেও মা, এবার, যাগ সমাপনে;
ওমা, সেই সুযোগে, এ নৃসিংহ, ধন্য হোক্ মিলন্ হেরে ॥ ৯৮ ॥

ভৈরবী—যৎ।

তুমি গো আমারি শুধু, একা ওমা একেশ্বরী।
তব স্নেহ-সিক্ত-দেহ, এ প্রাণ শ্যামা তোমারি ॥

১। ওমা, 'তুমি আমার'—'আমি তোমার' যায় স্মরণে হৃদয়ের ভার,
হয় পরম প্রেমের আধার, তখন, হৃদয় মাঝে তোমায় হেরি ॥

২। কি সুস্নিগ্ধ-প্রেমধারা, করুণা-তটিনী ভরা,
নীল কান্তি-ক্লান্তি-হরা, কি মাধুরী! মরি!! মরি!!!

৩। চরণে নয়ন রাখি, কত সুখে হই যে সুখী,
নৃসিংহ-হৃদয়ে থাকি, জানো তা, হৃদয়েশ্বরি ॥ ৯৯ ॥

ভৈরবী—যৎ।

কত কথা বলব বলে, এ মানসে হয় বাসনা।
ও তা, দেখা হ'লে ভুলে থাকি, সে কথা প্রাণে আসে না ॥

১। ও রূপ নিরখি যখন, বাসনা যায় দূরে তখন,
নিস্তব্ধ নয়ন মন, পুলকে আর বাক্ সরে না ॥

২। বলি গো তবে কেমনে, কথা যে পড়ে না মনে।
তাই শ্যামা তব চরণে, নৃসিংহ কিছু বলে না ॥ ১০০ ॥

ইমন্—আড়াঠেকা।

আ-মরি! রণে কে।
বিগলিত-বসনা, লোলিত রসনা, নাচিছে ॥

১। শিশু-শশি শোভনা, সদাশিব-শবাসনা,
সুধা-পানে সুমগনা, হাসিছে ॥

২। ঢল ঢল ত্রিনয়না, ঘন জলদ-বরণা,
নৃসিংহ নয়ন সদা, হেরিছে ॥ ১০১ ॥

বিভাস, কাওয়ালি।

বদন ভরিয়ে ভবে, বলরে ভাই তারা তারা।
জীবন-প্রবাহে তবে, বহিবে আনন্দ-ধারা ॥

১। মুদিয়ে নয়ন তারা, হৃদয়ে দেখরে তারা,
শিব হৃদি-ধ্রুবতারা, ধ্যেয় নিধি সারাৎসারা ॥

২। গেলরে বিফলে কাল, আসিছে নিকটে কাল,
নৃসিংহ! কি কর বল, বল বল কালী তারা ॥ ১০২ ॥

জংলা মিশ্রিত, দ্রুত একতালা।

নাচে কে ও মেয়ে, মেয়ে, মেয়ে,
মগনা তাণ্ডবে, আছে,—
উলাঙ্গিনী হ'য়ে, হ'য়ে, হ'য়ে ॥

১। চৌদিকে বেড়ি যোগিনী, নাচিছে যত সঙ্গিনী,
বিপরীত রণে মত্তা, মহাকালে ল'য়ে, ল'য়ে, ল'য়ে ॥

২। সুনব-ঘন-বরণ, সুচারু রাঙ্গা-চরণ,
আছে নৃসিংহ নয়ন, ও চরণ চেয়ে, চেয়ে চেয়ে ॥ ১০৩ ॥

বিভাস, ঝাঁপতাল।

আনন্দ-তরঙ্গ-রঙ্গে, মিলিতাঙ্গ হর গৌরী।
ঐ যে, সাধন-ধন-যুগল, আধ আধ একই হেরি ॥

১। আধ ব্যাল মণ্ডিত জটা, আধ চিকুর কবরী-আঁটা,
আধ ভস্ম-ভূষিতাঙ্গ, আধ ঘন-চন্দন-ঘটা;
আধ ভাগে ঢুলু ঢুলু নয়ন, আধ ঢলঢল নেহারি ॥

২। ওরে, আধ রজত-ধবল প্রভা, আধ কষিত-কনক-আভা,
আধ ভাগে বাঘাম্বর, আধ রক্তাম্বর শোভা ;
আধ গলে রুদ্রাক্ষ শোভে,— আধ মুকুতা মালা দোলে,
ওযে, প্রেমরসে উভয়ে গ'লে,— আধ আধ রূপে মিলে ;
ওরে, দেখ্ নৃসিংহ আঁখি ভরি, ঐ, মিলন-রূপ মাধুরী ।। ১০৪ ।।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত।

পূরবী. একতালা।

সত্য নিরঞ্জন, বলে বহুজন, বিকার রহিত, নিরাকার ব্রহ্ম।
বহু বিদ্যা বলে, বহু তর্ক ফলে, ঘটায় সকলে বুঝিয়া মর্ম্ম।।
বিকার রহিতের স্বনাম ধারণ, নিরাকারের তেজোরূপ স্থাপন,
আশ্চর্য্য কথন, হাসে মম মন, শুনিয়া দেখিয়া বিবেচি মর্ম্ম।।
তেজোরূপ কিবা নাহক আকার, নাম যুক্তের কিবা নাহে বিকার;
অজ্ঞানোচিত কথা, শুনে পায় ব্যথা, দেখিয়ে আশ্চয্য জ্ঞানীর কর্ম্ম।।
শাস্ত্র পারাবারে পড়ে সুধীজন, গভীর ঝাঁপরে হয়ে নিমগন;
জলমগ্ন মত স্রোত প্রবাহিত, তৃণগুচ্ছ ন্যায় ধরেছেন ব্রহ্ম।।
নিরাকার ব্রহ্ম বলে সুধীজন, আকারহীন নাম না হয় কথন;
আছে কিবা যুক্তি, বল সর্ব্বশক্তি, ভক্তি যে হয় গুণের ধর্ম্ম।।
তেজোআদি যাহা নয় নিরাকার, নিরাকারে কি ফল তোমার আমার;
ভাবরে সগুণ কাটবে মায়াগুণ, বরিলে কালিকা নিশুর কর্ম্ম।। ১০৫।।

গৌরী, একতালা।

প্রবেশে কে রণে রমনী, মত্তাবেশে উলাঙ্গিনী।
দৈত্যনাশে অট্টহাসে, পদ ভরে সদা কাঁপে ধরণী।।
সশঙ্ক শশাঙ্ক, রবি তারাগণ, রক্তিম কটাক্ষে, সুর নরগণ;
নাশিছে সৈন্য রণে অগনন, কালরূপা দেখি কাল-কামিনী।।
পদতলে ভয়ে পড়ে ত্রিলোচন, শান্ত করিতে করে আকিঞ্চন;
(হায়) অনন্ত শান্ত হয় কি কখন?
নিস্থ সদা দেখে, অনন্তরূপিনী।। ১০৬।।

খাম্বাজ, একতালা।

বিষয় আসবে, ক্রমে দেখি ভবে, মাতিল মানস প্রবৃত্তি পিপাসা।
সহকারে আশা নিবারি ॥

১। সহকারী দেখি, রিপু ছয় জন, মাতিয়া করিল, স্বভাব ধারণ;
মিথ্যা প্রবঞ্চনা লইয়া অঙ্গনা, সতত মানস মিটাইছে আশা ॥

২। হিংসা দ্বেষ আদি, পারিষদ্ যত, স্বপ্রভাবে কৈল অধিকৃতচিত;
মানস অজ্ঞান ভাবে মধু পান, দেখিয়ে সম্মুখে আশী-বিষ-বিষ।

৩। বিষয়-বিষ আসবে, কাঁপিতেছে অঙ্গ, অন্তিমে নৃসিংহ কৃতান্ত ভ্রূভঙ্গ,
কিবা দেখ রঙ্গ, ছাড়িয়ে কুসঙ্গ, পান কর সদা কালীনাম রস
॥ ১০৭ ॥

খাম্বাজ, একতালা।

বিষয় কিংশুকে, বিহর কিংশুকে ? বলরে মানস, অবশ পাখী।
বশ না হইলি, লোভেতে মজিলি, কুমতি কুসুম রূপ দেখি ॥

১। সে কুসুম-বীজ হয়রে অতৃপ্তি, প্রবৃত্তি ক্ষুধার না হয় নিবৃত্তি;
ভ্রমে বৃক্ষপার্শ্বে, কালব্যাধ হর্ষে, হানিলে সে শর, করিবি কি ?

২। শুন মোর কথা যাবে ব্যাধ ভয়, কালী কল্পতরু কররে আশ্রয়;
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চারিধাম, ফল খেয়ে নিত্য হয়রে সুখী ॥ ১০৮ ॥

মূলতান, একতালা।

প্রার্থনা শ্রীপদে।
ডুবাইও না যেন পুন, বিষম বিষয় হ্রদে ॥

১। (এবার) এসে ভূমণ্ডলে, ভব মায়ায় ভুলে, নিমগ্ন আছি মা,
বিষয় সলিলে ;
কর্ম্মসূত্র পাকে, পড়িয়া বিপাকে, মজেছি পাকতঃ অনিত্য
সম্পদে ॥

২। অনিত্যে নিত্যতা সতত ধারণা, এ মোহ ভাঙ্গিয়া, হ'লো না চেতনা;
দয়াময়ী দয়া, স্বগুণে করিয়া, নিস্তার নৃসিংহে, এ ঘোর প্রমাদে ॥
১০৯ ॥

মূলতান, একতালা।

এ কি বিকার শঙ্করি !
মানস স্ববশ নয়, উপায় কি করি ॥

১। রিপুবশে সদা, ফিরে মম মন, করে অন্বেষণ বৃথা ধন জন ;
অনিত্য নশ্বর দিবস শর্ব্বরী, পরমায়ু ক্ষয়, নাহি ভাবে মন ॥

২। আয়ু হয় বৃদ্ধি ভাবে অনুক্ষণ, রস আলাপনে করিতে নিপুণ,
কাল নিবারণ উপায় কি করি ॥

৩। অনুপায় দেখে, আমি ওমা তারা, শরণ শ্রীপদে নিলাম ভবদারা ;
রক্ষ মা বিপদে কাল আপদে, নিবারি নৃসিংহে স্বপদ বিতরি ॥
১১০ ॥

মূলতান, একতালা।

মোরে ছুঁয়ো না শমন।
কালী-সুতে তব অধিকার, নাহিক কখন ॥

কাল নিবারিণী কালিকা মোর মা, সৃজন পালিনী লয়কারিণী শ্যামা,
যার আজ্ঞাধিন হয়ে চিরদিন, তব পিতা সদা করিছে ভ্রমণ ॥

ভালয় ভালয় বল্‌ছি তোরে শোন, সত্বরে স্বধামে কররে গমন ;
যদি না শুনিবি পরেতে জানিবি, মার কাছে নিশু জানাবে
বেদন ॥ ১১১ ॥

খাম্বাজ, একতালা।

হৃদয় রণক্ষেত্রে, রোষযুক্ত নেত্রে, নাচিছে কালিকা করিছে রণ ॥
খল খল হাসে, রিপুসনা নাশে, সবে মহাত্রাসে করে পলায়ন ॥

মাৎসর্য্য সে ধূম্রলোচন প্রবেশি অগ্রে আসি,
কুটিল কটাক্ষে (বামার) হ'লো ভস্মরাশি,
মোহমদ প্রচণ্ড দেখ চণ্ডমুণ্ড, করে তাদের মুণ্ড চামুণ্ডা ধারণ ॥

অনন্ত আকারে লোভ পরিণত, রক্তবীজরূপ নাহি হয় হত।
বিবেক রূপা সতী গ্রাসিছে শোণিত, চণ্ডিকা স্বকরে করিছে হনন ॥

ক্রোধ নিশুম্ভ দম্ভ শত করে, বিনাশি সে-রণে আনন্দে বিহরে ;
অষ্ট-বিধ-কর শুম্ভরূপ ধর, কামে ক্রমেতে করিল নিধন ॥

হইল বিষম রিপুছয় ক্ষয়, নির্ভয় নৃসিংহ চিত্ত শক্র হয়,
জ্ঞানরাজে বসি ভাব এলোকেশী, বিষয় ধরাতে নকার ভ্রমণ ॥ ১১২ ॥

পূরবী একতালা।

দেখরে ভাবিয়ে, যাইল বাহিয়ে, বিফলেতে দিন, তব নিতান্ত।
আয়ু সূর্য্য ক্ষয়, হইলে নিশ্চয়, আসিবে নিকটে ঘোর কৃতান্ত ॥

কিবা কর রঙ্গ, মিশিয়া কুসঙ্গে, প্রমত্ত হইয়া সতত অনঙ্গে,
চাহরে ভ্রুভঙ্গে, দেখ তব অঙ্গে, কান্তি পুষ্টি ক্রমে, হতেছে অস্ত ॥
বলেছিলে কালী পূজিব ত্রিকালে, ভবে এসে তুমি বিষয়ে মজিলে।
মায়াতে ভুলিলে, কিও কি করিলে, এখন কালী নাম কররে ভ্রান্ত
॥ ১১৩ ॥

পরজ, পঞ্চম সোয়ারি।

নাজানি সাধনে তথা ভজনে, অন্তকালে কি হবে ?
মুগ্ধ আছি আমি, হইয়া বিষয়কামী, নিরন্তর এ ভবে ॥
বিগত দিবস হ'লো এরূপে, যাতায়াত ফুরাবে, ভবেতে কিরূপে।
শিবে, কর পরিত্রাণ, নৃসিংহ দাসের, জঠর যাতনা ভবে ॥ ১১৪ ॥

বসন্ত, ধামার।

কি হবে কি হবে, (ঐ যে) কাল, এ'ল এ'ল জীব
দেখরে নিকটে তোমার। বিষম ভ্রুভঙ্গে নিরখিছে রুষিয়া,
বসিয়া নিশ্চিন্তে কি কর ॥
পরমায়ু ফুরাইছে, সদা মিছা কাজে, দেখনা ভাবিয়ে পামর।
মিছাবঞ্চ রঙ্গ রসে, যাদের সঙ্গে, হবে সবে তব পর।
বলি শুন উপায়, এক মাত্র তব, ভাবরে সদা হৃদি মাঝে।
নৃসিংহ দাস, কালহরা কালীপদ, কি করিবে কৃতান্ত তোর ॥ ১১৫ ॥

মালশ্রী, আড়া চৌতাল।

শিব যুক্তি শক্তি জীবের মুক্তি প্রদা,
অতএব মানস সাধরে। কেন আর ভবেতে,

বিকার চিত্তে অবস্থান, মানস মম কররে ॥
ভ্রম, নিতান্ত দেখি বারবার, অসার ভবে করে নৃসিংহ,
কুমন্ত্রী উপদেশে মোহিত মায়া পাশে,
অন্তিম গতি না ভাবরে ॥ ১১৬ ॥

ইমন, আড়া ॥

শ্যামা বিনা কেতোরে, এ ঘোর ভব দুস্তরে।
বিষম দেখি জলধি, মায়ার তরঙ্গ ভরে ॥
আশা বায়ু সদা বহে, প্রচণ্ড বারিদ মোহে।
সমাচ্ছন্ন সদা দেহ, তরণি পড়ে পাঁথারে ॥
ভক্তি খুঁটা চেপে ধর, জ্ঞান কর্ণ স্থির কর।
দয়া করে মা আমার, নৃসিংহে যদি নিস্তারে ॥ ১১৭ ॥

আলেয়া, একতালা ॥

কর সদা কালীনাম। (মন) পাবেরে অন্তিমে তুমি কালীধাম ॥
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে, সঘনে বদনে বল অবিরাম।
কি কাজ ভবেতে, অপর সাধনে, নাম ব্রহ্ম জপ, কর ঘনে ঘনে ॥
নিকেতনে বসি, ডাক এলোকেশি, দিবানিশি মন অষ্টযাম ॥
কৃতান্ত বারণ, কারিণী তারিণী, নিতান্ত প্রাণান্তে, তারিবেন আপনি,
স্বপন প্রদানি, নৃসিংহে জননি, যাতায়াত হরি পূর্ণ মনস্কাম ॥
(করিবেন তিনি) ১১৮ ॥

পূরবী, আড়া।

গেল দিবাভাগ দেখ, প্রাণ পাখী কি কর।
কাল ব্যাধ না আসিতে, তদুপায় চিন্তাকর ॥
কালী কল্পতরু ডালে, ভক্তি বায়ু হিল্লোলে,
বাসা করি বস পাখী, হ'য়ে নির্ভয় অন্তরে।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, চারি ফলের হয়রে নাম,
দিবানিশি অষ্টযাম, ভুঞ্জ তুমি নিরন্তর ॥
নৃসিংহের প্রাণ পাখি, কালী বুলি বল দেখি।
হবে তুমি সদা সুখী, কি দেখ উপায় আর ॥ ১১৯ ॥

পূরবী, আড়া ॥

সঙ্কটে কিঙ্করে রক্ষ শঙ্করি, শিবে সর্ব্বদা।
সতত সহে না শ্যামা সংহর, দুঃখ তারিণী ॥
সুত মুঞ্জ ষড় রিপু, সাধিকৃত সদা বপু।
হয় কুরস স্বাদলোলুপ, কলি কূপে শিবরাণী ॥
স্বকর্ম্ম সাধে না মন, সদারিপু পরায়ণ,
স্বদুঃখে নৃসিংহ মগন, নাশ অশিব নাশিনী ॥ ১২০ ॥

সাহানা, ঝাঁপতাল

বারয় বিশাল বিষ, বিষয় বারিধে,
তারয় তারয় ভবে, ভব কৃপা নিধে ॥

নাশয় করম পাশ, তথাচ শমন ত্রাস
সংহর হে কৃত্তিবাস, আসক্তি বিপদে,
দীন জনে আশুতোষ, স্বপদ প্রদানি তোষ,
কুমতি নাশি মহেশ ॥ ১২১ ॥

আলেয়া, আড়া ॥

স্বদেশেতে দ্বেষ মম, বিদেশে স্বদেশ ভাব।
তবোদ্দেশে না করি কিছু, কেমনে মা তোরে পাব ॥
বাণিজ্যে বিদেশে এসে, কুমতি অবিদ্যা বশে।
মাত সদা রঙ্গ রসে, কেমনে স্বদেশে যাব ॥
লাভের আশায় এলাম ভবে, মূল রাখা দায় এযে।
জানালাম তোমারে শিবে, নিশু আত্মহারা ভবে ॥
অবিদ্যা তিমির রাশি, জ্ঞানা-লোকে বিনাশী।
যদি রাখ এলোকেশী, তবেত স্বদেশে যাব ॥ ১২২ ॥

আলেয়া, আড়া ॥

পাঠালে কি দোষে মোরে, ঘোর ভব কারাগারে।
দারুণ ভব যাতনা, সহে না মা, বারে বারে ॥
হয়ে থাকি বেশী দোষী, উচিৎ মা এলোকেশি,
আশু পাঠাও দ্বীপান্তরে ॥
মায়া পাশে করলে বান্দী জানে নিশু ছিন্ন সন্ধি,
আশু কর নজরবন্দী, নিকটে রাখিয়ে তারে ॥ ১২৩ ॥

মহলার, কাওয়ালি ॥

সংহর কিঙ্কর দুখ, শঙ্করি শিবে তারিণি।
সম্প্রতি সাম্প্রতি, কৃপাকর গো হররাণি ॥
বিষয় বিষম বিষে, জর জর অঙ্গ,
ষড়রিপু সদা ভবে, দেখি মা কুসঙ্গ,
করে রসরঙ্গ প্রবল অনঙ্গ,
কৃতান্ত কোপ ভ্রূভঙ্গ, মানসে নাগিনি ॥
সহে না মা দহে মম, জীবন সতত,
রহে না রহে না প্রাণ কুক্রিয়া নিরত,
ক্রমে দিন গত, হয়ে জ্ঞান হত,
নৃসিংহে স্বপদাশ্রিত, কর মা ভবানি ॥ ১২৪ ॥

ভৈরব, একতালা ॥

কেন আছ দেখি নিদ্রিত। শিবে,
জাগ মা সত্বরে, যা'গো সহস্রারে, ধরি সুষুম্না সুপথ ॥
মূলাধারে সদা নিদ্রা নিমগন,
কতদিন ভবে না হয় গণন।
হও মা চেতন, প্রকাশ স্বগুণ,
হুঁকার বচনে আমন্ত্রী সতত ॥
পরম শিব সদা তব প্রয়াসী,
সংযোগ কামনা, দেখি দিবানিশি।

নৃসিংহে কৃপয়া জাগিয়া উঠিয়া,
হও মা পরম শিবগত ॥ ১২৫ ॥

ভৈরব, একতালা ॥

ডাক বার বার, মুখে অনিবার, মা মা বলে সতত।
অবশ্য হইবে, সিদ্ধকামী হবে, এড়াইবে গতায়াত ॥
জননী জীবনে দেখি এই ভাব, না রহে ডাকিলে নিরুত্তর ভাব।
কোলে লওয়া তাঁর তখন স্বভাব, জ্ঞানহীনে বিশেষতঃ ॥
নৃসিংহ ভুগিবে কত, ডাক মা মা বলে,
লবেন তিনি কোলে, কেন কর কাল গত। ১২৬ ॥

খাম্বাজ, একতালা ॥

সঘনে মানস, হইয়া স্ববশ,
প্রাপ্তি আশে মাকে ডাকরে সত্বরে।
কেনরে বিবশ, রিপু পরবশ, মায়াবাসে বাস তুমি কররে ॥
মায়াবাসে ধন রাখা বড় দায়, কাল চোর সদা হরিয়া পলায়
হাহাকার সার শেষেতে সবার, বিবেক বাসে ত্রাস নাই কিছুরে ॥
বিবেক বাসে বাস করিবে নিশ্চয়, চরণ ধন তথা নাহি হবে ক্ষয়।
ভক্তিরে আশ্রয় করিয়া নির্ভয়, হইয়া নৃসিংহ তাঁরে ডাকরে ॥ ১২৭ ॥

ঝিঁঝিট, একতালা ॥

দুর্গতি মম নাশ আশু, আশুতোষ হৃদি বাসিনী।
আশুতোষ হৃদি বাসিনী হ'য়ে আশুতোষ হৃদি বাসিনী ॥
বিগত যৌবন বৃদ্ধ শিশু, কালত্রয় কাল, নিকট আশু,
নির্ম্মম দুরন্ত তপন শিশু, নিশুকে রাখ গো জননী ॥
সদাকাল কলি-কূপে মগন, হয়ে সাধিনি তব চরণ,
চরমে বাঁধিবে বিষম শমন, ভাবিনী কখন তারিণী ॥ ১২৮ ॥

সাহানা, একতালা।

হৃদয় আসনে বস শিব সনে, শিবদারা শিবদায়িনি ॥
নাশমা দুরিত, হয়ে কৃপান্বিত, কালিকা অশিব হারিণী ॥
থাক মা হৃদয়ে, সদয়া হইয়ে, সভয়ে সতত দেখ মা অভয়ে,
আনন্দিত মনে ডাকিব বদনে, কালিকা কালবারিনী ॥
দেখিব সতত, শিব শিবদারা, কালিকা কলি কলুষ হরা
হৃদে ভবদারা, ভবারাধ্যতারা, বল নৃসিংহ বিপদ নাশিনী
॥ ১২৯ ॥

সাহানা, ঝাঁপতাল ॥

বিষম বিষয় বিষ অন্তরে প্রবেশি।
করিল অজ্ঞান, মোরে দেখ দেখ এলোকেশী ॥
ক্রমে হ'লাম বিভোর, মায়া বশে নিদ্রা ভোর।
এখন কি উচিৎ তোর, রঙ্গ দেখা মুখে হাসি ॥

বৈষ্ণনাথ তোর পদে, কে মোরে রাখে বিপদে।
নৃসিংহে রাখ তৎপদে, নষ্ট হবে বিষরাশি ॥ ১৩০ ॥

ঝিঝিট, একতালা ॥

হৃদয় মাঝারে বসাব তোমারে, এস মা দৈত্য নাশিনী।
হও মা ক্ষান্ত, হয়েছ শ্রান্ত, কাল কৃতান্ত বারিণী ॥
দাঁড়ায়ে করিছ সতত রণ, দেখিয়া কষ্ট পাই মা বেদন।
হৃদয় আসন করিয়া আসন, শান্তিলভ রণ রঙ্গিনি ॥
পদ ভরে শিব, হয়েছে বিহ্বল, লোকে বলে মিছা পিয়ে হলাহল।
শিবকে রাখহ (তার) হৃদয় ত্যজহ, (হ'য়ে) নিশু হৃদয় বাসিনী ॥ ১৩১ ॥

ঝিঁঝিট, একতালা ॥

ভয় কি শমনে, ডাকরে সঘনে, নিজ বদনে, মা মা বলি।
যাবে কালীধাম, ডাক কালীনাম, কালবারিনী মা মোর কালী ॥
কৃতান্ত-অন্ত কারিনী শ্যামা, নিগুর্ণা সাকারে হন গুণ ধামা।
অতি অনুপমা প্রত্যালীঢ়াবামা, পদে নিশু আশু হওরে অলি ॥ ১৩২ ॥

ভূপালী, কাওয়ালি ॥

দিও না দুর্ম্মতি দনুজ দলনী, ক'রো না কভু মোরে
মায়া পাশে বদ্ধচিত্ত।
অন্তিমে কৃতান্ত করে, রেখ গো জননী ॥
গত দিন মিছা কাজে বিষম বিষয়ে মা,
নিকটে দূতবেশে ভীমবেশে রঙ্গেকাল।
সঙ্গে লবে মোরে তাইমা জানাই তোরে,
অন্তিমে নৃসিংহেরে, অভয় দিও তারিনী ॥ ১৩৩ ॥

গৌরী, একতালা।

দেখরে আজি শ্যামা মারে, হৃদয়ে বিরাজ করে।
মুক্তকেশী সুধারাশী, হাসি মুখে পান করে ॥
অনঙ্গে মাতিয়া ল'য়ে পতি, বিপরীত ছলে লভিছে রতি।
সুখস্মের বদনা সতী, আনন্দ মনে বিহরে ॥
আধাব, হৃদয়ে ঊর্দ্ধে বসি, সর্ব্বত্র সমান দেখি যে গতি।
আনন্দে উথলে নৃসিংহের মতি, অনুপম প্রেম ভরে ॥ ১৩৪ ॥

দেশ মিশ্রিত, কাওয়ালি ॥

ত্বং তারা, ত্বং কালী, ত্বং হি সকল।
স্বত্বঃ রজস্তমো রূপ, গুণত্রয় মূল ॥
ত্বংক্ষিতি জল রূপা, অনল অনিল স্বরূপা।
ব্যো'মরূপা ব্যোমাতীতা, তুরীয় কেবল ॥

মায়ারূপা মায়াতীতা, আদি কারণী ভূতা।
অবিনাশী বিশ্বমাতা, নৃসিংহের সম্বল ॥ ১৩৫ ॥

আলেয়া, আড়া ॥

কিরূপ শ্যামার, দেখিবে শব উপরে।
কালরূপে বিধু নিন্দি, অজ্ঞান তিমির হরে ॥
কালহরা কালে ল'য়ে, আসব পানে মাতিয়ে।
ক্রীড়া করে কৌতুহলে, বিপরীত বিহারে ॥
ভ্রুকুটী ভীষণ ভাব, অথচ সদয় স্বভাব।
ভাবাতীতা ভাবে নিগুর, হৃদে সদা বিহরে ॥ ১৩৬

মহ্লার, তেওরা

সদয় হইয়া তারা, মোরে তার এইবার।
তবেত জানিব, মহিমা তোমার ॥
শুনি, ভবে তুমি সার, জীবে কর পার।
স্বগুণে কলুষ হর, ভবে যাতায়াত বার,
ভজন সাধন হীন, ভবে অতিদীন,
নৃসিংহ কাতরে শিবে, অন্তিমে কাল নিবার ॥ ১৩৭

বসন্ত বাহার, পঞ্চম সোয়ারী ॥

কিঙ্করে শঙ্করি ভবে, রক্ষ শিবে এইবার।
মা বিনে তারিণী আমি, কারে আর দিব ভার ॥

কুসন্তানে সুসন্তানে, কভু ভেদ নাহি মনে,
ইহা চিন্তি মনে মনে, ডাকি তোরে বার বার ॥
নিজ গুণে কর পার, অধিকারি বলব আর,
নৃসিংহ কাতরে শিবে, তুমি যাতায়াত হর ॥ ১৩৮ ॥

মূলতান, আড়া ॥

দেখিব তারিণি তব, মহিমা কেমন ।
আসিবে নিতান্ত যবে, নিকটে শমন ॥
কাল বারিনী নাম ধর, কালে বারণ কি না কর ।
জানিব প্রত্যক্ষে এবার, না রবে শিবে গোপন ॥
সাধনাদি নাহি জানি, কেবল মাত্র এই জানি,
নিস্তুর ভব পার তরণী, মা তোমার শ্রীচরণ ॥ ১৩৯ ।

মূলতান, আড়া ॥

কবেরে হইবে মম, মানস স্ববশ ।
রসনা লভিবে কবে, তারা নাম রস ॥
কর কবে ধীর ভাবে, কালিকা নাম জপিবে ।
নয়ন রূপ দেখিবে, শ্রবণে কলুষ ॥
হৃদয় মিলিয়া প্রাণে, সঁপিবে রে শ্রীচরণে,
লভিবে কি সে সুদিনে, জীবেনে নৃসিংহ দাস ॥ ১৪০

বাগীশ্বরী, আড়াঠেকা ।।

এখন রহিলে জীব, ভবে কেন অচেতন ।
মায়া নিদ্রা ত্যজি আশু, জাগিতে কর যতন ॥

তবারাধ্যা কুণ্ডলিনী, নিদ্রাগতা দিন যামিনী।
সত্বরেতে কর তাঁরে, হুঁকারেতে প্রবোধিণী॥
বিন্দুরূপ পরম শিবে, সমর্পন কর ভবে।
যোগামৃত রসে এবে, নিশু আশু হও মগন॥ ১৪১ ॥

মূলতান, আড়া॥

দেখি একি দুর্ম্মতি।
সতত লোলুপ চিত, কলুষ কুরস প্রতি॥
বিষয় আসব পানে, মত্ত থাকি রিপুসনে।
প্রবৃত্তি রমনী পানে, আকৃষ্ট যে মোরমতি॥
বাড়িতেছে ক্রমে আশা, ধনজন আদি তৃষা।
দেখিবে অন্তিমে নিশু, কাল এলে কি দুর্গতি॥ ১৪২ ॥

মেঘ, একতালা॥

কেমনে হইবে, এ ভব পার, বলরে মম, মানস অবশ।
কেবল সংসারে অনিত্য অসারে, চিন্তিলে বৃথা ধন জন যশ
না চিন্তিলে ভবে ভব তারিণী, বিষম বিষয় বিবশ।
(এখন) সকলই রহিল, কৃতান্ত আইল,
কালীনাম জপ, নৃসিংহ দাস॥ ১৪৩ ॥

মল্লার, আড়া॥

নিতান্ত ভব সাগরে, ডুবে মা দেহ তরণী।
নিস্তার না দেখি দুর্গে, দুরিত দুঃখ হারিণী॥

প্রবল আশা তরঙ্গ, রিপুছয় হয় কুসঙ্গ।
কুমতি কুপথে সদা, লয়ে যায় জননী ॥
এ'কে জীর্ণ দেহ তরী, কলুষ ভারে অতি ভারী।
নৃসিংহে রক্ষ শঙ্করি, অভয় পদ প্রদানি ॥ ১৪৪ ॥

মল্লার, আড়া ॥

গেল মা দিন আমার, অসার বৃথা ক্রিয়াতে।
তব মায়া মুগ্ধ হয়ে, প্রপঞ্চ মরজগতে ॥
তব মায়া বিচিত্র, জড়িত মা অহংতত্ত্ব।
ঘটায় মহা অনর্থ, পরমার্থ ভুলি যাতে ॥
বাসনা মোর বলবতী, অলিক সংসার প্রতি।
কি হবে মা নিগুর গতি, আশু রক্ষ দয়াতে ॥ ১৪৫ ॥

খাম্বাজ, একতালা ॥

এ জগতী তলে, শিশুগণ খেলে,
সদানন্দে রয়, হইয়া বিভোর।
সুখ দুঃখ ভাব, সতত অভাব,
কেবল স্বভাব, চাহে মাতৃক্রোড় ॥
অহঙ্কার-আদি নাহিক তাহার,
রিপুমত্ত চিত্ত নহে একবার।
পীযূষ কারণে অস্ফুট রোদনে,
মাতৃসন্নিধান যাচে বার বার ॥

এ সুন্দর ভাব বিচারিয়া নিত্ত,
আনন্দে মাতিয়া হও রে শিশু আশু।
রিপু সংহারিয়া, পীযূষে মজিয়া,
মাতৃক্রোড়ে সুখে থাক রে এবার॥ ১৪৬ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ, একতালা ॥

খেলে সুখে শিশু, নাহি জানে আশু,
বয়ঃবৃদ্ধি পরে, ভবের কি যাতনা ॥
সদানন্দ ভাব, হইবে অভাব,
(হবে) অভাব পূরাতে, অসীম কামনা ॥
না র'বে সস্মিত, সদা মুখ শশী,
চিন্তার ভ্রূকুটি বিদ্ধ রাশি রাশি।
অহমিতি মমেতি, সতত এ রীতি,
অবিদ্যা প্রভাবে, হবে রে ভাবনা ॥
কাম আদি রিপু, মুগ্ধ হবে মন,
বিষয়ে আসক্তি, হবে অনুক্ষণ।
না পূরিবে আশা, সতত পিপাসা,
শান্তি সুখ লাভ, না হবে কখন ॥
নশ্বর অস্থির বিষয় জীবন,
না চিন্তিলে মনে জীবনে কখন।
মায়ের প্রভাবে, মুগ্ধ হয়ে রবে,
দেখ্ নিত্ত কেমন তারার ছলনা ॥ ১৪৭ ॥

খাম্বাজ, একতালা ॥

সহে না যাতনা, ওমা শবাসনা,
সংহর বাসনা, অসীম ভবেতে।
বিষয় পিপাসা, অর্থলুব্ধ আশা,
বিনাশি স্বপদে রাখ মা কৃপাতে ॥
আশু তোষ মোরে, আশুতোষ দারা,
রিপু নাশি কৃপা প্রকাশ গো তারা।
অবিদ্যা তিমিরে বিনাশি অচিরে,
মহাবিদ্যারূপে বিহর হৃদেতে ॥
কর্ম্মরজ্জুচ্ছেদ কর মা সত্বর,
জ্ঞানের কুঠারে আশু কর দূর।
নৃসিংহেরে ভক্তি, দেও মা শিবশক্তি,
আস্‌বে ক্রমে মুক্তি আপনি করেতে ॥ ১৪৮ ॥

আলেয়া, আড়াঠেকা ॥

কেন রে মম মানস,
সুখ ভ্রমে ভুলিলে।
না চিন্তিয়া তারাপদ,
অবিদ্যা মোহে মজিলে ॥
মিছা চাকচিক্যময়, হেরি সুখ কেন হয়,
বিষয় কভু সত্য নয়, অনিত্য রে সর্ব্বকালে ॥
ধন জন ভাব সার, অন্তকালে হয় রে কে কার।
নিশু কেন বারংবার, ভুলবে জগতী তলে ॥ ১৪৯ ॥

আলেয়া, আড়া ॥

দুর্গে দুখ সহে না ত আর।
দুর্গমে পতিত দুর্গে, দুর্গতি নাশ এবার ॥
আজন্ম মানস কত, দুরিত পথেতে গত।
কভু না হয় অনুগত, বিপরীত মত তার ॥
না বুঝিল মম চিত, সদসৎ হিতাহিত।
নৃসিংহ হ'লো পতিত,
পতিত পাবনী তারা (এখন) ॥ ১৫০ ॥

পূরবী, একতালা ॥

কেশরী উপরে বিহরে দেখরে, কৃশানুরূপিণী বালার্ক-বরণী।
যোগীন্দ্র বন্দিনী কবীন্দ্রমর্দিনী, মশঙ্করঙ্কিণী শশাঙ্কধারিণী ॥
সাধকহৃদয় সরসী নীরে, চরণপঙ্কজ প্রফুল্লিত করে।
তা-ইতে নখরে, দেখ প্রভা করে, প্রভাকরি সদা তিমিরহারিণী ॥
আয়ুধ শঙ্খ চক্র ধনুঃশর, চতুর্ভুজে মায়ের সদা শোভাকর।
নাগোপবীত গলেতে সুন্দর, বিচিত্র বসনা হের ত্রিনয়নী ॥
দুরারাধ্যা অতি ব্রহ্মরূপা শক্তি, সাধকবন্দিনী দেখ জগদ্ধাত্রী।
সানন্দে নৃসিংহ করয়ে ভক্তি, অন্তে মুক্তি হয় রে সঙ্গিনী ॥ ১৫১ ॥

আগমনী।

সুরট মল্লার ; একতালা ॥

তাই মা আসিতে বিলম্ব হয়।
পিতার গৃহেতে, তোমারে পাঠাতে, শিবের বড় ভয় ॥

শুনেছ সপত্নি ছিল যে সতী, পিতৃগৃহে গিয়ে হয়েছে দুর্গতি।
সেই ভয়ে অতি, ভীত পশুপতি, তোমারে পাঠাতে শঙ্কিত হয়॥
ভুলি নাই মা তোদের দয়া মায়া, সে মায়ায় গঠিত,
তোমার এই কায়া।
সতত স্মরিয়া কাঁদে মোর হিয়া, না পাই চিন্তিয়া কি উপায়॥
কত কষ্টে বুঝাইয়া সে মহেশে, প্রতি সংবৎসরে আনি এই দেশে।
তবু মা অশেষে দোষী কার দোষে, সকলই নৃসিংহের কপালে
ঘটায়॥ ১৫২॥

গৌরী, একতালা॥

ভুলে ছিলি হরের ঘরে,
তো বিনা মা তারা, চক্ষে বারি ধারা,
তারা কারা ধারা, সতত নিঃসরে॥
চলৎশক্তি হীন, পিতা তোর অচল,
কেমনে মা উমা, ভুলে ছিলি বল,
নাহি দয়া মায়া, তোর ও মহামায়া,
তোরই মায়াবশে, কাঁদি যে অন্তরে॥
এক দুই করি গণি আমি দিন,
সংবৎসর মধ্যে মাত্র তিন দিন।
বিলম্ব তাহাতে হইলে কি মতে,
এ পাষাণ প্রাণে ধৈর্য্য বল ধরে॥ ১৫৩॥

ভৈরব, একতালা॥

কেন নিরানন্দে, পরম আনন্দে,
আনন্দময়ীরে হেরে।

দেখ রে নয়নে এসেছেন ভবনে,
ভবারাধ্য পদ যাঁর ॥
বৃথা দুখ তাপ তুমি ভুল রে এক্ষণে,
সঁপ রে সকল মায়ের চরণে।
দুর্গতিনাশিনী বল রে বদনে,
আনন্দে মাতিয়া দেখ ॥
রক্ত কোকনদ সম মাতৃপদ,
হৃদয়ে আঁকিয়া রাখ।
জবা বিল্বদল দেও রে শ্রীপদে,
নৃসিংহ কি কর ॥ ১৫৪ ॥

ভৈরবী, একতালা ॥

গেল দুখের দিন, আইল সুদিন, দীনহীনের ঘরে মা আইল।
নিরানন্দ ভাব হইল অভাব, আনন্দে হৃদয় প্রফুল্ল হইল ॥
দশভুজা রূপে আলোক করিয়া, সাধক বাঞ্ছিত সিংহে আরোহিয়া
অভক্তে সুদিনে কৃপা প্রকাশিয়া, দয়াময়ী রূপে দাঁড়াল ॥
দুখ তাপ আদি সব গেল দূরে, দুর্গতিনাশিনী দুর্গারূপ হেরে।
কর সফল জবা বিল্বদলে, দিয়ে শ্রীপদে নিত্য কেবল ॥ ১৫৫ ॥

পূরবী, একতালা ॥

যাবে রে কেমনে ভাব মনে মনে, বিষম দুর্গম সেই সহস্রারে।
ষট্‌চক্র দ্বার হবে কিসে পার, অজ্ঞান মানস ভাব একবার ॥

আঁধার পৃথিবী দ্বারেতে সাপিনী, প্রহরী যে সদা দিবস রজনী।
অপার বারিধি বেড়ি নিরবধি, রয়েছে যে সদা স্বাধিষ্ঠানপুরে ॥
অগ্নিময় দুর্গে বেড়া নিরন্তর, সতত দেখ রে চক্র মণিপুর।
অনাহতপুরে কে যাবে সুস্থিরে, পূর্ণ দেখি সদা অস্থির সমীরে ॥
বিশুদ্ধাখ্য চক্রে নাহি রে আশ্রয়, আকাশ স্বরূপে সদা শূন্যময়।
পরম আকাশে আজ্ঞাচক্র দেশে, কেমনে এড়াবে ভাব রে সত্বরে ॥
শ্রীগুরু চিন্তিয়া চল রে বিবশ, সোহংযানে উঠি রে নৃসিংহ দাস।
তত্ত্বময়ি ভাব ধরিয়া স্বভাব, ত্যজি দ্বৈত ভাব চল সেই পুরে ॥ ১৫৬ ॥

খাম্বাজ, একতালা ॥

গেল ক্রমে দিন, আয়ু হ'লো ক্ষীণ, এ ভবে বিভব বাসনা সংহর।
নয়ন রঞ্জন, বৃথা ধন জন, ফুরালে জীবন কি রবে তোমার ॥
এ সংসার মাঝে, সকলি অসার, বৃথা চাকচিক্যে পূর্ণ একাকার।
ধ্বংস হবে সব, না রবে গৌরব, জানিবে তখন সকলই নশ্বর ॥
তাই বলি এবে সময় থাকিতে, প্রবৃত্তি রহিত হইয়া ভবেতে।
কালী কালী বল ঘুচিবে জঞ্জাল, নিশু কাল কেন বিফলে হর ॥১৫৭॥

মূলতান, আড়া ॥

কাতরে করুণা কর, কামাশুক কামিনী।
কালকৃত কলুষেতে, ক্লিষ্ট প্রায় কাঁপে প্রাণী ॥
কুমতি কুক্রিয়া বশে, কুভাবেতে কর্ম্মভূমে।
কষিত কাঞ্চনে ফেলি, কপাল ক্রমে কাঁচ কিনি ॥

কামজ কামনা করি, কত কর্ম্ম ক্রিয়া করি।
কৃতান্তে কিসে নিবারি, কহ মা কালবারিণী ॥
কর্ণে শুনি কালাকালে, কাতরে কর মা কোলে।
কিঙ্কর নৃসিংহে কৃপা, কর কর কাত্যায়নী ॥ ১৫৮ ॥

আলেয়া, আড়া ॥

বাসনা আমার মা।
এ ভব মাঝেতে পুন, না আসি বার বার ॥
এ জন্মে আমার কৃত, সদসৎ হিতাহিত।
কর্ম্ম যেন হয় মাতঃ, তোমার পদ সেবায় ॥
অসার কুচিন্তা মোর, হয় যেন ধ্যান চোর।
অন্তে তব পাদে নিত্ত, যেন লয় হয় এবার ॥ ১৫৯ ॥

কালেংড়া, কাওয়ালি ॥

নীল নীরদ বরণা, হের বামা।
নিশানাথ নিন্দিত, নিশাকর বন্দিত।
নিরুপম বিধুবদনা ॥
নভোনিভ কেশজাল, নিরবধি সুবিশাল,
নির্ম্মুক্ত বিলুম্বিত মেদিনী।
নিয়ত অয়ুধ ধরে, নিজপতি হৃদি 'পরে,
বিহরে কে কামিনী ॥
নরশির মালা গলে, নাশে ত্রাশে দৈত্যদলে,
ঘোর আসবে মগনা।

লহলহ জিহ্বা লোল, দন্ত শোভে সুবিপুল,
সুঘোর ঘন অট্টহাসি।
সদা ত্রিনয়নের কোলে, ইরম্মদ যেন খেলে,
কে বিহরে ও রূপসি।
ঐ রূপে হরে কাল, তাই বলি চিরকাল,
কর নৃসিংহ ভাবনা ॥ ১৬০ ॥

পরজ, একতালা ॥

ক'রো না মা ভ্রান্ত। (মোরে)
আসিয়ে ভবেতে, তোমার মায়াতে,
মোহিত আছি একান্ত ॥
গতায়াত ভবে করি বারংবার, না ঘুচে কভু অবিদ্যা আঁধার।
যাতনা সহে না, ওমা শবাসনা, স্ব বাসনা ক্রমে, ভ্রমি নিতান্ত ॥
রিপু বশে সদা মম মতি ধায়, তব কৃপা বিনে নাহিক উপায়।
ধরি রাঙ্গা পায়, রাখ রাঙ্গা পায়, নৃসিংহে না লয়, শেষে
কৃতান্ত (যেন) ॥ ১৬১ ॥

বেহাগ, একতালা ॥

মাতঃ করুণা প্রকাশি, বিনাশ অবিদ্যা রাশি।
এসে ভূমণ্ডলে, যদিচ তারিণী, আত্মগতি কথা, কখনও ভাবিনী।
কিন্তু আশা করি, তব নামে তরি, ঘুচাব এ ভব যাতনা রাশি ॥
যেদিন কৃতান্ত লইবে সবলে, সেদিন কেমনে রবি মা তুই ভুলে।
মা হ'য়ে সন্তানে, ত্যজিবি কেমনে, নৃসিংহ ভরসা এই
এলোকেশি ॥ ১৬২ ॥

পূরবী, একতালা ॥

কেবলমাত্র আশা, ভবের ভরসা, ভবের ভরসা ও রাঙ্গা চরণ।
কিছু নাই আর, সম্বল আমার, চরমে ও পদ, কর বিতরণ ॥
ভব মায়ামুগ্ধ আছি চিরকাল, তব ইচ্ছায় ভ্রমি, গত মা ত্রিকাল।
সম্মুখেতে কাল আইল করাল, কাল বারিণি, কর কাল বারণ ॥
যা করাও মা তুমি তাই করি আমি, ভবে বল কিসে, হলাম
কুপথগামী।
সে সব না দেখি, স্বগুণে তারিণী, নৃসিংহের বন্ধন, কর মা
মোচন ॥ ১৬৩ ॥

আলেয়া, আড়াঠেকা ॥

কর মোরে পার।
দুস্তর ভব জলধি, দেখি মা অপার ॥
মায়ামত্ত রঙ্গ ঘোর, অজ্ঞান তিমির ঘোর।
কুআশা কুয়াশা ঘোর, সমাচ্ছন্ন নিরন্তর ॥
সর্দা প্রবৃত্তি সমীর, বহিতেছে সুঅধীর।
নৃসিংহের মতি স্থির, কভু নহে একবার ॥ ১৬৪ ॥

বেহাগ, আড়াঠেকা ॥

আর না দিও যাতনা।
বারংবার গতায়াত, এ ভবে সহে না ॥
অভয়ে করুণা কর, অজ্ঞানতা দূর কর।
বৃথা কামনা সংহর, হর দুঃখ বিড়ম্বনা ॥

এ জন্ম বিফলে গেল, সম্মুখে আসিল কাল।
নৃসিংহে রক্ষিতে শিবে, এই আমার প্রার্থনা ॥ ১৬৫

কালেংড়া, কাওয়ালি ॥

নিকটে বিকট শমন দেখ মন।
অতিশয় ভাব ভীষণ ॥
কুটিল কটাক্ষে চায়, হেরে অঙ্গ শিহরয়।
দুরন্ত নির্ম্মম বড় কঠিন ॥
আজন্ম বলিলাম মন, কর উপায় কাল বারণ।
শেষের সে দিন বিষম ॥
যেদিন আসবে কাল, ভিখারি কি হও ভূপাল,
নিস্তার নাহিক সেদিন ॥
নৃসিংহ ভাব রে ভাই, কালী বিনা গতি নাই,
ভরসা সে রাঙ্গা চরণ ॥ ১৬৬ ॥

সিন্ধু, মধ্যমান ॥

পড়েছি বিপদে বড়, রাখ রাঙ্গা চরণে।
দেখ দেখ লয়ে যায়, কেশে বাঁধি শমনে ॥
আজন্ম মম মানস, হয়নি কভু স্ববশ।
বিষয় লোভে বিবশ, তব মায়া মোহনে ॥
এক্ষণে নাহি উপায়, স্বগুণে রাখ রাঙ্গা পায়।
নৃসিংহ যেন না যায়, শমন সদনে ॥ ১৬৭ ॥

প্রসাদী সুর ॥

দেখছ মা কি খেলা ! (তারা)
ওমা তোর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, করি তোরে অবহেলা ॥
আমার আমার ভবে আমি, কেবল হলাম কুপথগামী ॥
তোমার কর্ম্ম কর তুমি, আমার কেবল জ্বালা ॥
যা করার তা খুব করেছ, আর উচিৎ নয় ছলা ।
যেন ঐ রাঙ্গা পায় পেয়ে নিশু, এড়ায় ভবের জ্বালা ॥ ১৬৮ ॥

ঝিঁঝিট, একতালা ॥

বিসরি ত্রাস, শমন বাস, কেন রে মানস মজ্জলে ।
ভীমবেশ, করাল রোষ, কেমনে বল যে ভুলিলে ॥
জান না কি তুমি শমন আচার, নিতান্ত কঠোর ব্যবহার তার ।
রঙ্গ ভঙ্গে লয় সে সঙ্গে, ভবে অনঙ্গে কেন মজিলে ॥
অদ্যাবধি ভবে হও সাবধান, না ছুঁবে অন্তিমে শমন কৃপাণ,
কালী কালী বল, কি করিবে কাল, নিশু বৃথা কেন কাল
হরিলে ॥ ১৬৯ ॥

পূরবী, একতালা ॥

হলে জ্ঞানোদয়, ভবে অর্দ্ধোদয়, যোগস্নানে বটে, হবেরে ফল ।
নতুবা তাহাতে সাফল্য কি মতে, জ্ঞান ভিন্ন জীবের সকলি বিফল ॥
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম, অবিনা সম্বন্ধ, এক ভিন্ন অপর, সকলি বন্ধ ।
থাকলে ভক্তি বটে, মন্দাকিনী তটে, অনুবন্ধ ক্রমে স্নানে হবে ফল ॥

কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান সকলই অভাব, জীবের কেমনে হবে পুণ্যভাব।
গড্ডালিকা ন্যায়, যদি স্নানে যায়, গঙ্গাকৃপা বিনা উপায় কি বল॥
অকৃতি নৃসিংহে হে শিবমোহিনী, ত্রিপথ বিহীনে ত্রিপথ গামিনী।
যদি কর দয়া তবে তন্নাম স্মরিয়া, স্নান করি লভি,

অন্তিম সম্বল॥ ১৭০॥

ককুভ, ঠুংরী॥

পরিনাম স্মরি, হরি নাম কর।
অন্তে না লয় যেন, কৃতান্ত চর॥

ভবে কি ফল, বিফল বিষয় সেবায়, কালে ধ্বংস হলে, চিহ্নমাত্র না রয়।
এ হেন বিষয়ে প্রমত্ত না হয়ে, গুরুদৃষ্ট পথে, অচেত অগ্রসর॥
এবে সময় থাকিতে ও-মন পামর, হৃদে চিন্তরে সতত শ্যাম নটবর॥
মুখে বল সদা, রাধা কৃষ্ণ রাধা, কেন নিত্য তুমি কাল বৃথা হর॥ ১৭১॥

(এই) নেমা তোর পতিত জমি।
(আমি) চাইনে রেয়াত চাইনে কমি॥

যত আগম নিগম আইনেতে, জেনেছি সব তোর বেনামী।
মায়াজাল পাট্টাতে আমার সাথে, কর তুমি সেয়ান ভূমি॥
বাঁকী বকেয়ার না পাই সাধ্যস্ত, তাতে বন্দোবস্ত নয় কায়েমী
(আবার) ভয়ে সশব্যস্ত দেখে তোমার, তহশীলদারের জোর

তুমি কত পতিত কর উঠিত, (তাই) নাম ধর পতিত পাবনী।
আমার কি সাধ্য তাই করব উঠিত, আমারই স্থিত পাইনে আমি ॥
খোদ নৃসিংহ কয় এই মনে ভয়, (ওমা) পাছে আমার হয় বদনামি।
(এবার) জমি খাসে এলে খুসী মনে, আমায় বিদায় দাও মা
তুমি ॥ ১৭২।

(বলি) হোক না কেন পতিত জমি।
(বল) কে দেয় রেয়াত, কে নেয় কমি ॥

যত আগম নিগম দেখে শুনে, স্থির হয়েছে তোর বেনামী।
(মা তুমি) আমার মাঝে আমি সেজে, তোমার মায়ায় বাঁধা তুমি ॥
(বল) বাকী বকেয়া কি থাকে তার, ও যার সর্ব্বস্ব-সার শ্যামা তুমি।
(তোমার) খাস তহশীলে হাসিল সেজে, তহশীলদারের নই আসামী ॥
(ও তোর) উঠিত পতিত ধোকার কথা, কর্ম্মডোরের মূল বাঁধনি।
(আপনার) স্থিত না মেনে পৃথক জেনে, সকল গোল বাধাও মা তুমি ॥
(তাই) নৃসিংহ কয় ভ্রম কেন রয়, ছাড় শ্যামা সেয়ান তুমি।
(তোমার) খাসের জমি খাসেই আছে, (এখন) ঘুচিয়ে নেমা
আমি তুমি ॥ ১৭৩ ॥

পূরবী, আড়া ॥

কিছু নাই সম্বল আমার, কি দিব মা উপহার।
কেবল মাত্র আছে মন, দিলাম তা পদে তোমার

মনকে সদা রেখ পাশে, যেন না যায় আসে পাশে।
অস্থির মানসে দিয়ে, সুস্থির নহি, একবার ॥
কঠিন মন সদা লেগে, ব্যথা যদি হয় পদে,
নিত্যকে দেখাইও পদ, উপায় বলে দিবে তার ॥ ১৭৪ ॥

আলেয়া, একতালা ॥

শিবে কর পরিত্রাণ (ভবে)।
ভয়াল তাম্রজ ভয়ে, ভীত অতি মম প্রাণ ॥
সদয় হয়ে অভয়ে, প্রদানি মোরে অভয়।
অকূল ভবাব্ধী নীরে, কর মোরে কূল দান ॥
সতত সাধন মগ্ন, যে জন এ ভব মাঝে।
তোমার মহত্ত্ব নাইক, তারে তব পদ দিলে,
জ্ঞানহীন জনে, দিলে মা চরণ,
হয় জগতে তব দয়ার প্রচার ॥
গেলত ত্রিকাল বিফল ক্রিয়াতে, দেখি অন্তকাল আইল ক্রমেতে।
রাখ মা পদেতে নৃসিংহে দয়াতে, মায়াজাল হতে করিয়া ত্রাণ ॥ ১৭৫ ॥

ভৈরব, একতালা।

একি দেখি তব ভাব বিপরীত।
কথায় পণ্ডিত, আচারে প্রেত ॥
সোহং আদি গোটা কত বোল, শিখিয়া কেবল করিছ গোল।
লোক ভুলাতে করেছ বিষম ভোল, তব আচার কার নহেরে জ্ঞাত ॥

মিছা আড়ম্বর, কেন রে বৃথা, ইচ্ছা থাকে নাম জপ সর্ব্বদা।
শুন নিশু মোর এ সৎ কথা, নতুবা কেবল চর্ব্বণ চর্চ্চিত ॥ ১৭৬ ॥

গৌড়ী, কাওয়ালি ॥

ভোলানাথ আশুতোষ দিগম্বর।
ত্রিতাপ নাশন মহাদেব যোগীবর ॥
গঙ্গাধর মহাকাল কালহর, বৃষভাসন ত্রিশূলধারণ মনোহারী জটাধর ॥
শিরে শশী শোভন, সনক সনাতন বন্দিত চরণ।
অধম নৃসিংহে ভবে পার কর ॥ ১৭৭ ॥

গৌড়সারঙ্গ, ঢিমে তেতালা ॥

জীব! অন্তিম সময়ে কি হবে?
রলে সতত উন্মত্ত ঘোর বিষয় আসবে।
আজন্ম মায়া প্রভাবে, মুগ্ধ ভাবে আছ!
মত্ত মিছা গৌরবে, রবে কি তোমার যবে, কটাক্ষে হেরিবে।
যাদের ভাব আপন, নহে কভু আপন,
ধনপুত্র পরিজন, রবে সকলে পড়িয়ে, মুগ্ধ কেন ভবে।
মায়ামোহ পরিহর, কালান্তরে চিন্তা কর,
গুরুপদ সদা স্মর, হবে সকলি সফল নিশু এড়াইবে ভবে ॥ ১৭৮ ॥

আলেয়া, একতালা ॥

ক্রমে মজিলাম। (আমি)
এ ভব মাঝারে, বৃথা জন্মিলাম। (হায়)

আত্মগতি কথা, না ভাবি সর্ব্বথা, বৃথা কাজে মোজে দিন কাটালাম।
না ভাবিলাম কভু, পারের ভাবনা, সদা করি ভবে বিভব বাসনা।
নশ্বর সকলি এ জ্ঞান হ'লো না, মিছা ভ্রমে ভ্রান্ত হয়ে ভুলিলাম ॥
না করিলাম ভবে অন্তিম উপায়, কেমনে তরিবে সে করাল কায়,
রাখ মা স্বগুণে স্বীয় রাঙ্গা পায়, নৃসিংহেরে ভবে তোমারে
দিলাম ॥ ১৭৯ ॥

আলেয়া, একতালা ॥

এ কোন বিচার। (তারা)
সহে না সহে না এত অবিচার।

এই মর ভূমণ্ডলে, অস্থায়ী সকলে, কেবল স্থায়ী আত্ম যাতনা অপার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র গ্রহতারাগণ, প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড শশাঙ্ক তপন।
ক্ষিত্যপস্তেজঃ তথা মরুদ্ব্যোম, এ মরজগতে কেহ না অমর ॥
পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকল, জান্তব পার্থিব মানবমণ্ডল।
এ মহীমণ্ডলে ক্ষণস্থায়ী সব, কেবল নৃসিংহের যাতনা অমর ॥ ১৮০ ॥

মল্লার, আড়াঠেকা ॥

ভাবনা ঘোর তিমিরে, হৃদাকাশ ব্যাপিল।
জ্ঞানসূর্য্য ক্রমে ক্রমে, অস্তমিত হইল ॥
ভক্তি কিরণ গেছে যার, কর্ম্মপ্রভা নাই অন্তরে।
নিতান্ত জীবাত্মা পান্থ, মহাঘোরে পড়িল ॥
গন্তব্যস্থান বহু দূরে, নিজ পরমাত্মা-পুরে।
ভ্রান্ত হয়ে লক্ষ্য স্থিরে, নিশু এবার মজিল ॥ ১৮১ ॥

পূরবী, একতালা ॥

এ জগতে শ্রেষ্ঠ, হয়রে সবার শ্রেষ্ঠ, মিছা কষ্ট ভুলি, সে চরণ চিন্ত।
তাব নিজে শেষটা, শুন উপদেশটা, দ্বেষটা ত্যজরে, হয়ো না ভ্রান্ত ॥
জানি বটে মন, তুমি পরজ্ঞানী, বিদ্যায় বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বলে মানি।
কিন্তু তুমি বড়ই আত্ম-অভিমানী, অভিমানই পাপের মূল নিতান্ত ॥
আত্মছিদ্র ভুলে, পর ছিদ্র পেলে, কেন তুমি মত্ত বল কৌতুহলে,
কেন কাটাও দিন জীবনে বিফলে, পরমায়ু ক্রমে হতেছে অন্ত ॥
শোনরে নৃসিংহ, শোন উপদেশ, অন্তিমে যাতনা না পাবে বিশেষ।
আপন ইষ্ট স্মর, ছাড় হিংসা দ্বেষ, না পাবে যাতনা ভবে একান্ত ॥১৮২॥

ভৈরব, একতালা ॥

ভবে ভাব ভবিষ্যত।
ভীষণ ভবিষ্যত স্মৃত নিতান্ত আগত।
বর্ত্তমানে ভুলি, সুখ ভ্রমে বলি, মনে কি হয় অতীত।
অতীতে প্রতীতি, কভু ত হ'ল না, মনে ভাব মিছা, শাস্ত্রের কল্পনা।
পারত্রিক প্রতি তদ্রূপ ধারণা, মায়াবশে বিচলিত ॥
ভাব মৃত্যু মুক্তি হয় ভব মাঝে, তদুদ্দেশে আর কাজ কি অন্য কাজে।
প্রকৃতি নিয়মে অবশ্য অন্তিমে, হবে অধিকৃত ॥
এ ভাবনা মিছা অবশ্য তোমায়, এ মর্ত্তজগতে মরে আপামর,
মৃত্যু মুক্তি হলে, লভে ত সকলে, কেহ না ইচ্ছুক হ'ত ॥ ১৮৩ ॥

পূরবী, একতালা ॥

কৌশিক বসন, সদা পরিধান, করিলে না পায় শ্যামার চরণ!
নামিলে সুবেশে শ্যামা বরং রোষে, শুনরে পামর মানস অজ্ঞান ॥

সদা কর তুমি রুদ্রাক্ষ ধারণ, শ্মশ্রুগুম্ফ শোভে তোমার বদন।
সুরক্ত চন্দন ললাটে শোভন, শোভা জন্য নহে ইহার বিধান॥
সদাচারের জন্য শাস্ত্রের বিধান, যদি থাকে ব্রহ্মজ্ঞান বর্ত্তমান।
সে জ্ঞান অভাব, শোভার প্রভাব, যেহেতু তোমাতে দেখি বিদ্যমান॥
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মে হ'ক অধিকার, তখন করিহ, এ সব আচার।
নৃসিংহ পামর, বলি বারংবার, না ধর কখন শরীর শোভন॥ ১৮৪॥

সিন্ধু, একতালা॥

প্রসীদ চিন্ময় হে!
অব্যক্ত পরমাত্মা, কে জানে তোমায়? (বল)
তত্ত্বাতীত পরতত্ত্ব কেবল শব্দ তন্মাত্র,
গুণাতীত সত্তাযুক্ত, জীবাত্মা আলয়॥
তুরীয় তথা নিষ্কল, স্বয়ম্ভু শিব সকল,
অদ্বৈত পরম ব্রহ্ম, হে আনন্দময়॥
অখণ্ড স্বরূপ কাল, স্থুল সূক্ষ্মময় বিশাল,
ত্বমেব চৈতন্যরূপী, নৃসিংহ আশ্রয়॥ ১৮৫॥

মূলতান, একতালা॥

কালী কূলাও অকূলে!
ক্রমে ডুবিছে দেহ তরণী, এ ভব জলধি জলে॥
আবৃত অবিদ্যা জলদ আঁধারে, আশাবায়ু বেগে বহিছে অন্তরে।
মায়ার তুফানে, পড়ি দিনে দিনে, গন্তব্য গিয়াছি ভুলে॥

গেলে কোন পথে, কিরূপ উপায়ে,
পৌঁছিব নির্ব্বিঘ্নে আনন্দে ঐ পারে।
না পারি চিন্তিতে, এসে মধ্য পথে,
মজিল নৃসিংহ দুষ্কৃতি ফলে ॥ ১৮৬ ॥

ভৈরব, একতালা ॥

নিকটে সবার, প্রার্থনা আমার, প্রসন্ন অন্তরে, দেও হে বিদায় ॥ ('সবে)
হলো দিন দিন, ভবে আয়ু ক্ষীণ, নাহিক নিশ্চয়, কবে কালে লয় ॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি, গ্রামবাসীগণ, যে আছ যেখানে, পরিচিত জন।
করিয়া মিনতি, চাই সবার প্রতি, অভাগার দুর্নীতি, ক্ষম এ যাত্রায় ॥
আত্মীয় সমীপে, এই ভিক্ষা মোর, ভুলিয়া মদীয়, স্বভাব কঠোর।
মিলিয়া সকলে, কালী কালী বলে, নৃসিংহে অন্তিমে, সঁপিও
গঙ্গায় ॥ ১৮৭ ॥

আড়া ॥

বল মাগো মহামায়া, এই কি তোমার মায়া,
কেমনে পালালে বল, সন্তানে ভুলিয়া ॥
দুর্ভাগ্য মোরা সকলে, ছিলাম ভবে তোমার বলে।
গেলে মা তুমি ছলে নিষ্ঠুর হইয়া ॥
তুমিত আদর্শ মায়া, কেন হ'লে কঠিন হিয়া,
কোথা গেল দয়াময়ি, বল মা তোর দয়া ॥ ১৮৮ ॥

মূলতান, একতালা ॥

শ্যামা সাধন সাধ মন।
সাধিলে সে পদ, নাহি যাবে জীব, অন্তে শমন সদন ॥
সানন্দে স্বচ্ছন্দে শ্যামারূপ আঁক, শয়নে স্বপনে, শ্যামারূপ দেখ।
স্মরণ মনন, শ্যামা সঙ্কীর্ত্তন, কর অনুক্ষণ ॥
শ্যামাময় সংসারে, শ্যামাময় সকল, শ্যামানন্দে সদা, মজরে কেবল।
সকলি অনিত্য, শ্যামা মা মোর সত্য, নিত্য নিরঞ্জন ॥
শ্যামাপদে সদা, নৃসিংহ মানস, মজিয়া থাকরে, হইয়া স্ববশ।
তোমায় শ্যামায়, অভেদ আত্মায়, অভেদ ঘটন, হেরিব কখন ॥ ১৮৯ ॥

মূলতান, একতালা ॥

প্রার্থনা শ্রীপদে। (ওমা)
বিতরি করুণা, কাতর সন্তানে, রাখ স্বপদে ॥
কত অপরাধে, অপরাধী আমি, সর্ব্বান্তর্যামিনী জান মা ত তুমি।
সম্প্রতি স্বগুণে অকৃতি অধমে, ক্ষম অপরাধে ॥
নৃসিংহ বাসনা, শুন শবাসনা, সম্প্রতি সর্ব্বাণি করিয়া করুণা।
দীর্ঘজীবি করি রাখ মা শঙ্করি, গিরিজা জ্ঞানদা প্রসাদে ॥ ১৯০ ॥

খাম্বাজ, একতালা ॥

বৃথা এসে ভবে, মায়ার প্রভাবে, বিভোর হইয়া, কাল হরিলাম।
নিকট কৃতান্ত, না ভাবি নিতান্ত, নিশ্চিন্ত অন্তরে, সদা রহিলাম ॥
পশ্বাদি পতঙ্গে স্থাবর জঙ্গমে, কীটাম্বু বিহঙ্গে মানব জনমে।
আশী লক্ষ বার আসি লক্ষ্যস্থির, করিতে এ ভবে, নাহি পারিলাম ॥

আমিত্বে মজেছে, মানস আমার, সর্ব্বত্রে প্রভুত্ব, করেছে এবার,
না ভাবি অসার, এ ভব সংসার, নৃসিংহ ভাবিছে, ক্রমে মজিলাম ॥১৯১॥

ঝিঁঝিট, একতালা ॥

মা মা বলে কাঁদব কত ?
ও মা তোর হৃদয় কি কঠিন এত ॥
নাশিতে ছেলের দুর্দ্দশা, কোন্ মায়ে না দেয় ভরসা ?
ঘোচে না মোর এমন দশা, 'মা' থাকিতে তোমার মত ॥
দয়াময়ী বলে তোমায়, এই কি মা দয়ার পরিচয়।
দয়া থাকলে তোমার হৃদে, শিশুর কি দুঃখ হ'ত এত ॥ ১৯২ ॥

সাহানা, ঢিমেতেতালা ॥

হ'লো হ'লো বিষম বিপদ সূচনা, গেল গেল এবে গৌরব ঘোষণা ॥
যাঁহার প্রভাবে ভবে হই এ পরত্রে, সম্মানে নির্ভয়ে মোরা,
ছিলাম সর্ব্বত্রে।
বিধাত্রি নির্ব্বন্ধ বশে, অথবা কি সূত্রে, হারানু হারানু সেই
অদয়া অধুনা ॥
বিফল জনম এবে, বিফল সকল, এ ছার জীবনে বল, কিবা আর ফল ?
যা ছিল ভরসা হৃদে, সকলি নির্ম্মূল, হ'লো রে নৃসিংহের ॥ ১৯৩ ॥

বিভাষ, আড়া ॥

কেমনে জাগাবে তোমায়
বল বল কুণ্ডলিনি।

তারে কি জাগান যায় মা,
যে ছল করি ঘুমায় আপনি ?
তুই জাগ্রত তাই ত আমি, তুই ঘুমুলে সবই তুমি,
না থাকি আর তখন আমি, তোমাতে হই পরিণত ॥ (তখন)
থাকে না ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল, তুই জাগিলে জাগে কেবল।
এমন ঘোরে কেমনে বল, নিদ্রিতা মানসে গনি ॥ (আমি)
যে জাগালে জাগে জগৎ, সে যে আছে নিদ্রাগত,
জগৎকে যে দেয় জাগিয়ে, সে যে সদা ঘুমিয়ে রয় ॥
তোর ছলনায় আত্মহারা,
এ ছলনা কেন আর ?
ছাড় মা ছলনা শ্যামা,
আমায় জাগাও এবার,
আর ঘুমের ভান ক'র না, জাগি জাগাও জাগ গো মা,
নৃসিংহের আয়ু নিশি শেষ হলো ॥ ১৯৪ ॥

সুরট, ঝাঁপতাল ॥

কোন অভিমান ভরে, আছ সদা মুলাধারে,
চৈতন্য রূপিণী শ্যামা, চেতনা হারায়ে ॥
তোমার মানের ভাব দেখিয়ে, ভয়ে ক্ষুদ্র বিন্দু হয়ে,
ত্রিকোণ সরসী নীরে, আছে শিব ডুবিয়ে।
নিস্পন্দ নিষ্ক্রিয় ভাবে আর কত সে বা রবে,
শবাকার হইয়ে এখন জাগিবে সত্বরে শ্যামা ॥

চল শিব মনোরমা, প্রেমানন্দে ভরে আসি,
হংসঃ পীঠে দুয়ে মিলে, প্রেমাবেশে হেলে দুলে,
স্মর রসোল্লাস সুখে, প্রফুল্ল আজ হও মা ॥
নৃসিংহ দাস আশ, সেরূপে সদা বিকাশ,
করিয়া দয়া বিশেষ এ শেষ জীবনে,
লভি মা পরমানন্দ, হেরি তোদের প্রেমানন্দ,
চরমানন্দ কালে রেখ, চরণানন্দ দিয়ে ॥ ১৯৫ ॥

জঙ্গলা, খেমটা ॥

এই কেবল বাসনা শ্যামা, আর কোন বাসনা নাই।
এই কর করুণাময়ী, এবার যেন তোর চরণ পাই ॥
মনে প্রাণে মিলে এবার, যেন তোর চরণে প্রাণ মিশাই।
সংসার সাগরে ফেলে, আর কত দিন রবি ভুলে,
নে মা অভয় কোলে তুলে, সব যাতনা ভুলে যাই ॥
ভয় পেয়ে হ'য়েছি আকুল, চিন্তে নারি কুল অকুল।
একবার ভেঙ্গে দে মা কুলাকুল, স্থূলরূপে তো দেখতে পাই
এ নৃসিংহ নিরানন্দে, মাতাও মাগো প্রেমানন্দে,
প্রেম নিবসে কুলানন্দে, তোর আনন্দ ধামে যাই ॥ ১৯৬ ॥

মহাকাল হৃদে নাচে কে কালবরণী ?
প্রেমাবেশে হেঁসে হেঁসে, স্মররসে উন্মাদিনী ॥

ঢলে ঢলে হেলে দুলে, নাচে পাগলিনী,
স্মর রসে হেসে হেসে, প্রেমাবেশে গায়ে ঘেঁসে নবীনা রমণী ॥
কুলবালা কুলকালী, কুল গরিমা নাশে,
ভাসিছে আনন্দে রঙ্গে রণরঙ্গিনী ॥ ১৯৭ ॥

দশনে লোল রসনা, চাপিছে সতত বামা,
পিয়ে লয়ে সঙ্গিনী ॥
শাণিত কৃপাণ বাম করে, শোভে নরশির
অপর দু করে হেরি, প্রদানে অভয় বব।
সুনীল বরণ ঘটা, বিকাশে বারিদ ছটা,
সাধক চাতক প্রাণে, পুলক প্রদায়িনী ॥
মহারণে মহারথী, রণাঙ্গনে সম্মুখে পেয়ে,
বিপরীত রণ করে, নিতম্ব ঘন কাঁপায়ে।
সমর বিজয় সুখে, হাসিয়া সদা নিরখে,
কুটিল কটাক্ষে, মহাকাল কামিনী ॥
শবত্ব বিনাশী হেরি, শিবত্ব সম্পদ দিয়ে,
শবাসনে আজি দেখ শ্যামা, শত সূর্য্য সম তেজে
কি চারু চরণ শোভা, প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রভা,
নৃসিংহ হৃদয় আঁধার বিনাশিনী ॥ ১৯৮ ॥

ভৈরব, একতালা ॥

দিন ফুরাইল বৃথা জন্ম গেল, তারা, তব চরণ সাধন হলো না।
ওমা এসে ভূমণ্ডলে, নিজ কর্ম্মফলে, অবিরত পাই যে বিষম যাতনা।

মায়ানিদ্রা বিমোহিত মম মন, দেখিতেছে 'আপন' 'আপন' স্বপন,
জাগ্রত স্বপ্নে, নহে নিবারণ, সতত অকাট্য, দেখি এ ধারণা ॥
জীবনান্ত কালে লয়ে যাবে কালে, এ কথা ত কভু ভ্রমেও ভাব না,
কবে হইবে প্রত্যয় কেহ কার নয়, এই জগৎ প্রপঞ্চ তারার ছলনা ॥
"লক্ষ লক্ষ" জন্ম গ্রহণ করে তবে দুর্লভ মানব জন্ম পেলাম ভবে,
নিরন্তর তারাপদ আমি সেবে, যাতায়াত ভবে করিব বারণ ॥"
এই, প্রতিজ্ঞা না করিয়ে ভ্রমে ভ্রান্ত হয়ে,
করিতেছ সদা কালহরণ, নৃসিংহ কেবল, 'তারা তারা বল,
আর বৃথা কাল হরণ করো না ॥ ১৯৯ ॥

খটযোগীয়া, একতালা।

মাগো, এ বিপদে কিসে তরি,
ওমা, সংসার সাগরে, অকুল পাথারে
নিপতিত আমার জীর্ণ দেহতরী ॥
সতত বহিছে আশার তরঙ্গ, দেখে কাঁপিতেছে থর থর অঙ্গ,
ওমা, অজ্ঞান কুসঙ্গ, দেখে সদা রঙ্গ, এখন পড়িয়া বিপাকে,
ডুবে যে মরি।
দাঁড়ি মাঝি আমার কামাদি ছজন, করিছে সতত, কুপথে গমন।
তারা না শোনে বারণ, না হয় দমন, আর কুমন্ত্রণা দেয়,
দিবস শর্ব্বরী ॥
ক্রমে ক্রমে মাগো, গত হলো কাল, এখন, কোন্ দিনে,
তরী হবে বানচাল।
ঐ যে সম্মুখে করাল কৃতান্ত জঞ্জাল, এখন কিঙ্কর নৃসিংহ,
নিস্তার শঙ্করী ॥ ২০০ ॥

ঝিঁঝিট, যৎ ॥

সেদিন কেমন, ভাব দেখি মন, যেদিন শমন, লবে তোরে।
সেদিন আত্মীয় সম্পদ সুখ, সঙ্গে তুমি লবে কারে ?
ও মন, যাদের জন্য ভাব ভবে, তারা কে কে তোমার সঙ্গী হবে !
তারা সঙ্গে যাবে কি না যাবে, তা কি কিছু ভেবেছ রে !!
প্রেয়সী প্রয়াসী মন, যে তব শ্রেষ্ঠ রতন,
তোমার সেই প্রাণাধিক ধন, সঙ্গিনী কি হবে রে ॥
এই যে দেহ সুন্দর, যার মমতা সদা কর,
সে কি তোমার সঙ্গী হয়ে, সে সময়ে যাবে রে ॥
নৃসিংহ ভাবনা করে, একথা বা সুধাই কারে,
অলীক জেনেও এ সংসারে, কেন 'আমার আমার' করে ॥ ২০১ ॥

বাগেশ্রী, আড়াঠেকা ॥

তোমার যত করুণা, সবই গেল জানা,
কর্ম্মায়ত্ব ফল মাগো, মন ত তা বোঝে না ॥
আত্মকর্ম্ম ফল মত হবে যদি হিতাহিত,
তবে তোমার দয়া বিশ্বমাত, দয়াময়ী মা বল না ॥
ভাবতাম মনে তোমার দয়ায়, কর্ম্মফল ঘুচে যাব।
এ নৃসিংহের সে ভ্রম হায়, দুদিন কালও রহিল না ॥ ২০২ ॥

মূলতান, আড়াঠেকা ॥

দেখিব তারিণি তব মহিমা কেমন।
নিতান্ত নিকটে যবে আসিবে শমন ॥

কালবারিণী নাম ধর, কালে বার কি না কর,
দেখিব প্রত্যক্ষে এবার, না র'বে শিবে গোপন ॥
সাধনাদি নাহি জানি, জানি মাত্র ও জননী।
নৃসিংহের পার তরণী, মা তোর ঐ রাঙা চরণ ॥ ২০৩ ॥

ভৈরব, একতালা।

মাগো, কেন আছ নিদ্রিত।
জাগ মা সত্বরে, যাগো সহস্রারে, ধরি সুষুম্না সুপথ ॥
মূলাধারে সদা নিদ্রা নিমগন, কত দিন ভবে না হয় গমন,
দয়া প্রকাশিয়ে, চেতনা লভিয়ে, আমার যাতনা নিবার, মাতঃ !!
সেথা পরম শিব সদা তব প্রয়াসী, মধুর মিলন আশে আছে বসি।
নৃসিংহে কৃপয়া, জাগিয়া উঠিয়া, হও মা, পরম শিবে রত ॥ ২০৪ ॥

পূরবী, একতালা।

যাইবে কেমনে, ভাব মনে মনে, বিষম দুর্গমে, সেই সহস্রারে।
ষট্‌চক্রদ্বার, কিসে হবে পার, অজ্ঞান মানস, ভাবরে এবারে ॥
আধার পৃথিবী দ্বারেতে সাপিনী, নিদ্রিতা যে সদা দিবস যামিনী।
অপার বারিধি, বেড়ি নিরবধি, রহিয়াছে দেখ স্বাধিষ্ঠান পুরে ॥
অগ্নিময় দুর্গে বেড়া নিরন্তর, দেখরে সতত চক্রমণিপুর,
অনাহতপুরে, কে যাবে সুস্থিরে, পূর্ণ আছে সদা, অস্থির সমীরে ॥
বিশুদ্ধাখ্য চক্রে না দেখি আশ্রয়, আকাশ স্বরূপ সদা শূণ্যময়।
পরম আকাশে আজ্ঞাচক্রদেশে, এড়াবে কেমনে ভাব হে সত্বরে ॥

শ্রীগুরু চিন্তিয়া, হওরে স্ববশ, সোহং জ্ঞানে জাগরে নৃসিংহ দাস,
কুলকুণ্ডলিনী, জাগিবেন অমনি, তখন ব্রহ্মনাড়ী পথে, যাবে
সহস্রারে (ও তার সাথে সাথে) ॥ ২০৫ ॥

ললিত বিভাস, ঝাঁপতাল ॥

মিছা মানবদেহ পেয়ে, বদ্ধ হলে মায়াজালে।
মজিলে মজালে মন, সদা 'আমার আমার' বলে ॥
ভেবে দেখ তুমি বা কার, কেবা মন তোর ত্রিজগতে,
ভবের খেলা সাঙ্গ হ'লে, কেবা যাবে তোমার সাথে;
জীবনান্তকালে তোমায়, একা লয়ে যাবে কালে ॥
ধন জন যৌবন আদি, যার গর্ব্ব কর ভবে,
ও সেই, আত্মীয় সম্পদ সুখ, সকলই পড়িয়া রবে,
তুমি অসীম যন্ত্রণা পাবে, স্বকৃত দুষ্কৃতি ফলে ॥
গত দিন ক্রমে ক্রমে, নৃসিংহ তোমারে বলি,
ওবে, সরল রসনায় তুমি, বল সদা কালী কালী,
ডঙ্কা মেরে যাবে চলে, শঙ্কাহীন হয়ে কালে ॥ ২০৬ ॥

ঝিঁঝিট, আড়াঠেকা ॥

হয়ে মগন কর সাধন, অন্তরেতে শ্যামা মারে।
হৃদি পদ্মাসন মাঝে, সযত্নে বসাইয়ে তারে ॥
সহস্রার পাণ গলিত, পাদ্য দেও রে পরামৃত,
অর্ঘ্য দেবে আত্মচিত্ত, স্নানাচমন ঐ সুধায় দে রে ॥

ভূতত্ত্ব চন্দন দিয়ে, ভাব কুসুম নিবেদিয়ে,
প্রাণরূপ ধূপ সমর্পিয়ে, আত্মতেজ দীপের তরে ॥
ভক্তিসুধা দেও নৈবেদ্য, ষড়রিপু বলি বধ্য।
নৃসিংহ সাধ অসাধ্য, অজপাতে জপ করে ॥ ২০৭ ॥

মহ্লার, একতালা ॥

সাধ কর কি সাহসে ?
সে যে সাধনার ধন, শ্যামা মার চরণ,
লভে, সাধক সুজন, সাধন শেষে ॥
ও মন অসাধু হৃদয়, করিয়া আশ্রয়,
যে জন এ ভবে মজে কলুষে, সে যে শ্যামাপদ চায়,
শুনে হাসি পায়, "সায়ংসন্ধ্যা" প্রায়, বেশ্যাবাসে ॥
ও মন, আজন্ম দুরিত পথ অনুগত,
জগৎকে ভুলাও ছলনা বশে,
ও তাই আশা কি সাহসে, শ্যামা মাকেও শেষে,
ভুলাবি নৃসিংহ সাধক বেশে ॥ ২০৮ ॥

অহং, একতালা।

হলাম, ভেবে ভেবে সারা, না পাই কূল কিনারা,
মনে প্রাণে মিলন হয় কেমনে ?
আমার মন বড় বিরোধী, প্রাণের চিরবাদী,
বল, কেমনে এক হবে, মনে প্রাণে ॥

দেখ, মনে প্রাণে বাদ, না পূরে মোর সাধ,
এ প্রমাদে সারা হই জীবনে ॥
এদের না ঘুচিল ভ্রান্তি, না মিলিল শান্তি,
শত শত ধিক্, আমার ছার জীবনে ॥
দেখ, আখের নষ্ট করে, মনের আশা পূরে,
আরও কত করিতে বলি প্রাণে,
(তবু) সে তো, মানব অনুগত, হইয়া সতত,
মন যোগায়, তবু তার নিশি দিনে,
কিন্তু, মন তো তা বোঝে না, কিছুতে মানে না,
আরও, সতত তাড়না করে প্রাণে ॥
আমি তবে আর কেমনে, মিলাই মনে প্রাণে,
মিলিবে না তো কভু এ দুজনে,
এমন, মনে প্রাণে লয়ে, বল কি উপায়ে,
সাধিব শ্যামা মার চরণে,
সাধ না পূরিবে তব, বৃথা কেবল ভাব,
কাজ কি নৃসিংহ আর রোদনে ॥ ২০৯ ॥

প্রসাদী, যৎ ॥

আয় মা আনন্দময়ী !
আমার, চিন্ময়ী মা নেচে আয় !!
ওমা, দিনে দিনে, এ দীনের দিন, দেখ মা, এবার ঘুচে যায় ।

সারা দিন ঘুরে ঘুরে, কোথায় বেড়াস্ খেলা ক'রে,
ওমা, দিন ফুরাল, সন্ধ্যা হ'ল, এখন ঘরের মেয়ে ঘরে আয় ॥
দেখলে পরে সুখে থাকি, হাবা মেয়ে! জান্‌না কি?
ওমা, দিও না নৃসিংহে ফাঁকি, যেও না মা, আর কোথায় ॥ ২১০ ॥

ভৈরবী, একতলা ॥

দেখ মন, মায়ের কেমন খেলা!
ঐ যে, স্মর-শরতরঙ্গে, মহারঙ্গে, মায়েপোয়ে মেলা ॥
ইচ্ছাতে স্মরসম্ভব, ক্রিয়াতে ক্রিয়া উদ্ভব, লয়েতে মিশাল ঐ যে,
ব্রহ্মানন্দ লীলা ॥
এই খেলাতে ভবের মাঝে, শ্যামা নানারূপে বিরাজিছে,
আবার, সকল রূপের সার স্বরূপে, শ্যামারূপে স্বরূপ লীলা ॥
আজি, ইচ্ছাযোগে ইচ্ছাময়ী, সেজেছে আনন্দময়ী,
ক্রিয়াযোগে মহাকালে, লয়ে করে মহামেলা ॥
লয়ে রূপ সম্বরিয়ে, একমাত্র, অক্ষরেতে মিশাইয়ে,
নৃসিংহে দেখাচ্ছে ঐ যে, ভবপারের ভেলা ॥ ২১১ ॥

একতালা।

একি ঢুলু ঢুলু, করিছে আঁখি, দেখি, দেখি, দেখি গো শ্যামা ॥
নাচিছ মাতিছ, হাসিছ খেলিছ, সেজেছ আজি, অনুপমা ॥
ও বিধু বয়ানে, একি মধুরাশি, কি দেখিলাম আজি, ওমা এলোকেশী,
যেন, শত সুধাকর, উদেছে আসি, ওমা, না মিলে যে তবু রূপের
উপমা ॥

ঢলে ঢলে ঢলে পড়িছ ঢলে, কি খেয়ে মা, আজি এমন হ'লে,
এ রণতরঙ্গে, কেন মা মাতিলে, কেমনে নৃসিংহ বুঝিবে মহিমা ॥ ২১২

ঝংলা, একতালা ॥

আজি, রক্তখাগী, কেলে মাগো রণে মেতেছে।
সুধা পানে ঢলঢল, ঢলে পড়িছে ॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা, সদাই মাগো আত্মহারা,
বিভোরা মাতোয়ারা, কতই নাচিছে ॥
ডাকিনি যোগিনীর মাঝে, পাগলার বুকে পাগলী সেজে,
কুলবালা কুল ত্যজে, রঙ্গে হাসিছে ॥
মহাকালে লয়ে সাথে, মাগো হুঙ্কারে সমরে মেতে,
নৃসিংহের নয়ন পথে, ঐ যে এসেছে ॥ ২১৩ ॥

মূলতান, একতালা।

কালী, কুলাও এ সময।
ওমা, দেখ দেখ শ্যামা, বড় অসময ॥
ওমা, রিপুগণে মিলি, ফেলেছে অকূলে,
কুলানন্দময়ি, লয়ে চল কূলে,
ওমা, কুলানন্দ ধন, করি বিতরণ, কর মা আমায় পূর্ণানন্দময় ॥
ওমা নিরানন্দ ভয়ে, সংসার মাঝারে, গত কত কাল, দেখ না,
হয়ে চিদানন্দময়ী, আমায় জ্ঞানানন্দ, এ ভবে আমায় দিলে না।
নৃসিংহ হয়েছে নিতান্ত কাতর, বিকল হৃদয় বিভ্রান্তি বিভোর,
দয়া প্রকাশিয়ে শান্তিধামে লয়ে, জগদম্বে কর শান্তিময় ॥ ২১৪ ॥

ওরে সুখ লাভের আশা, যদি থাকে রে তোর অন্তরে,
তবে, ত্যজ রে সংসার আজি, সাজ রে সুখ লাভ তরে ॥
ও ভাই, দেহ আত্মা প্রাণ মন, দেও রে, শ্যামা পদাম্বুজে,
ধর শ্যামা পদাম্বুজ আজি, নৃসিংহ হৃদয়াম্বুজে ॥
ও ভাই, মা নাচিলে হৃদি মাঝে, চির সুখ তবে বলি ॥ ২১৫ ।

মধ্যমান ॥

মন কেন মোর এমন হয় ।
এও তো মনের উচিত নয় ॥
জানি, যত বিড়ম্বনা শ্যামা মা কেবল ঘটায় ।
কভু সাধু-পথে থাকে, কভু মা মা বলে ডাকে,
কভু মজি বিষয় রসে, চারিদিকে ছুটে বেড়ায় ॥
কভু রিপু বশে মত্ত, ঘটায় যে মহা অনর্থ ।
কভু বুঝে কেবল স্বার্থ, কভু বা পরমার্থময় ॥
নৃসিংহ ভাবে গো মনে, মা ভিন্ন এর উপায় নাই ।
ঘুচে গো মনের বালাই, মা যদি ফিরিয়ে চায় ॥ ২১৬ ॥

ভাই রে ভাব শ্যামা মাকে ।
আমি ভুলব না তো কোন কালে ॥
বলুক যে যা বলে (নানা কথার ছলে) ।
আমি প্রাণ জুড়াব কালী বলে ॥

রব না সংসারে ভুলে, থাকব কালী কল্পতরুমূলে,
আমি কেলে মায়ের হব ছেলে, এবার কাল কাটাব কালী বলে ॥
কালীতন্ত্র সার করিব, কালীমন্ত্র হৃদে আঁকিব,
কালীমন্ত্রে মন মাতাব, চলে যাব কালী ব'লে ॥ ২১৭ ॥

বেহাগ, তেতালা ॥

মধুর মুক্তি ধন, যদি চাও রে মন।
ভবে, আশ্রয় কর রে তবে, শ্যামা মায়ের শ্রীচরণ ॥
ও মন, ত্যজিয়ে সংসারভূমি, উধাও প্রাণে ছোট তুমি,
বিকাও শ্যামা পদে এবার, দেহ আত্মা প্রাণ মন ॥
হও মা-ময় মন্ত্রে মাতোয়ারা, প্রাণে প্রাণে গাঁথ তারা,
কর নৃসিংহ নয়নধারা, সদা তারা পদে বিসর্জ্জন ॥ ২১৮ ॥

সুরট মল্লার, কাওয়ালি ॥

অনিত্য দেহ মন, নিত্য শ্যামা মা।
মিথ্যা ভবলীলা, সত্য সাধনা ॥
অনিত্যে নিয়ত কেন সত্য ধারণা,
করবে ভ্রান্ত মন, ভ্রম কেন গেল না।
মায়ার ছলনে কভু, ভুল না ভুল না।
লয়কালে ভবধামে, কিছুমাত্র রবে না ॥
সত্য পথে নিত্য, নিরঞ্জনী ভাবনা,
করিতে নাহি হবে ভবে, আনাগোনা,

নৃসিংহ কালব্যাজ এখনও করো না,
সত্য সনাতনী কর আরাধনা ॥ ২১৯ ॥

বেহাগ, আড়াঠেকা ॥

কত যাতনা ! (ভবে)
ও তা ত্রিনয়নী হয়ে মাগো, কখনো চেয়ে দেখ না ॥
ওমা, জন্মমাত্র কর্ম্মভূমে, হলাম ভ্রান্ত মায়া ভ্রমে,
ক্রমে আশার ছলনে, নানা বিড়ম্বনা ॥
কত জ্বালা এ জীবনে, কত দুঃখ এ মরমে,
নৃসিংহ সহিতেছে কত, তা কি জান না ॥ ২২০ ॥

ভৈরবী, যৎ ॥

ওমা, মনের কথা মনে মনে, জানাই চরণে ।
ওমা, যত জ্বালা প্রাণে আমার বল কে জানে ?
রিপুদলে সঙ্গে দিয়ে, আনিলে তুমি মা হয়ে,
আবার মায়া পাশে বদ্ধ কর, ভব ভবনে ॥
এ দুঃখ কহিব কারে, দুঃখহরা বলি যারে,
(সেই) তুমি রাখ দুঃখ মাঝারে, সহি কেমনে ॥
নৃসিংহ ভাবিয়ে হতাশ, নাই ভবে (আর) কোন আশ্বাস,
পুত্রস্নেহে যদি তার, শ্রান্ত সন্তানে ॥ ২২১ ॥

পিলু, যৎ ॥

কে বলে আপন আপন, ওরে আপন ভবে কেহ নাই ।
ভাবি যাদের আপন আপন, তারাই যে পর কি বালাই ॥

আপন কার্য্য ধ্বংস করে, যা করি এ সংসারে,
আপন বলি যারে, ওরে তাদের তরে সব বিলাই ॥
তারা আমার এমনি আপন, করে ভবে সদাই শোষণ।
ভাবি আমি কর্ত্তব্য পোষণ, ওযে, এরা ভিন্ন আপন নাই ॥
এরা স্বকার্য্য সাধন তরে, (আমায়) আপন আপন করে মোরে,
আমি, ভুলি এসে মায়া ঘোরে, এড়াতে উপায় না পাই ॥
এদের আত্মীয়তা আত্মঘাবা, চেয়ে দেখ ওমা তাবা,
উদ্ধাব নৃসিংহে এবার, জগদম্বে তোমাব দোহাই ॥ ২২২ ॥

পর আমার পর নয় যে, পরের তুল্য আপন নাই।
বন্ধু মোর গুণ গেয়ে, ঘোর শত্রুতা সাদে সদাই ॥
লুকায়ে রেখে গুণগাঁথা, যে উঠায দোষের পতাকা।
সেই ত মোর পরম সখা, কর্ত্তব্যবোধ তাতেই যে পাই ॥
সর্ব্বস্ব ধন সমর্পিলে, বাহ্যতুষ্টি নাহি মেলে,
কিন্তু মন্নিন্দা রটনা ছলে, পরতুষ্টি মিলে সদাই ॥
শত্রুই জীবের মিত্র যে হয়, তাই শত্রু দ্বারা মিত্রতা পায়,
নৃসিংহ মানে না যে হায়, এ দুঃখ কারে বা জানাই ॥ ২২৩ ॥

প্রসাদী, যৎ ॥

নিঃশ্বাসে বিশ্বাস কি ভাই ? তবে, কি আশ্বাসে ঘুরে মরি।
ও ভাই, ভ্রান্ত হয়ে ভবধামে, কেন আমার আমার করি ॥
এক প্রশ্বাসে, এক নিমিষে, যাবে জীবন কালের গ্রাসে,
তবু বল কোন বিশ্বাসে, জীবন আশা আরও করি ॥

ওরে, জীবন জলবিম্বের ন্যায়, ক্ষণে উদয় ক্ষণেই হয় লয়,
নৃসিংহ ভাবে না যে হায়, কি হবে গো ও শঙ্করি ॥ ২২৪ ॥

একতালা।

ভবে, তারা তারা নাম গুণ গাও রে।
মন বীণাযন্ত্র, মিলাও রে ত্রিতন্ত্রে,
তার স্বরে এবার বাজাও রে ॥
ও ভাই, ত্রিকোটি তন্ত্রী, মিলায়ে হও যন্ত্রী,
সুস্বরে সুকণ্ঠ মিলাও রে।
দেও নৃসিংহ এবার তারা নামে ঝঙ্কার,
ভব পারে এবার যাও রে ॥ ২২৫ ॥

প্রসাদী, যৎ ॥

দয়াময়ীর দয়া সিন্ধু, আমার কপালক্রমে শুখাইল।
ওমা, এম্নি আমার কপাল পোড়া, বিন্দুমাত্রও না মিলিল ॥
তুমি, মা হ'য়ে নিদয়া শিবে, এ দুঃখ কই কারে,
কে আমার দুঃখ নাশিবে, আর কারে জানাব বল ॥
ওমা, তুমি ভিন্ন ত্রিসংসারে, কে মোরে চাহিবে ফিরে,
দয়া ভাণ্ডার দেও মা খুলে, তুমিই নৃসিংহের সম্বল ॥ ২২৬ ॥

মূলতান, একতালা।

ওমা, এ দীন সন্তানে, রাখ শ্রীচরণে,
যেন, আরগো যাতনা ভবে না পাই ॥

হ'য়ে কর্ম্মফলভোগী, আর যেন না ভুগি,
মিনতি করিয়ে, তাই জানাই ॥
কর্ম্মফল বশে, ভব মাঝে এসে,
লক্ষ লক্ষ বার ঘুরিয়ে যাই।
হয়, আসা যাওয়া সার, ভবে বার বার,
মাত্র কর্ম্মভোগ ভুগিয়ে যাই ॥
এবার, প্রার্থনা ও পদে, পুন এ বিপদে,
আর যেন না পতিত হই।
তুমি কর কর্ম্ম, বুঝিয়ে সে মর্ম্ম,
আমিত্ব যেন মা ভুলিয়ে যাই ॥
মিলে, জীবত্বে শিবত্বে, এই নৃসিংহত্বে,
তব তত্ত্বে যেন বিলীন হই।
যেন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মর্ম্ম, মাত্র তুমি ব্রহ্ম,
স্মরিয়ে চরমে চরণ চাই ॥ ২২৭ ॥

ঝিঁঝিট, খাম্বাজ।

ঐ গো ঐ বাজায় শিঙ্গা ঐ সহস্রারে।
আবার, ডিম ডিম ডিম ডমরুতে তাল ধরে তোমার তরে
আছ, কত ঘুম ঘোরে, ওমা, এই মূলাধারে,
ওমা, চল চল কুণ্ডলিনী, চল সত্বরে।
প্রেমে জেগে, প্রেমের মাগে ষট্‌কমল ভেদ করে ॥
সেথা, মধুর মিলনে, ভোলাবঁধুর সনে,

পূর্ণাহুতি দেও মা এবার, যাগ সমাপনে।
ওমা, সেই সুযোগে এ নৃসিংহ, ধন্য হোক মিলন হেরে ॥ ২২৮

শ্যামা, আয় গো আয় হৃদয মাঝে, আয় নেঁচে নেচে।
আমি, এলোমেলো তালে তালে, তাল দিব গো সেই নাচে ॥
হযে, মদবিভোরা, ওমা, নাচ গো তারা,
ও তোর নৃত্যানন্দে সদানন্দে হোক মাতোয়ারা।
নাচ দুয়ে মিলে, ঢলে ঢলে, হৃদয় আঁধার যাক্ ঘুচে ॥ ২২৯ ॥

কালেংড়া ॥

সাধনা ত সহজ নয়। (মন)
মাতৃতত্ত্বে মন মজায়ে, যখন গুরুর কৃপা হয় ॥
জীবত্বে শিবত্ব বোধ, জীবের ভাগ্যে উদয় হয়।
তখন ত সাধনা পথে, শিব হয়ে সে পথিক হয় ॥
জীবত্বে বিভোর হয়ে, নৃসিংহ এ ভবে রয়,
পাশবদ্ধ, মায়াবদ্ধ, বল কেমনে সাধনা হয় ॥ ২৩০ ॥

কাওয়ালি ॥

এ দীনে তারিণি কভু, দিন দিলে না ভবে।
ওমা, মনোমত ধন লয়ে, সতত সাধিতে শিবে ॥
কত সাধ মনে মনে, কত আশা এ জীবনে,
ফুরাল সকলি ক্রমে, হতাশ হয়েছি এবে ॥
তুমি সাধ দিলে মনে, পুরালে না কি কারণে,
বিষাদে ডুবালে কেন, কে বল বলিয়া দিবে ॥

সম্বল তুমি কেবল, আর কেন কর ছল।
দিয়ে মাগো মনে বল, নৃসিংহে নিস্তার শিবে ॥ ২৩১ ॥

আড়ানাবাহার, আড়াঠেকা ॥

মা মহেশ মোহিনি, মুনীন্দ্রগণ বন্দিনী।
পরব্রহ্মরূপা শ্যামা, চিদানন্দ বিলাসিনী ॥
ত্রিদেব জননী পরা, ত্রিলোক তারিণী তারা।
ত্রিনয়না ত্রিতাপ হরা, ত্রিলোচন গৃহিণী ॥
ললিত লাবণ্যময়ী, বিশ্বেশ্বরী বিশ্বময়ী।
স্ব স্ব-রূপে কৃপাময়ী, বিশ্বেশ হৃদিবাসিনী ॥
নিখিল বীজরূপিনী, নির্গুণা গুণশালিনী।
নৃসিংহ নিতান্তাধমে, নির্ব্বাণ পথ দায়িনী ॥ ২৩২ ॥

পিলু, যৎ ॥

কেমনে করি দখল, বাধল যে গোল, পাগলার ধনে দখল পেতে।
ছ'বেটা বাধা দিয়ে, দেয় ফিরায়ে, সে পথে আর দেয় না যেতে ॥
শত্রু পক্ষ বড়ই কঠিন, হয় না কভু বল বিহীন,
ক্রমে ক্রমে গেল যে দিন, হবে, তামাদি যে আইন মত ॥
মন পদাতিক বাধ্য ম'তে, বিশ্বাস অনুচরের সাথে,
গুরুদেবের আদেশ পথে, চল, দেখি তোর যাইরে সাথে ॥
বাজায়ে বিজয় ডঙ্কা, তাজে সকল শত্রু শঙ্কা,
নৃসিংহ দখল পাবে, এবার শ্যামা চরণেতে ॥ ২৩৩ ॥

ইমনকল্যাণ; আড়াঠেকা ॥

মা মহেশ মোহিনি, বিশাল বিশ্ব পালিনি।
নরক নিবারিণী ভব ভয় বারিণি,
ভবেশ হৃদয় বিচারিণি, আশুতোষ হৃদিবাসিনী ॥
দীন দুঃখ হারিণি, ত্রিভুবন তারিণি,
ত্রিলোচন দারা ত্রিলোচনী।
রবিসুত গঞ্জিনি, বিপদ বিভঞ্জিনী
নৃসিংহ মানস বিলাসিনী ॥ ২৩৪ ॥

ভৈরবী; যৎ ॥

সদা হাজির আছি আমি শ্যামা মায়ের হুজুরে।
আমি, কেন যাব বল শমন তোর দরবারে ॥
না রাখি তোমার এলাকা, ভয় দেখাও রে কেন ফাঁকা,
আমায়, অভয় সনদ দিয়েছে মা, করুণা করে ॥
কেলে মায়ের কৃপার বলে, তোরে ভয় করি না কোন কালে,
নৃসিংহ কয় যাও রে চ'লে, আপন পুরে ॥ ২৩৫ ॥

বিভাস, কাওয়ালি ॥

করুণা করেছ কালি যাতনা হৃদয়ে রাখি।
যতেক বাড়িছে আমি, ততো তারা বলে ডাকি ॥
থাকিলে সুখ সম্পদে, ভুলিতাম গো পদে পদে,
বিপদ তাড়নে এবে, নয়ন ধারায় তোমায় দেখি ॥

আহ্লাদে হৃদয় ভরা, থাকিলে মজিতাম তারা,
দেখি গো করেছ দয়া, জীবনে বিষাদ মাখি ॥
নৃসিংহ প্রার্থনা শিবে, প্রমদে পড়ি না ভবে,
তোমার শ্রীপাদ যেন, সুখ দুঃখ ভুলে থাকি ॥ ২৩৬ ॥

ভৈরবী; যৎ ॥

মরমে মরম জ্বালা, দিবানিশি যত সই,
তুমি ভিন্ন জগদম্বে, জগতে আর কারে কই ॥
হৃদয়ে তুমি থাকিতে, কেন জ্বালা বিধি মতে,
কেন গো হয় না দুখ, ভাবিতে বিকল হই ॥
দযাময়ি দয়া ক'রে, এ জ্বালা যন্ত্রণা হ'রে,
বিরাজ নৃসিংহে হৃদে, প্রার্থনা চরণে এই ॥ ২৩৭ ॥

ভৈরবী খাম্বাজ, জলদ একতালা।

দেখ না চেয়ে রাঙ্গা পায়ে, কে পড়েছে মাগো তোর।
পাগল সাজে দেখি ঐ যে, কিসের তরে হয়ে ভোর ॥
সতৃষ্ণ আধনয়নে, মত্ত রূপ সুধা পানে,
সুধার ক্ষুধা যায় না কেনে, কতই ক্ষুধা আছে ওর ॥
ডাকলে সাড়া দেয় না কালে, ভাবে বুঝি নেবে কেড়ে।
ও তাই, মরার মত নীরব নিথর, ভোলা, আপনি ভাবে
আপনি ভোর ॥
ওমা, লোকে বলে পাগলা ভোলা, ওযে, আপন কাজে নয় পাগলা,
তাই নৃসিংহ জপের মালা, সদাই করে, দেখে ওরে ॥ ২৩৮ ॥

মিশ্র বাগেশ্রী, আড়াঠেকা ॥

বিবিধ যাতনা মাগো লেখা ছিল এ কপালে।
পেলাম আমি ক্রমে ক্রমে, আসিয়া এ ভূমণ্ডলে ॥
কি দোষ দিব মা তোরে, ভোগ ভুগি মা কর্ম্ম ফেরে,
(নইলে) মা থাকিতে তুমি শিবে, গেল না দুখ কোন কালে ॥
সদা, বহে বটে নয়নধারা, কিন্তু বদনে বলিতে তারা,
নৃসিংহের বহে না ধারা, কেমনে আনন্দ মেলে ॥ ২৩৯ ॥

ভৈরবী; পোস্ত ॥

করুণা নয়নে চাও মা।
দুঃখ হরা হয়ে কেন, এ সন্তানে দুঃখ দেও মা ॥
নাশ গো মা দুর্গতি, কর মা কৃপা সম্প্রতি।
কাতর নৃসিংহ অতি, ও পদ সম্পদ দেও মা ॥ ২৪০ ॥

ভীমপলশ্রী, আড়াঠেকা ॥

তার আশা কি কর মন, সে বড় কঠিন মেয়ে,
সে যে, ডুবায়ে মায়া তিমিরে, বারেক না দেখে চেয়ে ॥
জীবের সাধ্য নাই গো তারে,—প্রেমে বদ্ধ করে লয়ে।
(বুঝি) শিবেরও অসাধ্য তাই সে, সদা পড়ে আছে পায় ॥
আশা ত্য'জে, প্রেমে ম'জে, থাক নামে মত্ত হ'য়ে,
নৃসিংহ প্রেমের ভরে, (নামের বলে)
যাবে তুমি ধন্য হয়ে ॥ ২৪১ ॥

দেশ কাশ্মিরী-খেমটা।

হই মা বুঝি তোমার তনয়, তাই মা এত দুঃখ পাই।
কইব কারে মরম ব্যথা, নয়ন জলে ভেসে যাই॥
তাইতে শান্তি নাই মা প্রাণে, ভ্রান্তি পথে যাই গো তাই।
দুই মা সারা জীবন তরে, তিলেক তরে সুখ নাই॥
সইতে নারি আর যাতনা, আমি মা বলিয়ে ডাকি তাই।
কেমন ক'রে না হবে মা, নৃসিংহ দেখিবে তাই॥ ২৪২॥

দেশ মল্লার,

যাই কোথা গো অন্ধকারে জীবন পথে সাথি নাই।
একলা এসে, ভাবছি বসে, কে দেখাবে, কারে পাই॥
পথিক যারা দেয় না সাড়া, আপন মনে ধায় সবাই,
কেউ দেখে না, কেউ সুধায় না, কেউ বলে না কোথা যাই
খানিক পরে আলোক আছে, মা বলেছে জানি তাই।
সে যে কত দূরে, কত পরে, ও তা, কিছুমাত্র মনে নাই॥
আঁধার দেখে ভয় পেয়েছি, সব গিয়াছি ভুলে তাই।
আপন হারা, পাগল পারা, পথে বসে ভাবছি তাই॥
আর যাব না, আর রব না, ঘরের ছেলে ঘরে যাই।
মায়ের কোলে যাই গো চলে, নৃসিংহবে কাজ নাই॥ ২৪৩॥

জংলা মিশ্রিত; ঝাঁপতাল।

সজল জলধরে, তত জল ধরে নারে,
যত সুধা ক্ষরে শ্যামার, শ্যাম কলেবরে।

হেরিলে জলদ অঙ্গ, মনে প্রাণে হয় আতঙ্ক,
পুলকে শিহরে অঙ্গ, শ্যামা মাকে হেরে ॥
মেঘাচ্ছন্ন নভো যবে।
সেই শুভ দিন ভবে, শ্যামা উদিলে চিদম্বরে ॥
নীরদে সদা আঁধার, শ্যামা মা শোভার আধার,
নৃসিংহ নয়নে রাজে, ত্রিভুবন আলো করে ॥ ২৪৪ ॥

কাফিসিন্ধু। পোস্ত।

বল গো আবার বল, তাঁরি কথা বল।
প্রাণে গাঁথা সে শ্যামা, তবু কথা লাগে ভালো ॥
লোকে বলে শ্যামা কালো, আমার তা লাগে না ভালো,
হোক না কেন লোকের কালো, আমার প্রাণে করে আলো ॥
শুনিলে গুণ লহরী, পুলকে উঠি শিহরি।
নৃসিংহ যায় গো ভুলে, ঝরে প্রেমে আঁখি জল ॥ ২৪৫ ॥

কিরূপে কি তত্ত্ব মেলে, দেখ্‌না রে মন মনে ভেবে
সে যে নিগূঢ় পরম তত্ত্ব, দেখতে পায় না অন্ধ জীবে
অসংখ্য-কারণ-কূটে, একটি কার্য্য ক্রমে ঘটে।
পরিচয় তবে বটে, দেখতে দেয় গো শ্যামা যবে ॥
বীজাঙ্কুর পরিণতি, জীবাঙ্কুতে নিতি নিতি।
জীবাণুর বীজাঙ্কুগতি, পরমাণু মূলে ভবে ॥

জড় পরমাণুচয়, শক্তি যোগে মিলে রয়,
অভিব্যক্তি তাইতে হয়, যুক্ত হলে শক্তি শিবে ॥
সূক্ষ্ম তত্ত্বে স্থূলে স্থিতি, সূক্ষ্মে স্থূল পরিণতি,
তাই দেখে শ্যামা মূরতি তত্ত্ব জ্ঞানে মুক্ত জীবে ॥
সূক্ষ্মেও মিলন ধ্বনি, শব্দব্রহ্ম তাইতে গণি ।
অনুভবে অনুমানি, ওঙ্কারে স্বরূপ ভাবে ॥
ধ্বনিময় ওঙ্কার পুনঃ ধরেগো আকার কেন,
নৃসিংহ প্রেমে তখন, "ওমা" বলে ডাকে তবে ॥ ২৪৬ ॥

কাফিসিন্ধু: পোস্ত ॥

আমারে দুখ দিলে যদি মা তোমারি সুখ হয় ।
কইব না আর সুখ দিতে, ওমা, কর আমায় দুখময় ॥
ক'দিনের তরে সুখ ? কিন্তু রবে বড় দুখ,
আত্ম সুখে তব দুঃখ, হবে, কি সুখে সুখ উপচয় ॥
দুঃখে যদি হও মা সুখী, হব না দুঃখে অসুখী,
তব সুখে হব সুখী, নৃসিংহ সুখেতে কয় ॥ ২৪৭ ॥

কাফিসিন্ধু ; পোস্ত ॥

মৃত সঞ্জিবনী হ'য়ে কেন বজ্র হান বুকে ?
ভেবে পাই না কুল কিনারা, অবশ হয়েছি দেখে ॥
কে বুঝাবে বুঝি কিসে, কি করুণা পরিশেষে,
মরণে মঙ্গল আসে, ও তা সম্ভব নহে ত লোকে ॥
কৃপাময়ী হ'য়ে ওমা, অকৃপা কি তবে শ্যামা ?
নৃসিংহ কাতর ভেবে, ভয়ে মা মা ব'লে ডাকে ॥ ২৪৮

বেহাগ, আড়াঠেকা।

অতর্কিত পথে শ্যামা, স্বপনে কৃপা করিল।
মধুর মোহন রূপে, অরূপা স্বরূপা হ'ল॥
সুস্নিগ্ধ-শ্যামল-শোভা, নীল-নিশাকর প্রভা,
তড়িত জড়িত আভা, দু নয়ন নিরখিল॥
অতৃপ্ত রয়েছে আঁখি, সদা সাধ সদা দেখি,
দেখিতে দেখিতে দেখি, ক্ষণ পরে লুকাইল॥
দেখিব কবে গো পুন, সে চারু রাঙ্গা চরণ,
নৃসিংহ নয়ন মন, আশা পথ চেয়ে র'ল॥ ২৪৯॥

বেহাগ, যৎ॥

স্বপনে গোপনে শ্যামা, দেখা দিয়ে লুকাইল।
ক্ষণ তৃপ্ত মনঃপ্রাণ, আবেগে আকুল হ'ল॥
পিপাসিত চিরতরে, ক্ষণেকে কি সাধ পূরে,
সঞ্চিত চির পিপাসা, না ক'মে পুনঃ বাড়িল॥
শুষ্ক প্রায় মরুসম, চিরক্লিষ্ট হৃদি মম,
করুণা নির্ঝর হেরি, পরশিতে না পারিল॥
হেন কৃপা কবে হবে, নয়নে নয়নে রবে,
ধন্য হবে এ নৃসিংহ, পরশি ও পদতলে॥ ২৫০॥

মালকোষ, সুর ফাঁকতাল।

কার ধারা ধরে ধরা, সহিছে পাতিয়া বুক।
অবাধে নীরবে ঐ যে, অশেষ যাতনা দুখ॥

দিতেছে বলিয়া যেন, লুকায়ে আপন মুক,
আপন তনয় গণে, চেয়ো না চেয়ো না সুখ ॥
হয়ো না পাগল পারা, হয়ো নারে মাতোয়ারা,
তপ্ত শ্বাস দিশাহারা, বিষাদ মলিন মুখ ॥
সময়ে আসিবে যাহা, উল্লাসে সহিবে তাহা,
মঙ্গল উদ্দেশ্যে ফেরে, সম ভাবে সুখ দুখ ॥
গূঢ় উপদেশ রেখা, ধরা অঙ্গে আছে আঁকা,
ধরাময় যার লেখা তাঁরে স্মরি হর দুখ ॥
নৃসিংহ প্রেমে মজিয়া, সে শ্যামা সদা স্মরিয়া,
কামনা মাত্র ত্যজিয়া, কৌতুকে লোটরে সুখ ॥ ২৫১ ॥

গৌরী, একতালা।

যখনই দেখা পাই মা তোমারি, পরম পুলকে তখনি ভাসি।
বিষাদ কালিমা চলে যায় দূরে, হেরিয়ে তোমারি মধুর হাঁসি ॥
যায় গো যাতনা, দূরে চলে যায়, প্রাণ আমারি নব প্রাণ পায়,
প্রেমে হৃদয় হয় মধুময়, ধমনীতে বহে তড়িৎ রাশী ॥
রহে গো উল্লাসে, আবেগ উচ্ছ্বাস,
চলে যায় চির, তপত শ্বাস,
মিটে গো নৃসিংহ মানস আশ,
মধুর দরশে ওমা এলোকেশি ॥ ২৫২ ॥

গৌরী, একতালা।

সোহাগের স্মৃতি, যায় না কখন, যতই বিরাগে, পড়ি গো তোমার।
শতেক যাতনা, মরম বেদনা, দলিয়া তিলেকে জাগে গো আবার ॥

মধুর সোহাগ, মধুর রাশি, সে স্নেহ মমতা করুণা হাসি,
যত অনুভবি বিরাগে ভাসি, সোহাগে তুলনা হয় না তাহার ॥
তাইতে বিরাগে, করি নাকো ভয়, সোহাগ স্মরণে, শিহরে হৃদয়,
নৃসিংহ মানস, হয় মধুময়, শ্যামা-স্মৃতি-সুধা বিরাগে সঞ্চার ॥ ২৫৩ ॥

গৌরী, একতালা ॥

আর কি কভু পারি গো ভুলিতে, মধুর দরশ, মধুর হাঁসি ?
মধুর আকৃতি, মধুর প্রকৃতি, স্মৃতিপটে আঁকি মধুর রাশী ॥
মধুর করুণা, মধুর মমতা, মধুর মহিমা মধুর একতা
মধুর আশীষে মধুমাখা কথা, মধুর হৃদয় করেছে পশি ॥
মধুময় স্নেহ , মধুর কিরণ, মধুর নীলিমা উজ্জ্বল বরণ,
মধুপ নৃসিংহ মধুর স্মরণ, দেখিয়া চরণে চির অভিলাষী ॥ ২৫৪ ॥

গারা ভৈরবী ; রূপক ।

পূর্ণ সুধাকর, নহে সুধাকর, সুধার আকর, ঐ যে ।
যত সুধা ক্ষরে, তত কি চাঁদে ধরে, ঐ সুধা মাখা মুখ মাঝে ॥
হেরিয়ে সুধামুখী, চাঁদ চির দুখী, ক্ষীণ দিন দিন সাজে,
সমানে চিরতরে, বরষি সুধাধারে, শিব হৃদাকাশে শ্যামারাজে ॥
চরণ সুধাকরে, নখরনিকরে, শত সুধাকর হেরে লাজে,
শশী অমা মাঝে, লুকায় যে মাঝে মাঝে,
তুলনা কি তারি সনে সাজে ॥
ঐ সুধাকণা পেয়ে, শশী সুধাকর হয়ে, বিরাজে আকাশ মাঝে,
ও সুধা শিব পেয়ে, মৃত্যুঞ্জয় হয়ে, মগ্ন আছে নিজ কাযে ॥

ও সুধা তুলনা জগতে মেলে না, ঐ সুধা সিক্ত জগদ্বীজে।
নৃসিংহ কি কর হ'ওরে চকোর, শ্যামা সুধাকর রাজে ॥ ২৫৫ ॥

ভৈরবী, একতালা।

জনমে মরণ আছে যে গাঁথা, মরণে জনম শুনিতে পাই।
তাহারি কারণ, জনম মরণ, ভব মাঝে পুনঃ আর না চাই ॥
যে ভাবে জীবন যত দিন তরে, পরেতে মরণ দেখি গো তাই।
মরণের পরে আসে ঘুরে ফিরে, বিরাম বিরতি কিছুতে নাই ॥
মরণ স্মরণে জীবনে অসুখ, জনম স্মরিলে মরণে (ও) তাই।
এই ধরাধামে, জনমে মরণে, নাই সুখ লেশ ভাবিলে তাই ॥
জনম মরণ, তরণ কারণ, শরণ লয়েছে শিব সদাই।
জনম মরণ নাই সে কারণ, নৃসিংহ শরণ লওরে তাই ॥ ২৫৬ ॥

টোরী ভৈরবী, যৎ ॥

আদর করিবে বলে, সাদরে ডাকি না তোমায়।
ডাকিতে হৃদয় বড়, মধুর পুলক পায় ॥

১। দেখিলে নয়ন মন, কি জানি কি হ'য়ে যায়।
তাইতে নয়ন মম, সতত দেখিতে চায় ॥

২। স্মরণে মনোমাঝারে, সুধা ধারা বয়ে যায়।
প্রেমে যে শিহরে মন; স্মরি সুখ সদা পায় ॥

৩। কি বলব বল শ্যামা, প্রাণ যে তোমারে চায়।
পাইলে নৃসিংহ প্রাণ, মধুময় হ'য়ে যায় ॥ ২৫৭ ॥

মালকোষ; আড়াঠেকা ॥

আর তো পারি না শ্যামা, সহিতে যাতনা দুখ।
চাহ মা করিয়া কৃপা, তুলিয়া আপন মুখ ॥
১। দেখ না দেখ না ওমা, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বুক।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভবে, ভাসিয়া গেল যে সুখ ॥
২। হের মা হের মা আজি, কাতর সন্তান মুখ।
বিতর নৃসিংহে কৃপা পাইব তবে গো সুখ ॥ ২৫৮ ॥

ভৈরবী; একতালা ॥

এ ছার জীবনে, যে জ্বালা যাতনা, মরণে কি পুনঃ ঘটিবে তাই।
ভাবিয়ে ভাবিয়ে অবশ হইনু, আরত ভাবিতে পারি না ভাই ॥
১। অতৃপ্ত জীবনের অপূর্ণ বাসনা, মরণ হইলে কি পূর্ণ হবে না।
মরণের অধিক এ বড ভাবনা এ যাতনা মম যাতনা নাই ॥
২। যাতনা সহিতে জীবন ধরেছি, দুঃসহ যাতনা অবাধে সহেছি।
মরণে এ ভাব ভাবিয়া রয়েছি, মরণ প্রতীক্ষা সতত তাই ॥
৩। ভাবিনি কখন মরণ ঘটিলে, এ যাতনা ত্রাস মিলে কিনা মিলে।
মরণান্তে যাব মায়ের কোলে, নৃসিংহ আছে যে ভাবিয়া তাই ॥
২৫৯ ॥

ভৈরবী;

ওমা, মনে বড় সাধ।
অবোধ তনয়ে, সুবোধ করিয়ে, ক্ষমিবে অপরাধ ॥
১। পাপতাপ জ্বালা, দেবে দূর ক'রে, মানস আঁধার যাবে চিরতরে,
ঘুচাবে কামনা পূরাবে বাসনা, মিটাবে অবসাদ ॥

২। হৃদয়ে নাচিবে প্রেমময়ী হ'য়ে, প্রেম বিলায়ে দেবে গো মাতায়ে।
নৃসিংহের সাধে, মাগো সাধে সাধে, সাধিও নাক বাদ ॥ ২৬০ ॥

চেয়ে দেখ দক্ষবালা।
যে যাতনা প্রাণে
দেখ গো নয়নে
হৃদয়ে কত জ্বালা ॥

১। মরম উচ্ছ্বাসে, মানস অবশ, বিষাদ সাগরে, ডুবিয়া বিবশ,
হতাশ জীবন, সতত নীরস, দেহ ধারণে অবহেলা ॥

২। যদি কৃপা কর, যদি মিটে আশা,
যাবে গো যাতনা, না রবে পিপাসা,
নৃসিংহ জীবনে, তবে সে ভরসা একান্ত জপমালা ॥ ২৬১ ॥

কাফি সিন্ধু, মধ্যমান ॥

দিও না দিও না দুখ,
দুটো কথা মুখে বলে।
পাইবে পরম সুখ,
মা আমার সুখে থাকিলে।

১। তোমারে দুখী নিরখি, দেখ না ঐ ম্লানমুখী,
সুখ পাবে সুধামুখী, তোমাকে সুখী হেরিলে ॥

২। সুখের কথা, বল বল, যাকে দেখে দুখ ভোল,
নৃসিংহ সম্বল বল, মা দেবে না রসা-তলে ॥ ২৬২ ॥

ভৈরবী, মধ্যমান ॥

তা'রে আমি আছি ভুলে ।
যা'রে পেলে ভোলা-মন ভুলে ॥

১। ভোলে না সে কোন কালে, তবে কেন মন ভুলে ।
ভোলা মন বা যদি ভুলে, প্রাণ ভুলে কিবা বলে ॥

২। প্রাণের প্রাণে সে যে গাঁথা, ভুলে কি লাগে না ব্যথা ?
নৃসিংহ প্রাণ যে বৃথা, শ্যামা কথা ভবে ভুলে ॥ ২৬৩ ॥

সিন্ধু, মধ্যমান ॥

সুধামাখা মুখখানি,
জাগে প্রাণে থেকে থেকে ।
অতৃপ্ত নয়ন মন,
সাধ মিটে না দেখে দেখে ॥

১। যখনি আঁখি নিরখে, তখনি নূতন দেখে ।
পাইতে সে নব সুখে, সাধ রাখে চোখে চোখে ॥

২। তাইতে প্রাণ মাঝে আঁকা, অদর্শনে প্রাণে দেখা ।
স্মৃতির পুলক রেখা মনে ফোটে সুখে সুখে ॥

৩। নিস্তব্ধ নয়ন মন, ঘটিলে সুখ দর্শন।
নৃসিংহ রাখে তখন, শ্যামা মাকে বুকে বুকে ॥ ২৬৪ ॥

গৌড় সারঙ্গ ; মিশ্রিত ॥

তাইতে তোমায় চাইগো শ্যামা,—
তাইতে তোমারে চাই।
পাইলে নিভে হৃদয় জ্বালা,
সুধাময় হ'য়ে যাই ॥

১। নাইগো আমার কোন আশা আর, কোন সাধ মনে নাই।
কেবল আশা মনে প্রাণে, কেমনে তোমাকে পাই ॥

২। নই গো বড় পুলকে ভেসে, ভূ-লোকেতে এমন নাই।
সাধের হরষে এ সুধা বরষে, সুধানিধি বটে তাই ॥

৩। তাইতে আমি বুঝেছি মনেতে, এ সুধা তুলনা নাই।
নৃসিংহ পিপাসা মিটিবে যে আশা যদি মা তোমারে পাই ॥ ২৬৫ ॥

সাহানা, দাদরা ॥

আশা করে কতজনে,
পায় গো তোরে কেউ কখন।
ভালবাসা যায় গো জানা,
তবে কৃপা হয় যখন ॥

১। হয়ে কৃপা পরবশ, যখন যারে ভালবাস,
মিটে কি তাহারি আশা, পিপাসা কি যায় তখন ॥

২। যায় না কভু কোন দিনে, নূতন সাধ জাগে মনে,
তাই শ্যামা তব চরণে, নৃসিংহ ত রয় এখন ॥ ২৬৬

ঝিঝিট ;

তারে কি ভুলতে আমি পারি।
এ দেহ মাঝেতে সে যে,
প্রাণ আমারি ॥

১। থাকি যদি অন্য মনে, ব্যথা লাগে আমি প্রাণে,
আবেগ ভরে নয়নে, বহে বারি ॥

২। সে নহে ভিন্ন পদার্থ, অভিন্ন সে শ্যামা নিত্য।
এ ভবে এ নৃসিংহত্ব, জানি তারি ॥ ২৬৭ ॥

গৌরী ;

তুমি মা জগদীশ্বরী।
আমি দীন হীন ভিখারী ॥

১। পরম জ্যোতি রূপিনী তুমি, চরম তিমিরে রহি গো আমি।
তুমি পাপ হরা আমি পাপে ভরা, এ মায়া প্রপঞ্চে তোমারি ॥

২। তুমি গো নিত্য আমি অনিত্য, তুমি যথার্থ আমি অনর্থ,
তুমি গো সমর্থ, আমি অসমর্থ, হর নৃসিংহ আমারি ॥ ২৬৮ ॥

সাহানা, দাদরা ॥

যত্ন ক'রে রত্ন পেলে,
রাখে তাকে, চোখে চোখে ॥
অযত্নে সে রত্ন পেলে,
অনাদরে নাহি দেখে ॥

১। মুনি ঋষি দেবগণে, চেয়ে আছে সযতনে ।,
পেয়ে সে চরণ ধনে, নয়ন মুদি 'ভোলা' থাকে ॥

২। যখন যতনে ভবে, নৃসিংহ চরণ পাবে ।
মনের সাধে সাধ মিটাবে, নয়নে নয়নে রেখে ॥ ২৬৯ ॥

কাফি সিন্ধু ; মধ্যমান ।

বলিতে পারিনে তা'যে,
যে সুখ সুখ দর্শনে ।
আমাতে থাকিনে আমি,
দেখা হ'লে প্রাণে প্রাণে

১। কি জানি কেমন হই, দেখিলে নিস্তব্ধে রই।
সে সুখ তুলনা কই, বল বল কই কেমনে ॥

২। মনে মনে ভাবি তাই, অবিচ্ছেদে কিসে পাই,
নৃসিংহহ ভুলে যাই, সে শ্যামা হেরি নয়নে ॥ ২৭০

সিন্ধু; মধ্যমান ॥

কি হবে বৃথা কলঙ্ক,
রটিলে ধরায়।
অকলঙ্ক থাকি যেন,
তোমারি কৃপায় ॥

১। জলেরি তিলক সম, কিছুক্ষণ রহে ভ্রম।
অসত্য বৃথা বটন, ঘুচে গো ত্বরায় ॥

২। সত্যের বিমল পথে, চলি যেন এ জগতে।
থাকি নৃসিংহের সাথে, রেখ রাঙ্গা পায় ॥ ২৭১ ॥

গৌরী, একতালা ॥

তুমি মা সত্য আমারি, আমিও সত্য তোমারি ॥

১। মিথ্যা পুত্রে কিসে মাতৃত্ব? মা ভিন্ন নাহি পুত্রত্ব;
নিগূঢ় তত্ত্ব সকলি সত্য, দেখ মা মনেতে বিচারি ॥

২। তুমি আছ তাই আছি যে আমি,
আমি আছি তাই, আছয়ে তুমি ॥ ২৭২

ঝিঝিট্ একতালা।

দেখ্‌ব কবে, নয়ন-তারায়, এ ভুবন তারাময়।
মুখে বল্‌ব, তারা তারা, কেবল, 'তারা-মায়ের জয়'

তারা নাম জপ্‌তে জপ্‌তে, করব গো এ তনুক্ষয়,-
তত্ত্বাতীত তারা তত্ত্বে—নৃসিংহত্ব হবে লয় ॥ ২৭৩ ॥

ঝিঝিট, একতালা ॥

এমনি ক'রে দুখ দিয়ে কি, দয়াময়ী হ'তে হয় ?
মর্ম্মে মর্ম্মে কর্ম্ম ক্রমে, হলো ভাল পরিচয় !

কর্ম্ম ফলই যদি ভোগে, তবে কেন দয়া কয় ;
সুকর্ম্মে সুগতি লাভ, স্ব কৃতিত্বে সে ত হয় ॥

দুষ্কর্ম্মে দুর্গতি দুঃখ, একথাও মিথ্যা নয়।
নৃসিংহ সাহসী তবু,— মা কি দয়া শূন্য হয় ॥ ২৭৪

জয় জয়ন্তী মিশ্র, ঝাঁপতাল।

ওকে দিতেছে লাজ
লাজেরে আজি,
সাজিয়ে নিজে,
দিগম্বরী ?
অম্বরে সম্বরে না রূপ
(ও তাই) আড়ম্বর পরিহরি ॥

বিবুধ-বোধ ভ্রম-ভারে, বিনাশি বিলাস ভরে,
বিভোরা সদা মদিরা ধারে, সাদরে অধরে ধরে ;—

ঘন ঘন অপাঙ্গে, মধুর ভ্রূভঙ্গে,
অনঙ্গ নাশন সঙ্গে, এ কি গো এ কি রঙ্গ ॥
(ঐ যে) অঙ্গনা কুল গঞ্জিয়ে, রণাঙ্গনে অবতরি ॥ ২৭৫ ॥

উপেক্ষিয়ে গো চরাচরে, সুখে শ্মশান মাঝারে।
বিহরি শব হৃদিপরে, অমরত্বে ধিক্কারে ॥

শবত্ব নহিলে পরে, শিবত্বেও অসম্ভব।
শবত্ব ঘটিলে পরে, শিবত্ব সুসম্ভব ;
এ তত্ত্ব বুঝিবে কবে, (তুমি) নৃসিংহত্ব পরিহরি ॥ ২৭৬ ॥

বাউল সুর ॥

ওগো অন্তরে যার জাগে শ্যামা
ও তার, দূরে যায় গো সকল জ্বালা ॥

ও তার, সাধন ভজন, কোথায় থাকে গো।
লাগে নাক আর জপের মালা ॥

সে যে, লগ্ন ক্ষণ নাহি ভাবে, মগ্ন থাকে মহা ভাবে,
ভাবে ভাবে মাকে ভাবে, হ'য়ে মায়ের ভাব 'বি'-ভোলা ॥

না থাকে গো অন্য মনে, না চাহে কাহারো পানে,
(কেবল) সাধ হলে মনে মনে, ওগো পরায় মাকে প্রেমের মালা ॥

সে দিন কবে আসবে, শ্যামা মা প্রাণে জাগিবে,
নৃসিংহ প্রেমে মাতিবে, ঘুচে যাবে ভবের খেলা ॥ ২৭৭ ॥

সিন্ধু ভৈরবী ; মধ্যমান।

(মাগো) নিথর নয়নে তোমায়, দেখিয়ে জুড়াই।
নীরবে নিস্তব্ধ প্রাণে অবিরত চাই ॥

নীরস মরু-সমান, বিরস এমন প্রাণ,
প্রেমের সে প্লাবমান, হেরিলে সদাই ॥

নিভে জ্বালা মিটে তৃষ্ণা উৎকণ্ঠা উদ্বেগ আশা,
না রহে এ যাওয়া আসা, নির্ব্বেদে মিশাই ॥ ২৭৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী, মধ্যমান।

কাতর নয়নে চাই, কেন দেখিতে না পাই।
হুতাশে বরষে আঁখি, আকুল হৃদয় একি!
সবি শূন্য সবি ফাঁকি, তাকাইতে নাই॥
দেখা দেয় ফাঁকি দেয়, (ও শ্যামা) রয় রয় নাহি রয়,
এ জ্বালা গো কত সয়, বল নাক তাই॥ ২৭৯॥

পলে পলে, কাল চলে যায়, প্রতি নিমেষে লুকায়।
এ জগৎ সেই পথে, সাথে সাথে ধায়॥
ধাইছে শশী তপন, ধাইছে গ্রহ পবন,
ধাইছে জীব জীবন, অবিরত হায়॥
ধাইছে গো কার উদ্দেশে, ধেয়ে যেয়ে মিশে কিসে,
কি আনন্দ লভে শেষে, কি রস গো পায়॥
এসেছে যেখান হতে, ছুটেছে গো সেই পথে,
মিশিলে তাহারি সাথে, আপনা হারায়॥
মিশিলে মিলন রঙ্গে, মহাকাল কালী সঙ্গে,
আনন্দে প্রেম তরঙ্গে, সকলি ফুরায়॥ ২৮০॥

ভৈরবী ; আড়াঠেকা।

ক'রো না করুণা ধনে, বঞ্চিত এবার।
(ওগো মা, মা আমার) ভুলো না ভুলো না শ্যামা,
অধমে তোমার ॥

কর কৃপা হরজায়া, হর হর মহামায়া,
নৃসিংহে কিঞ্চিত দয়া, কর মা আমার ॥ ২৮১ ॥

ভৈরবী ॥

ওগো, আর কিবা বল্‌ব শ্যামা, (ওমা), তুমি ভিন্ন কেহ নাই।
(ভাবি) মর্ম্ম মাঝে থাক্‌তে তুমি, মর্ম্ম জ্বালা কেন পাই ॥

ওমা, গাঁথা আছ প্রাণে প্রাণে, কেন প্রাণে শান্তি নাই।
মনে মনোময়ী তুমি, তবু কেন দুঃখ পাই ॥

দযা না হইলে পরে, রূপে কোন সুখ নাই।
নৃসিংহ চাইছে দয়া, দযাময়ী মাগো তাই ॥ ২৮২ ॥

চরণ দুখানি ধরিয়া,
মিনতি আমার, ও শ্যামা এবার,
চাহিয়া দেখ মা, ফিরিয়া।

কত বারে বার, দুর্ভোগ আমার,
অসার সংসারে, আসিয়া ॥

গত কত কাল, আসিতেছে কাল,
আবারো এবারে, রুষিয়া।

পাপ তাপ জ্বালা, এ সংসার খেলা,
ঘুচায়ে দেও দয়া করিয়া ॥

নৃসিংহ মানসে, বিহর বিলাসে,
তনয় বলিয়া, স্মরিয়া ॥ ২৮৩ ॥

সমাপ্ত

বলিহার রাজধানী
২৮শে ভাদ্র, ১৩১১

শ্রীগিরিজাপ্রসাদ শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীফ
বাগচী, ৩৬, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে মুদ্রিত।